18.2 Mc. ৪৭০. ১.

# আদিম বৈদিক সময়ের
# আর্য্যসভ্যতা।

শ্রীশশধর রায় এম, এ, বি, এল, প্রণীত

ও

প্রকাশিত।

প্রথম সংস্করণ।

বলিহার, রাজবাটী।

PRINTED BY PRIO NATH SAMANTA.

SHARADINDU PRESS.

বঙ্গাব্দ ১২৯৭।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

নানা কারণে এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে অনেক গোলযোগ হইয়াছিল। সুতরাং ইহা প্রকাশে গ্লানিজনক বিলম্ব হইয়াছে। তথাপি এত বর্ণাশুদ্ধি রহিল যে এক্ষণে প্রকাশ করা সঙ্গত হইল কি না, সন্দেহ। কিন্তু অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিজ্ঞাপন দৃষ্টে গ্রন্থ চাহিয়াছেন এবং অগ্রিম মূল্যও পাঠাইয়াছেন। এমত অবস্থায় আর বিলম্ব করিলে গুরুতররূপে নিন্দনীয় হইতে হয়। এই আশঙ্কায় এবারে এই অবস্থাতেই প্রকাশ করিলাম। যে সকল স্থানে বর্ণাশুদ্ধি জন্য আদৌ অর্থ বোধই হইত না, কেবল তাহাই সংশোধন করতঃ ভ্রম সংশোধনের পৃথক একটী তালিকা দিলাম। অন্যান্য স্থানে যে বর্ণাশুদ্ধি থাকিল, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ভিন্ন এক্ষণে উপায়ান্তর নাই।

# ভূমিকা।

ঋগ্বেদ অর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতমগ্রন্থ; এবং ঐ বেদের সময়কেই আদিম-বৈদিক সময় বলা যায়। অতি প্রাচীনতম সময়ে এতদ্দেশীয় আর্য্যগণ সভ্যতায় কিদৃশ ছিলেন, ও তাঁহাদিগের আচার, ব্যবহার ও শিক্ষা প্রভৃতি কিদৃশ ছিল, তাহা জ্ঞাত হইতে যেমন স্বতঃই কৌতুহল হয়, তেমনই জ্ঞাত হওয়াও অশেষ রূপে হিত জনক। কিন্তু সে সকল যথা যোগ্য রূপে বর্ণনা করার ক্ষমতা এবং সাবকাশ, কিছুই আমার নাই। তথাপি যতদূর পারিয়াছি, সর্ব্বত্রই ঋগ্বেদ অবলম্বন করিয়াছি, এবং অনুবাদ স্থলে শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত, সি, এস, মহোদয়ের কৃত বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি। দত্তজ মহাশয় বেদজ্ঞান প্রচারে যেরূপ স্বহায়তা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি এতদ্দেশীয়গণের নিকট চিরস্মরণীয় হইবেন, সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থপাঠে যদি কাহারও সামান্য কৌতুহল পরিতৃপ্ত হয়, এবং উচ্চ গবেশনায় প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইইলে শ্রমসকল জ্ঞান করিব।

গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে বড়ই আক্ষেপ জনক বিলম্ব হইয়াছে। মুদ্রাকরের উপর শত্রু লোক কর্ত্তৃক অনেক বিপদ পতিত হওয়ায় ঈদৃশ হইয়াছে। যাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া এই

পুস্তক চাহিয়া পাঠাইয়াছেন, কিম্বা মূল্যও প্রেরণ করিয়াছেন, আশাকরি তাঁহারা ক্ষমা করিবেন।

বলিহারাধিপতি বিদ্যোৎসাহী শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় বাহাদুরের বদান্যতায় তদীয় মুদ্রাযন্ত্রে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইল। রাজা বাহাদুরের নিকট আমি অশেষ প্রকারেই ঋণী এবং কৃতজ্ঞ; বলা বাহুল্য এই অনুগ্রহে সমধীক উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হইলাম, সন্দেহ নাই। এই গ্রন্থের প্রুফ্ সংশোধন কার্য্যে শ্রীযুক্ত বাবু ভবানী কান্ত লাহিড়ী মহাশয় বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার নিকট এস্থলে সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি ইতি।

রামপুর, বোয়ালিয়া,<br>১৫ই মাঘ, ১২৯৭। } শ্রীশশধর রায়।

# সূচী।

§ চিহ্ন—ধারা।

## প্রথম অধ্যায়।

আর্য্য-জাতি §১ ; বর্ণ ; আয়ু ; ভাষা §২ ; কৃষি §৩ ; গৃহ-পালিত পশু §৪ ; আহার §৫ ; পরিচ্ছদ §৬ ; অলঙ্কার §৭ ; গৃহ §৮ ; যানবাহন §৯ ; বাণিজ্য §১০ ; ধন §১১ ; যুদ্ধ §১২ ।

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিল্পবিদ্যা §১৩ ; চিকিৎসাবিদ্যা §১৪ ; জাতি বিভাগ §১৫ ; বিবিধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান §১৬ ।

## তৃতীয় অধ্যায়।

নারী-জাতি §১৭ ; পরিণয় §১৮ ।

## চতুর্থ অধ্যায়।

দায় বিভাগ §১৯ ; আইন §২০ ; মৃতসংস্কার §২১ ; সতীদাহ §২২ ।

## পঞ্চম অধ্যায়।

ধর্ম্ম বিশ্বাস §২৩; চরিত্র §২৪; তুলনা §২৫।

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৈদিক-সময় §২৬; বেদের রচনা §২৭; আদিম-অবস্থা §২৮।

# ভ্রম সংশোধন।

| ধারা | পৃষ্ঠা | পংক্তি | অশুদ্ধ | শুদ্ধ |
|---|---|---|---|---|
| ২ | ৪ | ২০ | নিয়ন্তার | চিন্তার |
| ৮ | ১২ | ১৩ | ত্রিবরূক্ষা | ত্রিবরূথাং |
| ১৩ | ২০ | ৯ | অস্ত্র | ভস্ত্র |
| ১৫ | ২৫ | ৬ | যানরহিত | যাগরহিত |
| ঐ | ঐ | ১৪ | আর্য্য | অন্য |
| ১৬ | ৩১ | ২৩ | যথা | মঘা |
| | ৩২ | ১০ | কহিতেছেন, গ্রাম ; | কহিতেছেন, "হে অত্রি. আমি তোমার আত্মীয় দ্রোহকারী, যেন ক্ষুধা বশতঃ আমাকে গ্রাস ;— |
| ১৮ | ৪০ | ২০ | আসিল | আসিয়া |
| ১৯ | ৪৫ | ৪ | রেতোষা | রেতোধা |
| ঐ | ৪৬ | ১ | কারণ থাকিলে ; | কারণ না থাকিলে ; |
| " | ঐ | ১২ | যুক্তি | চুক্তি |
| ২১ | ৪৯ | ২৪ | সরশ | সরমা |
| ২২ | ৫১ | ১৮ | সর্পিষা | সর্পিষাং |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২৩ | ৫৮ | ১৩ | না | ০ |
| ঐ | ঐ | ঐ | কেবল | ০ |
| ঐ | ঐ | ১৯ | অনশ্রকে | অনশ্রবো |
| ঐ | ঐ | ২০ | বাধপরুণী | বাষ্পরূপী |
| ঐ | ৬০ | ৬ | মাস্কের | যাস্কের |
| ঐ | ৬১ | ২২ | ততটির | ৩৩টির |
| ঐ | ৬৩ | ২০।২২ | পদ | বাদ |
| ঐ | ৬৪ | ৭৪ | দূরীভূত | দৃঢ়ীভূত |
| ঐ | ৬৭ | ৫ | যশের | মনের |
| ২৬ | ৭৩ | ৫ | সভ্যজাত্যোচিত ; | সভ্যজনোচিত ; |
| ২৮ | ৭৭ | ১৯ | সে | যে |
| ” | ৮২ | ৫ | সজ্ঞাং | সংগাৎ |
| ” | ৮৫ | ৮ | পুরস্তাৎ | ০ |
| ” | ঐ | ১১ | সদানা ; | সদানঃ |

# আদিম বৈদিক সময়ের আর্য্য সভ্যতা।

## প্রথম অধ্যায়।

আর্য্যজাতি, বর্ণ, আয়ু, ভাষা, কৃষি, গৃহপালিত পশু, আহার, পরিচ্ছদ, অলঙ্কার, গৃহ, যান বাহন, বাণিজ্য, ধন, যুদ্ধবিদ্যা।

**আর্য্যজাতি।** ১। আর্য্যজাতি বলিতে অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ হিন্দু-জাতি বুঝিয়া থাকেন, পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ হিন্দু, পারসি, মুসলমান ও খৃষ্টান জাতিগণের পূর্ব্ববর্ত্তী এক আদিম জাতি নির্ণয় করিয়া তদীয় বংশোদ্ভব বিবেচনায় ঐ ঐ জাতীয় তাবৎ ব্যক্তিগণকেই আর্য্যনামে অভিহিত

করেন। সে যাহাহউক, আমরা এস্থলে আদিম বৈদিক সময়ের হিন্দুআর্য্যগণের বিষয়েই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহাদিগের আচার সংস্কার ও শিক্ষা; সংখেপতঃ সভ্যতার পরিচায়ক যাবদীয় জ্ঞাতব্য বিষয় অতর্কিত ভাবে এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে যতটুকু প্রকাশ করিতে পারা যায়, তাহাই পাঠকের নিকট বিবৃত করিব।

বর্ণ। আর্য্যগণ উত্তম গৌরবর্ণ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তৎকালীয় অনার্য্যগণ কৃষ্ণবর্ণ থাকায় গৌরাঙ্গ আর্য্যগণ তাহাদিগকে অনেক সময়ে বর্ণোল্লেখে ঘৃণা করিতেন। ঋগ্বেদ ২ মণ্ডল, ২০ সূক্ত, ৭ ঋক্ ; ৩ মঃ ৩১ সূঃ ২১ ঋক্ ; ৪। ১৬। ৩ ঋক্ আদি স্থান পাঠে এই কথা বিশেষ রূপে উপলব্ধি হয়। গৌরাঙ্গগণের কৃষ্ণবর্ণীয়দিগকে ঘৃণাকরা আধুনিক নহে।

আয়ু। আর্য্যগণের আয়ু সম্বন্ধে এতদ্দেশে অনেক ভ্রম বিশ্বাস প্রচলিত আছে! গৃহ পঞ্জিকায় সত্যযুগে লক্ষবর্ষ পরমায়ু নির্দ্দেশ আছে; পুরাণ শাস্ত্রাদি পাঠেও অনেকের এইরূপ বিশ্বাষ হইয়াছে। কিন্তু,ঋগ্বেদের নানাস্থান পাঠে স্পষ্ট দেখা যায় যে ঐ আদিবেদের সময়েও ঋষিগণ শতবৎসরের অধিক মানব জীবনের অস্তিত্ব প্রার্থনা করেন নাই; এবং ঐ পরিমানই জীবনের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা;——২।২৭। ১০ ঋক্ ; ৩। ৩৬। ১০ ; ৭। ৬৬। ১৬ ৭। ১০১। ৬ ইত্যাদি নিম্নে কয়েকটি স্থল উদ্ধৃত হইল।

"শত বর্ষ অবলোকন করিতে দেও, যেন আমরা প্রাচীন গণের উপভুক্ত আয়ুলাভ করিতে পারি।"

"আমাদের জীবনের জন্য শতবর্ষ প্রদান কর।"

তৎ—( পর্জ্জন্যদেব )—প্রদত্ত জল শতবর্ষ ব্যাপী জীবনের জন্য আমাকে রক্ষা করুন।" ইত্যাদি।

রমেশ চন্দ্র দত্ত।

ফলতঃ যে ঋষিগণ নিজের, পুত্রাদির ও অন্যান্যের জন্য শতবর্ষ মাত্র জীবন ভূয়োভূয়ো প্রার্থনা করেন, তাঁহাদিগের জীবিত কাল লক্ষবর্ষ কল্পনা করা অবিজ্ঞতার কার্য্য। ১০। ৮৫। ৪৫। ঋকে দেখা যায় যে তৎকালে এক একটি পরিবার সম্ভবতঃ একাদশ ব্যক্তিতে গঠিত হইত। এই সকল ব্যক্তি লক্ষবর্ষ জীবিত থাকিয়া অপত্যোৎপাদন করিলে পৃথিবী অচিরাৎ বাসের অযোগ্য হইত, সন্দেহ নাই। সত্যযুগ তাদৃশ দীর্ঘব্যাপী হইতে পারিত না।

২। সকলেই জানেন যে আর্য্যগণের ভাষা সংস্কৃত **ভাষা**। ছিল। উহা সরল ও সহজ হইলেও পৌরানিক সময়ের ভাষা অপেক্ষা পৃথক। ঐ ভাষা বিবিধ ভূষণে সজ্জিত; উহার সতন্ত্র ব্যাকরণ প্রনয়ণ আবশ্যক হইয়াছিল। বিভক্তিও প্রত্যয় আদি আধুনিক ভাষাতত্ত্ব বিৎগণের মতে প্রত্যেকে এক একটি শব্দ ছিল; কালক্রমে অবয়ব লোপ হইয়া এক বা দুই অক্ষরে অথবা বিন্দুমাত্রে পরিনত হইয়াছে। এই মত সত্য হইলে; বৈদিক ভাষা, যাহা কথিত বৈয়াকরনিক অলঙ্কার সমূহে সজ্জিত তাহা তৎকালীয় আকার ধারণ করিতে কত সহস্র বৎসরই আবশ্যক হইয়াছে। বিশেষতঃ সন্ধি ও সমাসাদি কৌশলে ও ছন্দোবন্দে রচনা করা উন্নত শিক্ষার পরিচায়ক। ঈদৃশ ভাষা অনুন্নত জাতীর

ভাষা হইতে পারে না। সুতরাং কেহ কেহ তৎকালীয় আর্য্যগণকে যাদৃশ অনুন্নত বিবেচনা করেন, তাহা ভাষা পরীক্ষা মাত্রেই ভ্রমাত্মক বোধ হয়।

আর্য্যগণ যুদ্ধ বা বানিজ্যার্থ স্বীয় ভাষা ভিন্নও পরকীয় অনার্য্য ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেন ; এমত বিবেচনা করিবার বিশেষ কারণ আছে। ৬। ৩০। ২ ঋকে "বিবিধ বাক্‌শক্তি" সম্পন্ন আর্য্য জনগণের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভাষার উৎপত্তি বিষয়ে আর্য্যগণ স্বীয় অসাধারণ প্রতীভা-বলে উচ্চতম সত্য পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। ১০। ৭১ সূক্ত প্রায় সমস্তই ভাষা বিষয়ে। ঐ সম্বন্ধে কথিত সূক্তে এইরূপ আছে ;——

"উৎকৃষ্ট ও নির্দ্দোষ জ্ঞান হৃদয়ের গূঢ় স্থানে সঞ্চিত" থাকে ; "বাগ্দেবীয় করুনা ক্রমে তাহা প্রকাশ হয়। বুদ্ধি-মান বুদ্ধি বলে পরিস্কৃত ভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন।"

রমেশ চন্দ্র দত্ত।

এতৎ পাঠে প্রতীয়মান হইবে যে জ্ঞানের উন্নতিই মনুষ্যের ভাষা বিকাশের মূল। এই উৎকৃষ্ট জ্ঞানের অভাব বশতঃই অন্য প্রাণীগণ আদ্যাপিও পরিস্ফুট ভাষা বিকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই। আধুনিক প্রাণীতত্ব ও ভাষাতত্ববিৎ পণ্ডিতাগ্রগণ্যগণেরও এইমত। ভাষার উদ্ভাবনী যে শক্তি মনুষ্য হৃদয়ে নিহিত আছে, তাহা জ্ঞানের নিয়ন্তার ও ভাবের আধিক্য-হেতু ঈশ্বরের কৃপাগুণে ব্যক্তভাবে প্রকাশ হয়। তনখই আদিম ভাষার সৃষ্টি। কিন্তু তাহাকে পরি-মার্জ্জিত ও অলঙ্কৃত করা মনুষ্যের চেষ্টার আয়ত্ব। মানব

ক্রমে মৌলিক ভাষাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর চিন্তায় নিয়োগ করতঃ তাহাকে প্রসারিত ও পরিস্কৃত করে। এই কার্য্য "অনেক স্তোতাগণ একত্র হইয়া মনের ভাব সমস্ত হৃদয়ে আলোচনা পূর্ব্বক" ১০। ৭১ সূ। ৮ ঋক্ সংসাধিত করেন। ঈদৃশ গুরুতর বিষয়ে যাঁহারা এতাদৃশ মত পোষন করিতেন তাঁহাদিগকে অনুন্নত বলা দুঃসাহসিতার কার্য্য সন্দেহ নাই।

৩। কৃষিকার্য্য আর্য্যদিগের অতি গৌরবের বস্তু ছিল **কৃষি**। কত ঋষি কত সময়ে ইহার উন্নতির জন্য স্তব করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্বা নাই। এই কার্য্য হইতেই তাঁহারা স্বীয় সম্প্রদায়ের নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। "আর্য্য" অথবা "অর্য্য" ঋধাতু কর্ষণে। ফলত কৃষিজীবি ভিন্ন অন্যকে তাঁহারা মনুষ্যপদ বাচ্যই বোধ করিতেন না। (১)

আর্য্যেরা কৃষিকার্য্যে বলীবর্দ্দ, অশ্ব, গর্দ্দভাদি পশু ব্যবহার করিতেন, এবং ধান্য, যব, মাষ, তিল, গমাদি শষ্য উৎপন্ন করাইতেন। এক্ষণকার ন্যায় কোদালি দ্বারা ভূমিকে সহজ করতঃ লৌহনির্ম্মিত দীর্ঘ ফলক দ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া মৃত্তিকাতে বীজ নিহিত হইত। পরে নিকটস্থ কূপ বা অন্য জলাশয় হইতে জলসিঞ্চনে অথবা বৃষ্টির জল দ্বারায় ভূমিকে আদ্র্য করতঃ শষ্য উৎপাদন করিয়া কাস্তে বা কর্ত্তনি দ্বারায় কাঁটিয়া "রথে" অর্থাৎ শকট দ্বারা তাহা গৃহে আনিত হইত। ও পরিশেষে চালুনির দ্বারা পরিস্কৃত হইয়া তাহা ব্যবহৃত হইত। ১। ১১২। ১৮; ৪। ৫৭। ৮; ১০। ২৫। ৪; ১০। ৭১। ২। ইত্যাদি পাঠে ঐ তাবৎ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া যায়।

(১) ১।৪।৬ "কৃষ্টয়" অর্থে মনুষ্য, যেন অন্যে মনুষ্য নহে।

এক্ষণে দেখা যাইবে যে কৃষি সংক্রান্ত পশু, কি উৎপন্ন শষ্য অথবা উৎপাদানের প্রণালী সম্বন্ধে আমরা বৈদিক সময়াপেক্ষা কোনই উন্নতি করিতে পারি নাই। এদিকে এতদ্দেশে ক্রমশঃ জন সংখ্যা বৃদ্ধিও নানা কারণে প্রায় প্রতি বৎসর দুর্ভিক্ষ্য হইতেছে। এই সকল বিবেচনা করতঃ কেহ কেহ এক্ষণে কলের লাঙ্গল প্রচলিত করিতে চাহেন। তাহা হইলে তাঁহাদিগের বিবেচনায় চাষ গভীরতর হওয়ায় (ও উৎকৃষ্ট সার দিবার নিয়ম করিলে), অধিকতর শষ্যোৎপন্ন হইবে। এইরূপ হইতে পারিলে আহ্লাদেয় বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু এতদ্দেশীয় কৃষকগণ প্রত্যেকে যেরূপ নিঃস্ব, ও প্রত্যেকের শষ্যক্ষেত্র যেরূপ ক্ষুদ্র ও অনেক স্থলে অসমতল, তাহাতে কলের লাঙ্গলের প্রবর্ত্তন হিতকর অথবা সম্ভবপর বোধ হয় না। যদি যৌতরূপে অনেক কৃষক একত্রিত হইয়া এইরূপ করে, তবে কি হয় বলা যায় না ; কিন্তু তৎপূর্ব্বে ঈদৃশ পরিবর্ত্তন কার্য্যকর হইবার সম্ভব নাই।

কৃষিকার্য্য যোগ্য যন্ত্র মধ্যে কোদালি, কুঠার, পরশু (*), ফলক, কাস্তে, গাড়ি (*) ও চালুনি পরিজ্ঞাত থাকার প্রমান পাওয়া যায়।

**গৃহ পালিত পশু।** ৪। গৃহ পালিত পশু তৎকালেও যাহা ছিল, এক্ষণেও তাহাই আছে। যথাঃ—গো, অশ্ব, মেষ, মহিষ, গর্দ্দভ, বরাহ, মৃগ (গৌর মৃগও জ্ঞাত ছিল), হস্তি, উষ্ট্র, কুক্কুর ইত্যাদি ইহাদিগের মধ্যে অশ্ব যজ্ঞে, ও কুক্কুর বহন

---

* অন্য কার্য্যেও লাগিত।

কার্য্যে সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইত, এই মাত্র বলা আবশ্যক। অন্যান্য পশুগণের কার্য্য সাধারণের অবিদিত নাই।

৫। আহার উদ্দেশ্যেই কৃষি কার্য্যের জন্ম। সুতরাং **আহার।** ঐ কার্য্যাৎপন্ন শস্য বিবেচনা করিলেই আহার্য্য পদার্থের আভাস পাওয়া যায়। আর্য্যেরা মদ্য মাংস ভোজী হইলেও আমার বিবেচনায় তাঁহারা প্রধানত শস্য ভোজী ছিলেন। তাঁহারা ধান্য অর্থাৎ ভাজা যব, (চাউল নহে) যব, গম, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, বিবিধ ওষধি অর্থাৎ শাক সবজি আহার করিতেন। কিন্তু মাংসও প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার্য্য ছিল। মেষ, মহিষ, অশ্ব, ও তৎপর কালের নিষিদ্ধ বৃষ বরাহাদি মাংস তাঁহারা ভোজন করিতেন, সন্দেহ নাই। ১০।২৭ সূঃ ঐ মণ্ডল ২৮ সূক্ত।৫।২৯।৭; ৬।১৭।১১; ৮।৭৭।১০; ১। ১৬২।৯ হইতে ১৩ ঋক্ ইত্যাদিপাঠে এই কথা নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হয়। যজ্ঞে ঐ ঐ পশু বধ করিয়া পুনর্জ্জীবিত করার যে ভ্রম বিশ্বাস এতদ্দেশে প্রচলিত আছে। তাহা বেদ পাঠে নিশ্চয় দূর হয়। এই সম্বন্ধে বাহুল্য ভয়ে ২।১টি স্থান ঋগ্বেদ হইতে উতদ্ধৃ করিলাম।

"হে ইন্দ্র! তোমার নিমিত্ত পুরোহিত দিগের সহিত একত্রে স্থূলকায় বৃষকে পাক করি।"

"তাঁহারা বৃষভ সমূহে পাক করে, তুমি তাহা ভক্ষণ কর।"

"তোমার (ইন্দ্রের) জন্য + + শত মহিষ পাক করুণ এবং মদকর সোমপূর্ণ তিনটি নদী প্রবাহিত হউক।"

"হে অশ্ব! অগ্নিতে পাক করিবার সময় তোমার গাত্র

হইতে যে রস বাহির হয় ও যে অংশ শূলে আবদ্ধ থাকে, তাহা যেন ভূমিতে পড়িয়া না থাকে। এবং তৃণের সহিত মিশ্রিত না হয়। দেবতারা লালায়িত হইয়াছেন। সমস্তই তাঁহাদিগেকে প্রদান করা যাউক। যাহারা চারি দিক হইতে অশ্বের পাক, দর্শন করে, যাহারা বলে উহার গন্ধ মনোহর হইয়াছে, এখন নামাও; এবং যাহারা মাংস ভিক্ষার জন্য অপেক্ষা করে তাহাদিগের সংকল্প আমাদিগের হউক।" ইত্যাদি—

রমেশ চন্দ্র দত্ত।

"আত্মবৎ সেবা" প্রবাদটি অদ্যাপি দেশে চলিত আছে। দেবতাকে ঋষিগণ অখাদ্য ও ঘৃণিত বস্তু ভোগ দিবার জন্য স্তব করিতেছেন, এরূপ অনুমান আমরা করিতে পারিলাম না। বৃষ, অশ্ব, মহিষাদি সাধারণের খাদ্য মধ্যে পরিগণিত না থাকিলে ঈদৃশ স্তব সম্ভব হয় না; ঋষি ও ঋত্বিক একত্রে ঐ ঐ মাংস পাক করিতে, প্রকাশ্য ভাবে কখনই সাহসী হইতেন না; ও ভিক্ষুকগণও ঐ ঐ মাংস লোলুপ হইয়া দ্বার দেশে ভিক্ষা করিত না। যাহা হউক বেদের নানা স্থানেই মাংস ও সোমরস—উত্তেজক, মদকর সোমরসের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋষিগণ ঈদৃশ আহার অতিরিক্ত করিতেন, বোধ হয় না, কারণ এসকল স্বত্ব গুণের বিরোধী। কিন্তু সাধারণ জনগণে কোন কোন স্থলেই ইহা অতি অসঙ্গত রূপে ব্যবহার করিত, সন্দেহ নাই। ৩।৪৮।২ ঋকে দেখা যায় যে।—

"যে হেতু তোমার মাতা যুবতী অদিতি তোমার প্রসিদ্ধ

পিতার গৃহে স্তন্য দানের পূর্ব্বে তোমায় সোমদান করিয়াছিলেন”—বাস্তব পক্ষে এই রূপ হওয়া অতি শোচনীয়। চীনদেশীয় শিশুগণের গাত্রে ভূমিষ্ঠ হইবার পর তরল আহিফেণ প্রলেপ দেওয়ার নিয়ম আছে। এমত অবগত হইয়াছি। এটিও তদ্রূপ। অপরিমিত সুরা ব্যবহারে এই সকল ব্যক্তি যে রূপ পীড়িত হইয়া কষ্ট ভোগ করিতেন, ৮। ৪৮। ১০ হইতে ১১ ঋক্ পাঠে তাহার আভাস পাওয়া যায়, যথা “হে সোম, তুমি উদরের পীড়া জন্মাইও না। * * সেই সকল চিকিৎসার অসাধ্য কঠিন পীড়া অপগত হউক, এই সকল পীড়া বলবান হইয়া আমাদিগকে একান্ত কম্পিত করিতেছে। ফলতঃ এই রূপ অত্যাচার তৎকালে না থাকিলে পৌরাণিক সময়ে নিশ্চয়ই এত অধিক হইবার সম্ভব ছিল না, ও পরবর্ত্তী কালে মদ্য-স্পর্শ মাত্রও নিষিদ্ধ হইত না।

দেখা গেল যে আহার প্রায় এক্ষণেও পূর্ব্ববৎই আছে। উত্তর পশ্চিম ও পাঞ্জাবে প্রায় ঠিক্ আছে; বঙ্গদেশে চাউল ও মৎস্যের প্রচলন হওয়ায় অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে যাহাকে মিষ্টান্ন বলে, তাহা প্রায় অজ্ঞাত ছিল; কেবল পিষ্ঠক মাত্র জ্ঞাত থাকা দেখা যায়। এই পিষ্টক, কখন কখন দধি সহকারে, সোমরসের সহিত আহার হইত।

এক্ষণে আহারের কাল নিরূপণ করা আবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ে আমরা মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে আহার করি। তৎকালে বোধ হয় তিন বার আহারের নিয়ম ছিল, যথা, প্রাতে,

মধ্যাহ্নে ও রাত্রিযোগে, ৩।৪১।১; ৩।৫২।১, ৩৪ হইতে ৬ ঋক্; এবং ৩।২৮ সূঃ মোট পাঠে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হয়।

আহার কি রূপে পরিপাক হয় তাহা আর্য্যগণ অনুসন্ধান করিয়া ঐ প্রাচীন হইতে প্রাচীনতম কালেও পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। ৩।৫৩।২২ ঋকে পাকস্থলির যে "জল স্রাবের" কথা উল্লেখ আছে, পরিপাক ক্রিয়া তাহারই সাহায্যে হওয়া আর্য্যগণ বিশ্বাস করিতেন এই মত এখনও স্বীকৃত হইতেছে।

ফলতঃ আহার সম্বন্ধে বিবিধ কথা আলোচনা করিলে আর্য্যসভ্যতা উচ্চশ্রেণী অধিকার করিবে। শিকারলব্ধ আম মাংস অনাবৃত বা অর্দ্ধাবৃত অসভ্যগণের আহার্য্য। পরে কালসহকারে রন্ধন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়; কিন্তু রন্ধনের প্রথম অবস্থাতেই মানবগণ আহার্য্য বস্তু সর্ব্বথা সুপক্ক করিতে সমর্থ হয় না। তখন অর্দ্ধ পক্ক আহার প্রচলিত হয়। ক্রমে উচ্চ্যতম সভ্যাবস্থায় নানাবস্তু একত্রে মিশ্রিত করিয়া, নানারূপে সুপক্ক আহার প্রচলিত হইয়া থাকে, তৎপূর্ব্বে-বিবিধ আহার্য্য বস্তুর সংমিশ্রণ পরিজ্ঞাত থাকে না। এই চিহ্ন অনুসরণ করিলে বর্ত্তমান অনেক জাতি অপেক্ষা আদি বৈদিক সময় হইতে হিন্দুগণ সভ্যতর ছিলেন। সন্দেহ নাই। কিন্তু মনুষ্য এক কারণে সভ্য পদ বাচ্য হয় না। সর্ব্বাঙ্গীণ অবস্থা কেবল জাতীর ক্রিরূপ তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। তাহা পরে বিবেচিত হইবে।

৬। বৈদিক হিন্দুগণের সাধারণ পরিচ্ছদ বিষয়েও বর্ত্ত-
**পরিচ্ছদ।** মান সময়াপেক্ষা অধিক প্রভেদ লক্ষিত হয় না। রণবেশ পৃথক; কিন্তু সচরাচর তন্তুবায় নির্ম্মিত বস্ত্র, পিরাণ অথবা "আঙ্গা" (সংস্কৃত "তনুত্রাণ" ২। ২৯। ৪) উষ্ণীষ অথবা পাগড়ি; এবং সম্ভবত বিনামার ব্যবহার ছিল। রমণীগণ "টানা ও পড়েন" দ্বারা বস্ত্র বয়ণে বিশেষ পটু ছিলেন ৬। ৯। ২। ইহাতে বোধহয় অতি কোমল সুক্ষ্মবস্ত্র তৎকালেও প্রস্তুত হইত। ঐ বস্ত্র কার্পাস ও মেষ লোম উভয় উপাদানেই বয়ণ হইত। ২। ৩। ৬; ২। ৩৮। ৪; + ও ১০। ২৬। ৬ ইত্যাদি। রেসম বস্ত্র অজ্ঞাত ছিল। এই সাধারণ মত। রাজ কন্যাগণের সহিত ঋষি কুমারগণের বিবাহ সময়ে মেষ লোমের বস্ত্র ব্যবহৃত ও যৌতুক স্থলে প্রদত্ত হইত, ইহার প্রমাণ আছে। সুতরাং মেষ লোমের মূল্য বান বস্ত্র বয়ণ হইত, সন্দেহ নাই। জুতা ব্যবহারের নিশ্চয় প্রমাণ ঋগ্বেদ সংহিতায় পাই নাই। কিন্তু চর্ম্মের অনেক ব্যবহার ছিল; এমন কি তদ্দারায় দধি, সুরা প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য রাখিবার আধার ও মূষক নির্ম্মিত হইত, ৬। ৪৮। ১৮। সুতরাং চর্ম্মের অতি পরিস্কার কার্য্য তৎকালে জানাছিল। এমত স্থলে সমররত, পর্ব্বত ও বণ ভ্রমণ কারী তৎকালীয় আর্য্যগণ জুতা প্রস্তুতে অনভিজ্ঞ থাকা সম্ভব হয় না।

৭। এতদ্দেশে নর নারীগণ মধ্যে অলঙ্কার ধারণ করা
**অলঙ্কার।** চিরদিনই প্রচলিত আছে। আদিম সময়েও মালা; বলয়; মল, মেখলা; কুণ্ডল প্রভৃতির ব্যবহার ছিল; তাহা ঋগ্বেদের নানাস্থান পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়। "মালা"

ভিন্ন বক্ষে "রুক্ম" নামে এক প্রকার অলঙ্কারের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু উহা কি প্রকার, বুঝিতে পারি নাই।

অলঙ্কার স্বর্ণে ও রৌপ্যে নির্ম্মিত হইত, কিন্তু শঙ্খ, প্রবালাদিও অজ্ঞাত ছিল না।

৮। গৃহ নানারূপে ও নানা উপকরণে প্রস্তুত হইত। **গৃহ।** গৃহ রচনা বিদ্যার তৎকালে বিশেষ উন্নতি হওয়া বিবেচনা হয়। এক্ষণে রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়াদি নিবারণ হইলেই যথেষ্ট জ্ঞান করা যায়। কিন্তু তৎকালে গৃহ রচনা সময়ে স্থল বিশেষে ইহাও লক্ষ্য রাখিতে হইত যে রচনা দোষে বায়ু, পিত্ত, কফ্ কোন ধাতুই বক্র বা দূষিত হইয়া পীড়া উৎপাদন না করে। গৃহের উপাদান, ও নির্ম্মান কৌশলগুণে এই সকল ধাতু ঐক্য ভাবে রাখিবার চেষ্টা করা হইত। ৬।৪৯ ৯ ঋক্ মূলে "ত্রিধাতু ও ত্রিবরূক্ষা", শব্দ আছে, তাহার অর্থ আমি এইরূপ বুঝিয়াছি। গৃহ এক তল হইতে ত্রিতল পর্য্যন্তও নির্ম্মিত হইত, এবং সহস্র অর্থাৎ অধিক স্তম্ভযুক্ত হওয়ায় (২।১।৫; ৫।৬২।২ ইত্যাদি) অত্যন্ত বিস্তৃত ও শোভাযুক্ত ছিল সন্দেহ নাই। উপাদান মধ্যে কাষ্ঠ ইষ্ঠক, প্রস্তর, ও লৌহ ব্যবহৃত হইত। ফলতঃ অতি উৎকৃষ্ট প্রসস্ত, দৃঢ়, ও দ্বিতল হর্ম্ম্য হইতে মৃণ্ময় ও পর্ণ গৃহ পর্য্যন্ত কিছুই অজ্ঞাত ছিল না। (৭।৮৯।১ মৃণ্ময় গৃহ)।

৯। যান ত্রিবিধ হইতে পারে;—স্থল যান, জল যান, **যান-বাহন।** ও ব্যোম-যান। স্থলে রথ বা গাড়ী, অর্থাৎ অশ্ব,গর্দ্দভ, বা গো যান তৎকালে ব্যবহৃত হইত। রথ প্রায়শঃ শিশু বা খদির কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইত। ৩।৫৩।১৯ ঋক্—

রথের খদির কাষ্ঠের সারকে দৃঢ় কর; রথের শিসম্পা (শিশু কাষ্ঠ) কাঠকে দৃঢ় কর।”

রঃ চঃ দত্ত।

রথ ত্রিচক্র অথবা বহু চক্র ছিল। সম্মুখে দীর্ঘ কাষ্ঠের (সার) পশু সন্নদ্ধ থাকিত। সচরাচর চর্ম্ম তন্তুর রশ্মি বা লাগাম ব্যবহৃত হইত; কখন কখন উহা স্বর্ণেও গঠিত হইত ৪।২।৮। রথ চক্রের সহিত কোন ছেদক অস্ত্র থাকিত কিনা, নিশ্চয় জানা যায় না, তবে থাকা অসম্ভব নহে। যথা ১।৬৪।১১। ঋকে আছে যে—

“রথ চক্র পথিস্থিত তৃণ বৃক্ষাদি উত্তোলন করে।”

চক্র দ্বারায় এই কার্য্য কিরূপে হইতে পারে, বুঝা যায় না। যাহা হউক, রথ নির্ম্মাণ ও চালান বিদ্যা তৎকালে অবনত ছিল না। কত প্রকার রথ ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র স্বীয় “ইণ্ডো এরিয়াণ্‌স্” গ্রন্থে প্রাচীন সময়ের যে রথের আকৃতি অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা আদিম বৈদিক সময়ের আকৃতি থাকা বিশ্বাস করিবার কারণ নাই।

বাষ্পীয় শকট। ইহা তৎকালে অজ্ঞাত থাকাই সম্ভব। প্রথমতঃ তদ্রূপ যানের উল্লেখ বেদে কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। জল বায়ুর নানারূপ স্তব আছে; কিন্তু ঐ সকল পাঠে ঈদৃশ যানের আভাস পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ ঐ রূপ যানের আবশ্যকতা ছিল না। তৎকালে জন সংখ্যা অধিক ছিল না, তাহা ঋষিগণের পুত্র প্রার্থনা বিষয়ক বিবিধ

স্তবে প্রকাশ। এবং তাঁহারা পাঞ্জাব প্রদেশস্থ কতিপয় প্রধান নদীর তীরে নিকটে নিকটেই বসতি করিতেন। অন্তর্ব্বানিজ্যও দূরবর্ত্তী ছিল না। বহির্ব্বানিজ্য অধিকাংশ বৈদেশীয়গণের হস্তেও তাহা প্রায়শঃ নৌযানে ও জল পথে। সুতরাং বাষ্পীয় শকট আবশ্যক হয় না। কেবল যুদ্ধের সুবিধা জন্য রেল প্রণয়ণ তৎকালে হইয়াছিল না। তৃতীয়তঃ বাষ্পীয় কল পরিজ্ঞাত থাকিলে জলপথেও ব্যবহৃত হইত; কিন্তু তাহা নিশ্চয়ই হয় নাই।

এক্ষণে, জল যান কিদৃশ ছিল, তাহা দেখা আবশ্যক। ৭।৮৮।৩; ১।১১৬।৩ হইতে ৫; ৪।৫৫।৬; ইত্যাদি ঋকে বশিষ্ঠ ঋষি ও ভূজ্যু ও অন্যান্যের বানিজ্য কিম্বা ভ্রমণ অথবা যুদ্ধার্থে সমুদ্র গমনের উল্লেখ দেখা যায়। যথা;—

"শত চক্র অরিত্র বিশিষ্ট নৌকা সমুদ্রে"—ইত্যাদি—"যে রূপ ধন লাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ সমুদ্র মধ্যে গমন জন্য সমুদ্রকে স্তুতি করে।"

"আমি (বশিষ্ঠ) ও বরুণ উভয়ে নৌকা আরোহণ করিয়াছিলাম; সমুদ্র মধ্যে সুন্দর রূপে নৌকা প্রেরণ করিয়াছিলাম; জলের উপরে গমনশীল নৌকায় ছিলাম, + + + শোভার্থ নৌকারূপ দোলায় সুখে ক্রীড়া করিয়াছিলাম।

রঃ চঃ দত্ত।

সমুদ্র বক্ষে বাষ্পীয় কলের নৌকা প্রচলিত থাকার প্রমান নাই। বরং উপরের উদ্ধৃত প্রথম শ্রুতিতে ও ১। ১১৬।৫ ঋকে শতচক্র দাঁড় যুক্ত (অরিত্র=দাঁড়) নৌকায়

উল্লেখ পাওয়া যায়। দাঁড় ও পাইলের সাহায্যে অর্থাৎ মনুষ্য বা বায়ু চালিত নৌকা সমুদ্রে ব্যবহৃত হইত। নৌকা ক্ষুদ্র ও বৃহৎভেদে নানা রূপ ছিল। ও নদী ও সমুদ্রে বক্ষে প্রধানতঃ বানিজ্য হেতু ব্যবহৃত হইত।

বলা বাহুল্য যে জল যান ও স্থল যান পরিজ্ঞাত থাকিলেও তৎকালে ব্যোমযানের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বিবেচনা করেন পৌরাণিক সময়ে ব্যোমযান ছিল; এবং রথ-বাহক অশ্ব পক্ষযুক্ত ছিল. তাহা প্রকৃত হইলেও বৈদিক সময়ে অশ্বের পক্ষ না থাকায় ব্যোমযান ব্যবহার থাকা বিবেচনা হয় না।

১০। **বানিজ্য।** উপরে দেখিলাম যে ধনলাভেচ্ছু ব্যক্তিগণ বহির্বানিজ্যে পর্য্যন্ত লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু কোন্২ দেশের সহিত এই বানিজ্য হইত, তাহা নিশ্চয় করা কঠিন। তথাপি, পূর্ব্বে চীন; উত্তরে তিব্বত; পশ্চিমে আফ্রিকা, অন্ততঃ আরব স্থান এসিরিয়া, বেবিলন প্রভৃতি দেশ সমূহের সহিত বানিজ্য থাকা সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নহে। স্বর্ণ ও মেষ লোমে, চীন ও তিব্বত দেশীয় বানিজ্যের পরিচয় দেয়। স্বর্ণ এতদ্দেশীয় স্বভাবজ। অর্থাৎ খনিজ পদার্থ কোন দিনই ছিল না। তথাপি যেরূপ ইহার অত্যধিক ব্যবহার দেখা যায়, তাহাতে নিঃসন্দেহ অনুমান হইতে পারে যে বহির্বানিজ্য ভিন্ন এত স্বর্ণ আমদানী হইবার কোনই হেতু নাই। লোহ, মসল্লা, কাষ্ঠ, গজদন্ত, এবং চন্দন, কস্তুরি, ও আরকাদি সৌগন্ধী দ্রব্য এতদ্দেশে প্রচুর উৎপন্ন হয়। এই সকল পদার্থের বিনিময়ে তৎকালীয় বানিজ্য ব্যবসায়ীগণ

অন্য দেশ হইতে কোন দ্রব্য আমদানী করিবেন? সচরাচর ব্যবহার্য্য ও আবশ্যকীয় সকল পদার্থই ভারতবর্ষে প্রচুর জন্মিত। বিলাসোপযোগী দ্রব্যই বা অন্যদেশীয় অপেক্ষাকৃত অনুন্নত ব্যক্তিগণ কি দিতে পারিবে? সুতরাং তৎকালীয় আর্য্য বণিকগণ স্বীয় রপ্তানী দ্রব্যের বিনিময়ে স্বর্ণ অথবা রৌপ্য ধাতু ও মুদ্রা আকারে লওয়া ভিন্ন আর কি লইবেন? মুদ্রা লইবার আবশ্যক নাই। সুতরাং ঐ ঐ ধাতু এতদ্দেশে প্রচুর পরিমানে আমদানী হইয়া ক্রমে ইহাকে অতিশয় ঐশ্বর্য্য শালিনী করিয়াছিল। তৎকালে পশ্চিমে স্বর্ণ প্রসূদেশ অজ্ঞাতছিল; সুতরাং চীন ও তিব্বত হইতে প্রচুর মূল্যবান ধাতু এতদ্দেশে আমদানী হইত, সন্দেহ নাই। এই রূপে উষ্ট্র এবং শ্বেত, কৃষ্ণ, লোহিত ও "ময়ূরবর্ণ বিশিষ্ট" অশ্বের ব্যবহার দৃষ্টে (৮।১।২৫) আরবস্থান ও আফ্রিকার সহিত বানিজ্য সূচিত হয়।

যাহা হউক, রপ্তানি লৌহ, গজদন্ত প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য ও আমদানী স্বর্ণ, রৌপ্যাদি ধাতু এবং নানাবিধ নির্য্যাস অর্থাৎ (আঠা পদার্থ) ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তবে দক্ষিণ সমুদ্র হইতে, শঙ্খ, ও মণির আমদানী না হইত, এমত বোধ হয় না।

অন্তর্ব্বানিজ্য নিজ নিজ আর্য্য উপনিবেশ সমূহ মধ্যেই আর্য্যগণ প্রচলিত করিয়াছিলেন। অনার্য্যদিগের সহিত সক্রতা থাকায় তাহাদিগের সহিত অন্তর্বানিজ্য হইত বলিয়া বোধ হয় না এই শ্রেণীস্থ বানিজ্য বিবিধ নিত্য আবশ্যকীয় পদার্থেই সীমাবদ্ধ ছিল, সন্দেহ নাই।

ভারৎবর্ষ যে এত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিল, সে প্রধানতঃ বানিজ্য প্রভাবে। যত দিন ইহার উন্নতি পুনরায় না হইবে, ততদিন এতদ্দেশীয়গণের কিছুতেই দারিদ্র্য-দুঃখের অবসান হইবে না। কল ভিন্ন অধুনা বানিজ্য কার্য্য অসম্ভব। এবং এতদ্দেশীয় মূলধনের অভাব একটি প্রধান অন্তরায়। সুতরাং যৌতরূপে কোম্পানি করিয়া বৃহৎ বানিজ্য করা ভিন্ন দরিদ্র ভারতীয়গণের বৈদেশিকগণের প্রতিযোগী হইবার কোনই সম্ভব নাই। যত শীঘ্র আমরা ইহা হৃদয়ঙ্গম করতঃ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, ততই মঙ্গল।

১১। ঋষি ও অন্যান্য মনুষ্যগণের আদিম বৈদিক সময়ে **ধন।** শস্য ও পশুই প্রধান ধন সম্পত্তি ছিল। ধাতু মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য, সমধিক ছিল, তাহা বলা হইয়াছে। ঐ ঐ ধাতু মুদ্রা রূপে ব্যবহৃত হওয়ার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ঋগ্বেদ ৫। ২৭। ২; ৩। ৩৪। ৯। পাঠে স্বর্ণ মুদ্রার বিলক্ষণ আভাস লক্ষিত হয়। এবং ৭। ৯১। ৩; ৩। ৩০। ২০; ৫। ৩৬। ৬ আদি ঋকে "শ্বেতবর্ণ", ও "উজ্জ্বল ধনের" উল্লেখ থাকায় রৌপ্য মুদ্রাও সূচিত হয়। কিন্তু তাম্র, মুদ্রা-রূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় না। ফলতঃ তাহা সম্ভবও নহে; কারণ ভারৎবর্ষ-তখনও ঈদৃশ নির্ধন হয় নাই। মুদ্রার প্রচলন ছিল, সত্য। কিন্তু তাহাতে রাজা বা রাজ চক্র-বর্ত্তীর মূর্ত্তি অথবা অন্যবিধ চিহ্ন অঙ্কিত থাকা বোধ হয় না।

ধন তৎকালেও পুঁতিয়া রাখিবার প্রচুর কারণ ছিল; অসুর সংগ্রামে দেশে শান্তি বিরল ছিল। সুতরাং ১। ১১৬। ১১ ঋকে ঐ রূপ দেখা যায়। কিন্তু তৎকালে অধিক লোক

নির্ধন ছিল না। একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমান ধন যেন অনেকেরই থাকিত। ২। ২৭। ১৭ "হে রাজা, আমার যেন নিয়মিত্ত ধনের অভাব না হয়।" কিন্তু নির্লোভী ঋষিগণ অনেক সময় ঋণ জালে জড়িত হইয়া দুঃখ করিয়াছেন।

১২। **যুদ্ধ বিদ্যা।** আর্য্যগণ অনেক সময়ে যুদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন। স্বদেশে ও বিদেশে নানা রূপ যুদ্ধ করিয়াছেন। ( ১। ১১৬। ৩ হইতে ৫ ঋক্ ) জল যুদ্ধ ও তাঁহাদিগের অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহারা স্বীয় সম্প্রদায়কে দেব ও বিপক্ষ অনার্য্যগণকে দস্যু, রক্ষঃ, বা অসুর বলিতেন, তাহা পাঠক দত্তজা মহাশয়ের ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ পাঠেই বিলক্ষণ জ্ঞাত হইবেন। এই কৃষ্ণবর্ণ অসুরগণ লুণ্ঠন-পটু অসত্যভাষী, যজ্ঞবিহীন ও সোমপান রহিত ছিল। এই সংগ্রাম দীর্ঘব্যাপী হইয়াছিল। অনেক সময়ে আর্য্যগণ অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক পরাজীত হইয়াছিলেন; শেষ তাহাদিগকে জয় করিয়া আর্য্যাবর্ত্ত ব্যাপী অধিকার স্থাপন করিয়াছিলেন। কখন উপনিবেশ, কখন জলাশয়, কখন মরুভূমি লইয়াও বিবাদ হইত পশু অপহরণ সংক্রান্ত ক্ষুদ্র বিবাদ নিত্য কর্ম্ম মধ্যে ছিল। ঋষিগণ অনেক সময়ে স্বয়ং যুদ্ধ করিয়াছেন। সদাপৃণ, যজত, বাহুবৃক্ত, শ্রুতবিৎ ও বশিষ্টাদি ঋষি রণে বিশেষ যশস্বী হইয়াছিলেন।

এই যুদ্ধ কার্য্যে আর্য্যগণ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। যুদ্ধে আত্ম রক্ষার্থ বর্ম্ম; হস্তঘ্ন *; ঢাল বা চর্ম্ম; তাঁহাদিগের প্রধান সজ্জা ছিল। এবং আক্রমনার্থ খড়্গ, বর্ষা, পরশু,

* হস্ত রক্ষার জন্য চর্ম্ম বিশেষ।

বাশী, (বাইস) ও ধনুর্ব্বাণ ব্যবহৃত, হইতে লৌহময় অগ্রভাগ যুক্ত, কাষ্ঠ নির্ম্মিত, বিষাক্ত বাণ প্রায়শঃই চলিত ছিল। কিন্তু অগ্নি যুদ্ধে ব্যবহৃত হইবার ও কখন কখন "দীপ্ত" বাণেরও উল্লেখ দেখা যায়। ১। ৭১। ৫, ৭। ৯। ৪; এবং ৩। ২৯। ৯ যথা ;—

"এই অগ্নি বীর প্রধানও সেনা বিজয়ী ; ইহার সাহায্যে দেবগণ দস্যুদিগকে জয় করিয়াছেন।"

"জাতবেদা যুদ্ধে সঙ্গত হইয়া দীপ্তিপান"—ইত্যাদি, অগ্নি যুদ্ধে ব্যবহৃত হইলেও বৈদিক সময়ে বন্দুক ও কামান ছিল না। অগ্নি দেবতার স্তব ও লৌহ নির্ম্মিত পদার্থের উল্লেখ নানাস্থানে আছে ; কিন্তু ঐ ঐ অস্ত্র তত্তৎস্থলে সুচিত হয় না। তবে, "দীপ্ত" বাণ কি? আমি যতদূর বিবেচনা করিতে পারিয়াছি তাহাতে বাণের অগ্রভাগে কোন দাহ্যমান বস্তু থাকা সম্ভব বোধ হয় এক্ষণকার দেশালাইর কাঠির ন্যায় ঐ "দীপ্তবাণ" বোধ করি লক্ষ্য বস্তুর সংঘর্ষণে অথবা নিক্ষেপ মাত্রই বায়ু সংযোগে প্রজ্জ্বলিত হইত।

যুদ্ধে অশ্ব ও রথ প্রচুর ব্যবহৃত হইত। ব্যূহ রচনাও অজ্ঞাত থাকা বোধ হয় না। নৃপতি গজস্কন্ধে স্বয়ং যুদ্ধস্থলে যাইতেন ও সৈন্যগণ সোমরস পানে সমধিক উৎসাহিত হইত। অসুরগণও অগ্নিবাণ জ্ঞাতছিল ; ৬। ৪৬। ১১ ; সুতরাং সর্ব্বথা ন্যায় যুদ্ধ সম্ভব পর ছিল না। আহার বা রসদ নষ্ট করিবার কৌশল আর্য্যগণ বিলক্ষণ জ্ঞাত ছিলেন।

রণবাদ্য মধ্যে দুন্দুভি, ক্ষোণী, কর্করি ও ঢক্কা পতিজ্ঞাত ছিল।

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিল্প-বিদ্যা; জাতি বিভাগ; চিকিৎসা-বিদ্যা;
বিবিধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান; ——————

১৩। আর্য্যগণের পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও যুদ্ধবিদ্যা বিষয়ে
**শিল্প।** যাহা কথিত হইয়াছে তাহাতেই তৎকালীয় শিল্প বিদ্যার কিয়ৎ পরিমাণে আভাস পাওয়া যায়। শিল্প বিদ্যার উন্নতি বিষয়ে আজি কালি অনেকেরই চেষ্টা দেখা যায়। কিন্তু সে বৈদেশিক প্রকারে। বস্তুতঃ দেশীয় ভাবে, দেশীয় অভাব দূর করিবার জন্য এই বিদ্যার চর্চ্চা না হইলে প্রথমাবস্থায় ইহা কখনই প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। যাহা হউক, আদি-বৈদিক সময়ে মৃন্ময় ও ধাতুময় দ্রব্য গঠিত হইত; তৎজন্য অস্ত্র—যন্ত্রাদির ব্যবহার ছিল ৫।৯।৫। প্রস্তর ময় আবাস, (সম্ভবতঃ কারুকার্য্য বিহীন) রচিত হইত। সূত্রধরগণ কাষ্ঠের কার্য্যে বিলক্ষণ পটু ছিল। কর্ম্মকারগণ বিবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত করিত। তন্তুবায় সূক্ষ্মবস্ত্র ও মেষ-লোমের বিবিধ মূল্যবান বস্ত্র বয়ন করিতে শিখিয়াছিল। গজ-দন্তের কার্য্যের বিলক্ষণ আভাস পাওয়া যায়; কিন্তু এই কার্য্য ভৃগুগণ করিত, কি তজ্জন্য পৃথক শিল্পী ছিল বলা যায় না। কাচের কার্য্য জ্ঞাত থাকা বোধহয় না। যাহা হউক, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে শিল্প বিদ্যার আধুনিক ভারতীয়গণ বৈদিক সময়ের আর্য্যগণ অপেক্ষা কিছুই উন্নতি-

দেখাইতে পারেন নাই। যদিও পৌরাণিক সময়ে তৎপূর্ব্ব কাল অপেক্ষা উন্নতি হইয়া থাকুক্, এক্ষণে তাহা লোপ হইয়াছে। এবং আমার বিবেচনায় বিদেশীয় প্রতিযোগীতা ও সমাজের রুচি বিপর্য্যয়ই ইহার মূল কারণ। কল কারখানা ব্যতিত এক্ষণে আর শিল্প বিদ্যার উন্নতি করিবার উপায় নাই। ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। যে জাতি ইহাতে অপারদর্শী হইবে, সে নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক নিয়মাধীনে পারদর্শী জাতিকে উচ্চস্থান প্রদান করিতে বাধ্য হইবে।

**চিকিৎসা বিদ্যা।** ১৪। দেখা যাইবে যে কুম্ভকার কর্ম্মকার, সূত্রধার, তন্তুবায়, চামার, ধোপা (১০।২৮।৬), স্তোতা, যোদ্ধা আদির ব্যবসা তৎকালে চলিত ছিল। এসকল মধ্যে চিকিৎসক শ্রেণীও উৎপন্ন হইয়াছিল। যদিও এ সকল স্বতন্ত্র জাতি গণ্য হইয়াছিল না, কিন্তু এ সকল ব্যবসা সমাজে অনুশীলন হইত।৯।১১২।১ এবং ৩ ঋকে এই রূপ আছে, যথাঃ-

"দেখ, তক্ষ (ছুতার) কাষ্ঠ তক্ষণ করে, বৈদ্য রোগের প্রার্থনা করে",

"দেখ, আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসক, কন্যা প্রস্তরের উপর যব-ভর্জ্জন-কারিনী; আমারা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করিতেছি।" যাহা হউক, রোগ সর্ব্বকালেই ছিল; সুতরাং চিকিৎসক অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু এই শাস্ত্র শারীরতত্ব, অস্থিবিদ্যা, রসায়ণ শাস্ত্র প্রভৃতির উপর বিশেষ নির্ভর করে। এ সকল বিজ্ঞান রূপে বর্ত্তমান কালের ন্যায় অনুশীলন হইত না, ইহা নিশ্চয়। সুতরাং পরীক্ষা ও ভূয়ো দর্শন দ্বারা যতদূর রোগ প্রতিকার সম্ভবে, তৎকালে

তাহাই হইত। ৬। ২০। ২৫। ২৬ ঋক্ দ্বয় পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে আর্য্যগণ নদী সমুদ্র, ও পর্ব্বত হইতেও ঔষধ সংগ্রহ করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু ওষধি ঘটিত ভেষজই অধিক ব্যবহৃত হইত; ধাতুঘটিত ঔষধ অজ্ঞাত না থাকিলেও তাদৃশ প্রচলন ছিল না। তৎকালীয়গণ অনেক রোগে মন্ত্র প্রয়োগ করিতেন, ইহা যক্ষ্মাদি গুরুতর দুশ্চিকিৎস্য রোগেই প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল, এমত প্রমাণ পাওয়া যায়। ফলতঃ মনুষ্যের সাধ্যাতীত হইলে ঈশ্বরের অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভর করিবার ইচ্ছা প্রবল হইয়া থাকে, কিন্তু মন্ত্রের কিরূপ রোগ নাশক শক্তি আছে, তাহা আমরা জ্ঞাত না থাকায় এই উপায়ে আর্য্যগণ কিদৃশ ফল পাইতেন, বলিতে পারি না। যাহা হউক, তাঁহারা যে কখন কখন উৎকট পীড়াও আরোগ্য করিতে পারিতেন তাহা নিম্নোদ্ধৃত ১। ১১২। ৮ ঋক হইতে অবগত হইতে পারা যায়।

তাঁহারা "পঙ্গুকে গমন সমর্থ করিয়াছিলেন, ও অন্ধ + + কে দৃষ্টি সমর্থ করিয়াছিলেন।"

ইহা চিকিৎসা শাস্ত্রের সামান্য উন্নতির কথা নহে। পরবর্ত্তী কালে এই শাস্ত্রের আরও উন্নতি হইয়া গুরুত্ব অনুসারে স্বতন্ত্র বেদ রূপে গণ্য হয়, ও আয়ুর্ব্বেদ নামে সম্মানিত হয়।

**জাতি বিভাগ।** ১৫। উপরে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ের উল্লেখ হইল, তাহা ইচ্ছা বা জ্ঞান অনুসারে সকলেই করিতে পারিত। জাতি অনুসারে নহে। উল্লেখিত ৯। ১১২। ৩ ঋকে দেখা গিয়াছে, যে ঋষি স্বয়ং

স্তোতা, তাঁহার পুত্র বৈদ্য, ও কন্যা ময়দা প্রস্তুত-ব্যবসায়ী। এই রূপ ৫। ২৩। ২ ও ৫। ২৫। ৫ ঋক্।

"হে অগ্নি, তুমি এরূপ একটি পুত্র প্রদানকর, যে পুত্র সৈন্য পরাজয়ে সমর্থ।"

ইত্যাদি পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে ক্ষত্রিয় শ্রেণী পৃথক ছিল না। অনেক সময়ে ঋষিগণ স্বয়ং যুদ্ধ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ হইয়াছে। আরও ১০। ৭১। ৯ ঋকে দেখা যায় যে, সকল আর্য্যগণ যাগ যজ্ঞ না করিয়া স্বেচ্ছাচারিতা করিতেন; তাঁহারা নিজ ইচ্ছামত কৃষকের অথবা তাঁতির কার্য্য করিতেন; তদ্ভিন্ন তন্তুবায় কোন পৃথক জাতি ছিল না; ঐ ব্যবসায় বংশক্রমে অনুষ্ঠিত হইত না।

"যাহারা স্তুতি প্রয়োগ বা সোমযাগ করে না, তাহারা পাপযুক্ত অর্থাৎ দোষাশ্রিত ভাষা শিক্ষা করিয়া নির্ব্বোধ ব্যক্তির ন্যায় কেবল লাঙ্গল চালনা করিবার উপযুক্ত হয়, অথবা তন্তুবায়ের কার্য্য করিবার উপযুক্ত হয়।

বেদেব্রহ্মাণ ব্রহ্মঃ,বিপ্র, ক্ষত্রিয়, এই কয়টি শব্দ পাওয়া যায়, সত্য কিন্তু চতুর্ব্বর্ণ বিভাগ এতদ্বারা প্রমাণ হয় না। বিশেষতঃ এই সকল শব্দ বর্ত্তমান অর্থে কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় নাই। যে সকল স্থলে ঐ ঐ শব্দের উল্লেখ আছে তথায় প্রাচীন ভাষ্যকারগণ আধুনিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া, ব্রহ্মঃ বা ব্রহ্মাণ অর্থে শব্দ, স্তব, স্তুতিকারী; ও বিপ্র বা ক্ষত্রিয় অর্থে মেধাবী অথবা বলবান; এই রূপ বুঝিয়াছেন। ৬। ৭৫। ১০। ঐ ঐ ১৯; ৭। ১০৩। ৮ ঐ। ঐ। ১; ৮। ১১। ৬; ইত্যাদি। যিনি এই রূপ অর্থ গ্রহণ করেন, নিশ্চয়ই তিনি বর্ত্তমান বর্ণ

বিভাগ কখনও সন্দেহ মাত্র করেন নাই। যাহা হউক, কখন অগ্নি দেবতাকে বিপ্র; কখন মিত্র ও বরুণকে ক্ষত্রিয় বলা হইয়াছে, অথচ ঐ ঐ দেবতা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় জাতি নহেন, এই সকল কারণ বশতঃ বিবেচনা হয় যে তৎকালে জাতি বিভাগ ছিল না; অথবা বর্ত্তমান কালের ন্যায় কঠোর, দুর্লঙ্ঘ্য জাতি ভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল না; কারণ ঋষিকুমারদিগের সহিত রাজ কন্যাগণের বিবাহের অনেক স্থলেই উল্লেখ দেখা যায়। ফলতঃ ৩। ৪৩। ৯ ও অন্যত্র পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে তৎকালে "সমুদায় মানবগণ" আর্য্য ও দস্যু অথবা রক্ষঃ (অর্থাৎ অনার্য্য) এই দুই সম্প্রদায়ে মাত্র বিভক্ত ছিলেন।

"ইন্দ্র দস্যুদিগকে বধ করিয়া আর্য্যবর্ণদিগকে রক্ষা করিয়াছেন।"

"কি দস্যু, কি আর্য্য সমুদায় মানবের"—ইত্যাদি। তদ্ভিন্ন "আর্য্যবর্ণ" মধ্যে ভেদ থাকা বিবেচনা হয় না। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে ক্রমে জাতি বিভাগ কিরূপে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার আভাস পাওয়া কঠিন নহে। ব্যবসায় ভেদে বর্ণবিভাগ। পিতা স্বীয় ব্যবসায় পুত্রকে শিক্ষা দেওয়া স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়া। সুতরাং ব্যবসায় সকল সর্ব্বত্রই প্রধানতঃ বংশানুক্রমে গৃহিত হয়। ১০। ৩৯। ১৪ ঋকে সূত্রধারগণের সন্তানেরাও ঐ কার্য্য করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই রূপে ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ব্যবসার আধিক্য ও উন্নতি হইলে স্তোতার কার্য্য, যোদ্ধৃর কার্য্য প্রভৃতিও বংশানুক্রমে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তখনই ভবিষ্যৎ জাতি বিভাগের ভিত্তিস্থাপন হয়, সন্দেহ নাই। তৎপূর্ব্বে জনসংখ্যা অল্প থাকা কালে

অথবা সতত অশান্তি ও যুদ্ধ বিগ্রহ-প্রধান সময়ে সকলকেই সকল কার্য্য করিতে হয়। আপত্তি বা অনিচ্ছা করিলে সমাজ রক্ষা হয় না। জাতি বিভাগ, যুদ্ধকার্য্য প্রায় শেষ হইলে শান্তি প্রধান সময়ের প্রথা। ঋগ্বেদের শেষ সময়ে বোধহয় কখনও আর্য্য ও অনার্য্যগণের কথঞ্চিৎ সংমিশ্রণ হইয়া থাকিবে। নতুবা পূর্ব্বোদ্ধৃত ১০।৭১।৯ ঋকে যান রহিত আর্য্যগণের পাপযুক্ত ভাষা শিক্ষা করার অর্থ কি? ঐ ঐ ব্যক্তিগণের ভাষা পাপযুক্ত কেন? তাহা আর্য্যগণের স্বতন্ত্র রূপে শিক্ষা করিতে হইবে কেন? বোধহয় উহা এই মিশ্র জাতির ভাষা হইবে। যাহা হউক, কদাচিৎ এই রূপ হইয়া থাকিলেও সাধারণতঃ তৎকালীয়গণ আর্য্য এবং অনার্য্য দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন ও সে সময় পর্য্যন্তও তাহাদিগের সংমিশ্রণ হয় নাই। কিন্তু জাতি বিভাগের আর্য্য প্রমাণ না থাকিলেও "স্থানে স্থানে পঞ্চজন" "পঞ্চ-শ্রেণী", ইত্যাদি শব্দ দৃষ্টি গোচর হয় ও ১০।৯০।১২ ঋকে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে—

ইহার (অর্থাৎ পুরুষের, ব্রহ্মার নহে) মুখে ব্রাহ্মণ হইল দুই বাহু রাজন্য হইল, যাহা উরুছিল তাহা বৈশ্য হইল, দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল।"

যদিও ঈদৃশ শ্রুতি অন্য কুত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় না, তথাপি এতদ্বারা ও "পঞ্চ শ্রেণী" ইত্যাদি শব্দ দ্বারায় জাতি-বিভাগ থাকা বিবেচিত হইতে পারে, কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন। কিন্তু পঞ্চশ্রেণী আদি শব্দেও চারি বর্ণ সূচিত হয় না! সম্ভবতঃ সিন্ধু নদীর পঞ্চ শাখাতীরস্থ পঞ্চ

উপনিবেশের অধিবাসী দিগকে ঐ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। যাহা হউক, উদ্ধৃত ঋক্ খণ্ডন না হইলে অস্মৎপক্ষীয় মত সপ্রমাণ হয় না। ঐ ঋক্ সম্ভবতঃ পশ্চাৎ বর্ত্তী কালে বেদ মধ্যে প্রবিষ্ট করান হইয়া থাকিবে। "পশ্চাৎ বর্ত্তী কাল" হইলেও তাহা অন্য তাবৎ গ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তী; কারণ ভাষ্যকারগণের পরবর্ত্তী কালে কেহ বেদ মধ্যে কিছুই প্রবেশ করাইতে পারেন না। যে হেতু ভাষ্যকারগণ প্রত্যেক শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এই রূপ বেদ মধ্যে কৃত্রিমতা হওয়া অনুমান করিবার বিশেষ কারণ আছে। প্রথমতঃ এই দ্বাদশ ঋকের ভাষা বৈদিক ভাষা হইতে পৃথক, তাহা ভাষাতত্ত্ব বিদ্‌গণ সপ্রমাণ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ইহা বেদের সর্ব্বত্র ব্যাপী মতের ও শ্রুতির বিরোধী। তৃতীয়তঃ এই ঋক্ প্রসিদ্ধ পুরুষ সূক্তের অন্তর্গত। এই সূক্তে আরও একটি ঋক্ অর্থাৎ ৮ম ঋক্ নিশ্চয়ই পশ্চাৎ প্রবিষ্ট।* সুতরাং এটিও তদ্রুপ হইতে পারে। চতুর্থতঃ এই পুরুষ সূক্তে সৃষ্টি বিষয় উল্লেখ করিতে অনাদি পুরুষকে "পশু" স্বরূপ বলী দেওয়ায় ও তদীয় ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে ভিন্ন ভিন্ন সৃষ্টি হওয়ার কথা বর্ণিত থাকায়; ঐ সূক্ত নিশ্চয়ই যজ্ঞ প্রধান, ঋত্বিক্-প্রধান সময়ে রচিত হওয়া অনুমান করিতে হয়। বেদের প্রথম সময়ে সৃষ্টি কর্ত্তাকে "পশু" বলীর স্বরূপ বর্ণন করিবার মত দুঃসাহসিকতা দেখা যায় না। সুতরাং এই সূক্ত অপেক্ষাকৃত আধুনিক সন্দেহ নাই। পঞ্চমত, এই সূক্ত নিশ্চয়ই ঋষি ও ঋত্বিক্‌গণের মহিমা প্রচারার্থে

* ৬ষ্ঠ অধ্যায়।

রচিত হয়। কারণ ইহাতে ঋষিগণকেই সৃষ্টির আদি কারণ রূপে ও যজ্ঞকেই মূল হেতু রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এমত স্থলে, তাঁহাদিগের মুখ হইতে জন্মও অন্যের নিকৃষ্ট অঙ্গ হইতে উদ্ভব বর্ণনা করা অসম্ভব নহে।

৬ষ্ঠ। নিরাকার ঈশ্বর বাদী সময়ে চক্ষু কর্ণ বিশিষ্ট পুরুষের কল্পনা করাও কিছু অসম্ভব। যাহা হউক, বিরুদ্ধ প্রমাণ অকৃত্রিম হইলেও সানুকূল প্রমাণ অধিকতর ও গুরুতর, সন্দেহ নাই। সুতরাং চতুর্ব্বর্ণ জাতি বিভাগ বৈদিক সময়ে না থাকাই আমাদিগের বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তবে, পরবর্ত্তী সময়ে স্তোতাগণ ব্রাহ্মণ, যোদ্ধাগণ ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য ব্যবসায়ীগণ অতিবিস্তৃত বৈশ্য জাতি হইয়াছেন। অনার্য্যগণ সম্যক্ বশীভূত হইয়া একদেশ বাস জনিত এক আর্য্য মধ্যে একত্রিত হইলে নীচপদবীতে শূদ্র শ্রেণী গঠিত হয়; এরূপ বিবেচনা অসঙ্গত হয় না। এক বর্ণের অর্থাৎ আর্য্য বর্ণের চিহ্ন স্বরূপ অদ্যাপিও ব্রাহ্মণাদি তিন জাতি একই চিহ্নগলদেশে ধারণ করেন।

১৬। বিবিধ বিজ্ঞান শাস্ত্র বৈদিক সময়ে এক্ষণকার **বৈজ্ঞানিক জ্ঞান** ন্যায় অনুশীলন হইত না, ইহা নিঃসন্দেহ। অনেকেই এই কথা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক হয়েন না; এমন কি যাঁহারা এবিষয় সম্যক্ জ্ঞাত নহেন, তাঁহারাও এই কথা অস্বীকার করেন। পাঠক দেখিবেন আমরা যথাস্থানে প্রাচীন গণের যশোকীর্ত্তন করিতে আহ্লাদিত হইয়াছি। পরেও ইহার আরও প্রমাণ পাইবেন। অযথা নিন্দা করা অবৈধ, বিশেষ নিজের পূর্ব্ব পুরুষগণের।

সুতরাং ঈদৃশ মতি যেন আমাদিগের কখনও না হয়। তাই বলিয়া, সত্য গোপন বা বিকৃত করাও মহাপাপ। যাহা হউক, গণিত, জ্যোতিষ, ভূগোল, ভূতত্ব, উদ্ভিদতত্ব, প্রাণীতত্ব এবং বিবিধ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান শাস্ত্র; যাহা বর্ত্তমান কালকে সমধিক গৌরবান্বিত করিয়াছে—তাহা তৎকালে বিজ্ঞান রূপে ঈদৃশ প্রকারে অনুশীলন হইয়াছিল না।

সৃষ্টিতত্ব। পূর্ব্বে ১০। ৯০ সূক্তের উল্লেখ করিয়াছি। তাহা হইতে কতিপয় অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"যখন পুরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করতঃ দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হইল, গ্রীষ্মকাষ্ঠ হইল, শরৎ হব্য হইল। যিনি সকলের অগ্রে জন্মিয়াছিলেন, সেই পুরুষকে যজ্ঞের পশু স্বরূপে সেই বহ্নিতে পূজা দেওয়া হইল। দেবতারা সাধ্যবর্গ ও ঋষিগণ উহা দ্বারা যজ্ঞ করিলেন। সেই সর্ব্বহোমযুক্ত যজ্ঞ হইতে দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হইল। তিনি সেই বায়ব্য পশু নির্ম্মাণ করিলেন, তাহারা বন্য ও গ্রাম্য। সেই সর্ব্বহোমসম্বলিত যজ্ঞ হইতে ঋক্ ও সাম সমূহ উৎপন্ন হইল, ছন্দ সকল তথা হইতে আবির্ভূত হইল; যজু ও তাহা হইতে জন্ম গ্রহণ করিলেন (৮ম ঋক্) ঘোটকগণ ও অন্যান্য দন্তপংক্তি-দ্বয় ধারী পশুগণ জন্মিল। তাহা হইতে গাভীগণও ছাগ ও মেষগণ জন্মিল। পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইল। + + + ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল, যাহ উরুছিল তাহা বৈশ্য হইল; দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল। মন হইতে চন্দ্র হইলেন, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু, নাভি হইতে

আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, দুই চরণ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্ ও ভুবন সকল নির্ম্মাণ করা হইল। দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষ স্বরূপ পশুকে বন্ধন করিলেন।"

উপরের উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিলে কি জ্ঞাত হওয়া যায়? জ্যোতিষ, প্রাণীতত্ব, শারীরতত্ব, উদ্ভিদতত্বাদি বিষয়ক বিবিধ কথা ইহাতে উল্লেখ আছে। দেবতারা সাধ্যবর্গ, এমন কি ঋষিগণও (!!) এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বেই বিদ্যমানছিলেন, তাঁহারা স্বীয় যজ্ঞে পুরুষকে বলী দিলে ও তাহার শরীর বহু খণ্ড করিলে এক একটী হইতে এক এক সৃষ্টি আরম্ভ হয়। ক্রমে চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ ও ভুবন সকল সৃষ্টি হয়। তৎপূর্ব্বেই ঋষিগণের ন্যায় বসন্তাদি ঋতুও বর্ত্তমান ছিল (!) চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ ও পৃথিবী অবিদ্যমানে ঋষিগণ ও ঋতু কি রূপে কোথায় ছিলেন, তাহা অনেকেরই অচিন্তনীয় হইবে, সন্দেহ নাই। এই মহা-যজ্ঞে পুরুষকে বহ্নিতে পূজা দেওয়া হইলে, দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হয়। কিন্তু তখনও দন্তপংক্তি দ্বয়ধারী পশু ও গো, মেষাদির সৃষ্টি হয় নাই। সেই যজ্ঞহইতে ঘৃত, তৎপর বায়ব্য পশু, তাহা হইতে ছন্দ সকল ও ছন্দের পর অশ্বাদিও তাহা হইতে গো মেষাদির সৃষ্টি হইল। বহ্নিতে পূজা দত্ত পুরুষকে এক্ষণে খণ্ড খণ্ড করা হইল। তখন তাহার ভিন্ন ভিন্ন খণ্ড হইতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ জন্মিল। (ঋষিগণ তৎপূর্ব্বে বিদ্যমান থাকায় অবশ্যই চতুর্ব্বর্ণের বহির্ভূত।) শেষ মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ হইতে ইন্দ্রাদি দেবতা, চন্দ্র, সূর্য, আকাশ ও ভুবন সকল সৃষ্টি হইয়াছিল।

এই সৃষ্টি কার্য্যে নিশ্চয়ই পুরুষের অনিচ্ছা ছিল। নতুবা পলায়মান পশুর ন্যায় এই মহা পশুকে ঋষিগণের বন্ধন করিয়া আবদ্ধ রাখিবার হেতু কি? কিন্তু এই মহা পশুর অনিচ্ছা স্বত্বেও সৃষ্টি কার্য্য কিরূপে হইল, তাহা নারায়ণ ঋষিই জানেন, আমরা বুঝিতে অক্ষম।

যাহা হউক, চন্দ্র, সূর্য্য, প্রকৃত পক্ষে কি পদার্থ ও কিরূপে বর্ত্তমান অবয়ব ধারণ করিয়াছে; গ্রহ নক্ষত্রাদি ভুবন সকল কি? ভিন্ন ভিন্ন প্রাণী সকল কিরূপে ক্রমিক নিয়মানুসারে এক হইতে অন্যে জাত হইয়াছে, কিরূপেই বা বর্দ্ধিত ও পালিত হইতেছে; মনুষ্য সমাজে জাতি বিভাগ ও ছান্দ্য রচনা প্রণালী কিরূপে প্রবর্ত্তিত হয়; উদ্ভিজ্য সকল কিরূপে পুষ্ট হইতেছে; চক্ষু কর্ণাদি শারীরিক যন্ত্রের পরস্পর গূঢ় সম্বন্ধ কি, ও উহারা কি উপায়ে স্বীয় স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করে, ঘৃতাদি বস্তু পদার্থের রাসায়ণিক তথ্য কি?—এই সকল গুরুতর বিষয়ে এই সূক্তে অতি বিস্ময় কর, দুর্ব্বোধ্য কাল্পনিক, ও অশ্রদ্ধেয় মত প্রকটিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এরূপ মত যজ্ঞ প্রধান সমাজে আদৃত হইতে পারে; যজ্ঞ প্রধান সময়ে যজ্ঞই সকল কার্য্যের মূল ও ঋষি এবং ঋত্বিক-গণই চন্দ্র, সূর্য্যাদি নিখিল ভুবন সৃষ্টিরও হেতু বলিয়া বিবে-চিত হওয়া সম্ভব; কিন্তু অন্য সময়ে চিন্তাশীল ব্যক্তি কর্ত্তৃক কখনই ঈদৃশ মত গৃহীত হইতে পারে না।

যাহা হউক, সৃষ্টি বিষয়ক ঈদৃশ ভ্রান্ত মত পোষিত হইলেও এই কার্য্য যে কেবল মাত্র একবার সংশাধিত হয়, বহুবার নহে; তাহা আর্য্যগণ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ৬।৪৮। ২২ ঋক্;—

"একবার মাত্র পৃথিবী ও একবার মাত্র স্বর্গ উৎপন্ন হইয়াছে।" বারম্বার সৃষ্টি কল্পনা ও প্রলয় কল্পনা সম্ভবতঃ পৌরাণিক সময়ের।

জ্যোতিষ। জ্যোতিষ শাস্ত্র অপেক্ষাকৃত উন্নত থাকা বিবেচনা হয়। ঋষিগণ সৌর ও চান্দ্র বৎসর, সৌর ও চান্দ্র মাস গণনা করিয়াছিলেন। এই উভয় বিধ বৎসর ক্রমে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ মাসে গণনা হইত। এবং প্রত্যেক তিন তিন বৎসর পর অতিরিক্ত একমাস মলমাস নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঋষিগণ তাহার বিধান করিয়াছেন। চন্দ্র ও পৃথিবী যে গতিশীল, তাহা তৎকালে পরিজ্ঞাত ছিল; কারণ ৫।৮৪।২ ঋকে পৃথিবীকে "গমন শালিনী" বলা হইয়াছে। যদিও চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করা অনায়াসেই উপলব্ধি হয়, কিন্তু পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে তদ্রূপ করা যে তৎকালীয়গণ সম্যক্ অনুভব করিয়াছিলেন, এমত বোধহয় না। ১।১৮৫।১ ঋকে কথঞ্চিত সন্দেহ হয় যে, "পৃথিবী অন্যের উপর নির্ভর না করিয়া সমস্ত জগৎ ধারণ করেন ও রাত্রি ও দিবার ন্যায় চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত হইতেছেন।" ইহাতে বোধহয় পৃথিবীর নিরবলম্ব অবস্থা ও চক্রবৎ ভ্রমণ শীলত্ব তৎকালে কথঞ্চিৎ অনুভূত হইয়াছিল। কিন্তু, তৎপরবর্ত্তী সময়েই এই জ্ঞান সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। এক্ষণে সাধারণ মধ্যে ইহা লুপ্ত প্রায়। এক্ষণে অনন্ত নাগাদি বিবিধ কল্পনা উদ্ভব হইয়াছে। সূর্য্যের দৈনিক গতির পরিমাণও সম্ভবতঃ সে সময় নির্ণয় করা হইয়াছিল। যথা, ফল্গুনী প্রভৃতি কতিপয় নক্ষত্রগুলিও চিহ্নিত হইয়াছিল; ও তাহার

যে কেহ গতিশীল, কেহ অচল তাহাও তৎকালীয়গণ জ্ঞাত ছিলেন। ৭। ৩৭। ৮ ঋকে পৃথিবীকে "শেষ রহিতা" বলায় গোলাকার বলা হইয়াছে কিনা তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

গ্রহণ বিষয়ে আর্য্যগণ বৈদিক সময়ে কিছু স্থির করিতে পারেন নাই। শেষ "অসুর স্বর্ভানু" কর্ত্তৃক সূর্য্য গ্রাস বা আচ্ছন্ন হওয়া বোধ করিয়াছেন। ৫। ৪০। ৫ হইতে ৮ ঋক্ ;—

"অসুর স্বর্ভানু সূর্য্যকে অন্ধকার আচ্ছন্ন" করিলে সূর্য্য কহিতেছেন, গ্রাস না করে।" "সেই ঋত্বিক প্রস্তর খণ্ডের ঘর্ষণ দ্বারা ও স্তোত্র দ্বারা সেই অন্ধকার অপসারিত করিলেন।"

গ্রহণের এই কারণ পরবর্ত্তী সময়ে ভাস্করাচার্য্য, বরাহ মিহির প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদগণ স্বীকার করিতে পারেন নাই। তাঁহারা বেদ দ্রোহিতা করিয়া পাপভাগী হইয়াছেন কিনা জানিনা। কিন্তু এই মত অধুনা সুধীগণ মধ্যে একবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

চন্দ্র ও সূর্য্য মণ্ডলের জ্যোতি কোথা হইতে হইল ; তাহা ঋষিগণ সম্যক্ স্থির করিয়াছিলেন। সূর্য্য স্বয়ং জ্যোতিষ্মান্ ও চন্দ্র মণ্ডল সূর্য্য আলোকে জ্যোতির্ম্ময় ; তাহা ঋগ্বেদের ১। ৮৪। ১৫ ঋকে বিলক্ষণ জ্ঞাত হওয়া যায়।

"আদিত্যরশ্মি এই গমনশীল চন্দ্র মণ্ডলে অন্তর্হিত ত্বষ্টৃ তেজ (সূর্য্য কিরণ) এই রূপে পাইয়াছিলেন।"

কিন্তু যদিও চন্দ্র, সূর্য্যের আলোকে কিরণময় হয়েন, তথাপি সূর্য্য কিরণের মূল কি? আলোকের উৎপত্তি কি? আলোকের শ্বেতবর্ণই বা কি রূপে হয়; এসকল বিষয়েও তৎকালিয়গণ, একবারে চিন্তা না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারেন নাই। ঋগ্বেদ ৪। ১৩। ৪ "ঋকে তন্তুরূপ, কম্পনযুক্ত সূর্য্যরশ্মি সমূহের" উল্লেখ থাকায় পাঠক দেখিবেন যে সূক্ষ্মতম বস্তু পদার্থের কম্পনেই যে তাহার উদ্ভব, ইহা ঋষিগণ অপরি-স্ফুটরূপে অনুভব করিয়াছিলেন। এবং ঐ বেদের নানা স্থানে রশ্মির বর্ণনা করিতে "সপ্তরশ্মি", "সপ্ত অশ্ব" ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করায় ইন্দ্র ধনুকের সপ্তবর্ণের সংমিশ্রণে যে দৃশ্যমান শ্বেত-রশ্মির উৎপত্তি, তাহাও তাঁহারা জ্ঞাত ছিলেন, এমত বিবেচনা হয়।

প্রাচীন ঋষিগণ পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য ভুবন সকলকেও প্রাণী শঙ্কুল বিবেচনা করিতেন। ১। ৮২। ৩

যাহা যউক, জ্যোতিষ শাস্ত্র বিষয়ে তৎকালীয়গণের বিলক্ষণ জ্ঞান ছিল, সন্দেহ নাই। সুতরাং গণিতের উপযুক্ত রূপে চর্চ্চা থাকাই উপলব্ধি হয়। কিন্তু জ্যোতিষ্কগণের দূরত্ব, আয়তন, ইত্যাদি যে সকল বিষয় নির্দ্ধারণ করিতে উচ্চগণিত শাস্ত্রের প্রয়োজন সে সকল উপযুক্ত রূপে আলোচিত হইতে দেখা যায় না, অতএব গণিত শাস্ত্রেরও অত্যুচ্চ অনুশীলন থাকা প্রমাণ হয় না।

ভুগোল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন যে বৈদিক আর্য্যগণ ভারত-বর্ষ ভিন্ন অন্যদেশ জ্ঞাত ছিলেন না। এই অনুমান নিতান্তই ভ্রমাত্মক। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি

যে বাণিজ্য, ভ্রমণ অথবা যুদ্ধার্থ তৎকালীয়গণ সমুদ্র বক্ষে অন্যত্র গমন করিয়াছেন। পশ্চিমে আফ্রিকা, ও পূর্ব্বে চীন পর্য্যন্ত তাঁহারা নিশ্চয়ই জ্ঞাত ছিলেন। এবং ভারতবর্ষ বলিতে এক্ষণে যে দেশ বুঝা যায়, তৎকালে তাহা ছিলনা। "পরুষ্ণী" অর্থাৎ ইরাবতী নদী এতদ্দেশীয় নদী মধ্যে উল্লেখিত হওয়ায় ব্রহ্মদেশ যে নিশ্চয়ই এতদ্দেশের অংশ ছিল তাহা বিবেচনা হয়। যবদ্বীপ প্রভৃতি নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জ বর্ত্তমান দ্বীপাবস্থা প্রাপ্তির পূর্ব্বে যে এতদ্দেশের সাহত সংলগ্ন ছিল, এরূপ অনুমান করিবার বিশেষ কারণ আছে; সুতরাং ঐ ঐ তাবৎ দেশ তৎকালীন এই দেশের অন্তগত ছিল।

এই ভূপৃষ্ঠ কি অবয়ব, তাহা তৎকালে সম্যক্ জ্ঞাত থাকা বোধ হয় না। কিন্তু ইহাকে স্থল ও জল ভেদে সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, দ্বীপ, ও যোজক (?) এই কয়েক ভৌগোলিক বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। সিন্ধু, গঙ্গা, ও যমুনা নদী ত্রয় ও তাহাদিগের শাখা সকল কোথা হইতে উৎপন্ন, কিরূপে উৎপন্ন, ও কোথায় পতিত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল ১০ মঃ ৭৫ সূ মোটে এই বিষয়ক। কিন্তু পর্ব্বত-সকলের উৎপত্তির কারণ ও উচ্চতা নির্ণয় হইয়া ছিল না।

মেঘ। মেঘ সকলের উৎপত্তির কারণ এবং তাহাদিগের বাস্পপূর্ণতা; তৎকালে স্থির হইয়াছিল। লক্ষণ ভেদে উহাদিগকে ৩ শ্রেণীতে বিভক্তও করা হইয়াছিল। ৭। ১০১ ৪; কিন্তু বজ্রের স্বরূপ বৈদিক সময়ে নির্ণয় হয় নাই। তৎকালীয় আর্য্যগণ বজ্রকে লৌহময় মনে করিতেন ১। ১২১।৯।

বায়ুর সতত পরিবর্ত্তনশীল গতিতেও আর্য্যগণ নিয়মলক্ষ্য করিয়াছিলেন। দক্ষিণায়ন উপস্থিতে বৃষ্টির আরম্ভ হওয়া চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রেই অবলোকন করিয়াছিলেন। স্থূলতঃ আমার এইরূপ প্রতীতি হইয়াছে যে প্রাকৃতিক ঘটনাবলী অথবা প্রাকৃতিক শক্তি নিচয় যাহা ভূয়োদর্শনে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় তাহা তৎকালীয় সূক্ষ্মদর্শনের বহির্ভূত হইতে পারে নাই। কিন্তু যে স্থলে মৌলিক কারণ অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। তদ্রুপ অধিকাংশ স্থলেই বৈদিক আর্য্যগণ অকৃত কার্য্য হইয়াছেন। হয় ত চিন্তা করিতেই বিরত হইয়াছেন, নতুবা ধর্ম্ম প্রধান অথবা যজ্ঞ প্রধান নানারূপ বিস্ময়-কর স্বকপোল-কল্পিত মত প্রকটিত করিয়াছেন।

## তৃতীয় অধ্যায়।

### নারী জাতি; পরিণয়।

১৭। **নারী জাতি।** বৈদিক সময়ের আর্য্য-সভ্যতা বিষয়ে উপরের লিখিত বিবরণ পাঠে যতদূর হৃদয়ঙ্গম হয়, তাহাতে দেখা যাইবে যে ঐ সভ্যতা নিতান্ত নগণ্য বা অশ্রদ্ধেয় ছিল না। মনীষিগণ বলেন; স্ত্রীজাতির প্রতি কোন এক নির্দ্দিষ্ট সমাজের ব্যবহার দৃষ্টি করিলে ঐ সমাজের সভ্যতার বিলক্ষণ আভাস পাওয়া যায়। প্রকৃত পক্ষে এই চিহ্ন অনুসরণ করিলে আর্য্য-সভ্যতা নিম্নস্থান অধিকার করিবেনা। বৈদেশিগণের সংস্কার এই যে এতদ্দেশে নারীগণ, নিষ্ঠুর

রূপে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত পক্ষে এই বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমাত্মক। চিরদিন এই রূপ ছিল না; বর্ত্তমান সময়েও তাঁহাদিগের অবস্থা নিতান্তই ক্লেশকর নহে। যদিও কেবল ভদ্র বংশীয় নারীগণ মহানগরী বা তদ্রূপ স্থানে অন্তঃপুরে বসতি করেন, তথাপি তাঁহারাই গৃহস্থের গৃহকর্ত্রী। কেবল গার্হস্থ্য কার্য্যে নহে, বৈষয়িক কার্য্যেও অনেক সময়ে তাঁহারাই প্রভুস্বরূপা। সে যাহা হউক, প্রকৃত হিন্দু পরিবারস্থ গার্হস্থ্য সুখ এতদ্দেশীয় নরনারীগণের চির সম্পত্তি। যদি আনুগত্য ঐক্য, ধার্ম্মিকতা, ও মৃদুতা সুখের হয়, তবে আদিম বৈদিক সময় হইতেই সে সুখ হিন্দু পরিবারে বিদ্যমান আছে। অধুনা যাহা কিছু এতদ্বিপরীতভাব লক্ষিত হইতেছে। তাহা বৈদেশিক সংস্পর্শে জাত, ইহা নিশ্চিত রূপে বলা যাইতে পারে।

নারীগণ পূর্ব্বে যথা বিহিত উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেন, সন্দেহ নাই। পৌরাণিক সময়ের কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন; আদি বেদের সময়েও ঐ রূপ ছিল। ঘোষা, বিশ্ববারা প্রভৃতি নারীগণ ঋগ্বেদে ঋষি হইয়াছেন যে নারীগণ পরবর্ত্তী কালে প্রণব মাত্র উচ্চারণেও অক্ষম হইয়াছেন; তাঁহারাই ঐ প্রাচীনতম সময়ে ঋষিত্ব-প্রাপ্ত হওয়া, সহজে বিশ্বাস করিবার কথা নহে। কিন্তু ইহা প্রকৃত। ঋষিত্ব প্রাপ্ত হওয়া সামান্য গুণবত্তার আবশ্যক নহে। সেই সকল গুণ এই নারী ঋষি দিগের থাকাই বিবেচনা করিতে হয়। বিশেষতঃ ধর্ম্মচর্য্যায় তৎকালাবধি এতদ্দেশে নারীগণ প্রধান সহায়ভূতা; তৎকালেও ঋষি ও সাধ্য বা মনুষ্যগণের মধ্যে

নারীদিগের সহিত একত্র হোম বা যজ্ঞ করিবার প্রথা ছিল।

গৃহকর্ত্তৃত্ব অবশ্যই নারীদিগের আয়ত্ব ছিল; কিন্তু দাস দাসী রাখিবার প্রথা থাকায়, (সম্ভবত ক্রীতদাস ও পরিবার মধ্যে বিদ্যমান ছিল) অধম পরিচর্য্যা তাহারাই করিত সন্দেহ নাই। নারীগণ পরিবার মধ্যে কীদৃশ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ১০। ৮৫। ৪৪; ৪৬ ঋক্ পাঠেই বিলক্ষণ উপলব্ধি হইবে।

৪৪। তোমার চক্ষু যেন দোষ শূন্য হয়, তুমি পতির কল্যাণকরী হও; পশুদিগের মঙ্গল কারিণী হও; তোমার মন যেন প্রফুল্ল এবং লাবণ্য যেন উজ্জ্বল হয়। তুমি বীর পুত্র প্রসবিনী এবং দেবতাদিগের প্রতি ভক্ত হও। আমাদিগের দাস দাসী এবং আমাদিগের পশুগণের মঙ্গল বিধান কর।

৪৬। তুমি "শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশুরকে বশকর; ননন্দ ও দেবর গণের উপর সম্রাটের ন্যায় হও।"

ইহা অপেক্ষা বাঞ্ছনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে?

ধর্ম্মচর্য্যা ও গৃহকার্য্যে সহায়-ভূতা হওয়াই নারী জীবনের প্রধান উপকারিতা। কিন্তু কখন কখন আর্য্য-নারীগণ ঐ প্রাচীনতম সময়েও রণক্ষেত্রে আশ্রয় স্বরূপা হইতেন, এমত বিবেচনা করিবার কারণ আছে। জন সংখ্যা অল্প; সমাজ সতত যুদ্ধ বিগ্রহে অশান্তিময়। সুতরাং শিক্ষিতা নারীগণ নীরব হইয়া থাকিতে পারিবেন কেন? ৫। ৩০। ৯ ঋকে কথিত হইয়াছে যে—

"দাস নমুচি স্ত্রীদিগকে নিজের অস্ত্র স্বরূপ করিয়াছিল; ইহার অবলা সেনাগণ আমার কি করিবে?

সুতরাং অনার্য্য জাতীয়গণের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর্য্য রমণী-দিগের সমক্ষে বিদ্যমান ছিল। এই সকল অবস্থায় তাঁহারা বিপৎকালে অন্তঃপুরে পলায়মান থাকা সম্ভব পর নহে; বিশেষতঃ অন্তঃপুর প্রথা তৎকালে অজ্ঞাত ছিল।

**পরিণয়।** ১৮। পরিণয় নর ও নারী জীবনের একটি প্রধান ঘটনা। ইহা জগতে যেমন প্রজা সৃষ্টির এক মাত্র সঙ্গত উপায়, তেমনই অন্য প্রকারে অশেষ রূপে হিতপ্রদ। এই কার্য্যে অধুনা নারী জাতিকে অভিভাবকের উপর সম্পূর্ণ রূপে নির্ভর করিতে হয়। যদিও ইহা অধি-কাংশ স্থলেই নিন্দনীয় অথবা অহিতকর নহে; তথাপি ঈদৃশ ব্যাপারে স্বীয় উত্তম জ্ঞান ও চিত্তের আগ্রহের যোগ থাকা কর্ত্তব্য। যৌবনের প্রারম্ভেই বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হয়; তবে দেশভেদে কিয়ৎকাল অগ্র পশ্চাৎ। ঐ সময়ে মনের বেগ ও বাসনার আধিক্য হেতু পরিণাম দৃষ্টি শক্তির হ্রাস হওয়া সম্ভব। সুতরাং আত্ম-বিবেচনা হিতাকাঙ্ক্ষী আত্মীয় জনের আদেশ দ্বারা বিশেষ রূপে সংযত হওয়া বাঞ্ছ-নীয়। বৈদিক সময়ে স্বয়ম্বর প্রথা সম্ভবতঃ এই রূপই ছিল। ঋগ্বেদ ১০। ২৭। ১২ ঋকে উল্লেখ আছে যে,—

"যে স্ত্রীলোক ভদ্র, যাহার শরীর সুগঠন, সেই অনেক লোকের মধ্য হইতে আপনার মনোমত প্রিয় পাত্রকে পতিত্বে বরণ করে।" সুতরাং ভদ্র বংশীয় সুন্দরীগণে স্বয়-ম্বর প্রথা দ্বারা পরিণীত হইতেন, সন্দেহ নাই। "অনে-কের মধ্য হইতে" বলায় ইহাই প্রকাশ করা হইয়াছে যে পতি-বরণ কার্য্য গোপনে সাধিত হইত না। এই প্রথা এত-

দূর প্রচলিত হইয়াছিল যে, ইহার বিপরীত——অর্থাৎ নারী কর্ত্তৃক পুরুষ মনোনীত না হইয়া পুরুষ কর্ত্তৃক নারী মনোনীত হওয়া ঘৃণিত বারাঙ্গনাগণের স্বভাব বলিয়া বিবেচিত হইত।

"কত স্ত্রীলোক আছে কেবল অর্থেই প্রীত হইয়া নারী-সহবাসে-অভিলাষী মনুষ্যের প্রতি অনুরক্ত হয়।"

ঋগ্বেদ ১০। ৮৫। ১২ প্রথমার্দ্ধ।

ইহারা অদ্যাপিও পুরুষ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। ভদ্র নারীগণ তদ্রূপ হইতেন না।

বিবাহ কার্য্য তৎকালেও ব্যয় সাধ্য ছিল। যদিও পণ দিবার প্রথা না থাকুক, কিন্তু যৌতুক অলঙ্কারাদি বিশিষ্ট রূপেই দিতে হইত, সন্দেহ নাই। ১০। ৩৯। ১৪। বরও অনলঙ্কৃত অবস্থায় বিবাহ স্থলে উপস্থিত হইতেন না। ভারতবর্ষ অলঙ্কারের দেশ, তাহাতে বরই বা কেন এবিষয়ে কন্যা কর্ত্তৃক পরাজিত হইতে স্বীকার করিবেন?

বিবাহ সূত্র একবার গ্রথিত হইলে ইহা যাবজ্জীবন ছিন্ন না হওয়াই সাধারণ নিয়ম ছিল। কিন্তু স্থল বিশেষে ও কারণ বশত বিধবার পরিণয় প্রথাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ১০। ৪০। ২; ১০। ১৮। ৭ ও ৮; ইত্যাদি, ইত্যাদি। বিধবার বিবাহ স্থলে অগ্রগণ্য রূপে দেবরই সমাদর প্রাপ্ত হইতেন। সভ্য সমাজ মাত্রেই নর অপেক্ষা নারীগণের সংখ্যা অধিক। সুতরাং বিধবার বিবাহ প্রবর্ত্তিত হইলে অবশ্যই কখন কখন কুমারীগণ আজীবন অবিবাহিতা থাকিবেন,

সন্দেহ নাই। বৈদিক সময়ে তদ্রুপও ঘটনা হইতে দেখা যায়। ২। ১৭। ৭ ঋকে আছে যে

"হে ইন্দ্র যাবজীবন পিতা মাতার সহিত অবস্থিতা দুহিতা ++ আপনার পিতৃকুল হইতেই ভাগ প্রার্থনা করে।"

পিতৃকুল হইতে ভাগ প্রার্থনা করায় স্পষ্টই বিবেচনা হয় যে, ইহাদিগের পতিকুল ছিল না ; অর্থাৎ ইহারা যাবজ্জীবন কুমারী। এ অবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে। সুতরাং ক্রমে এই উভয় কারণ বশতঃ পুরুষগণকে বহু বিবাহ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। তবে, বহু বিবাহের দোষ সকল কথঞ্চিৎ লাঘব করিবার জন্য একাধিক ভগিনীও সময় সময় একবরে পরিণীতা হইতেন। তদ্রূপ করা অন্য সমাজের ন্যায় অস্মৎ সমাজে কখনই দোষাবহ গণ্য হয় নাই।

কিন্তু পুরুষগণের বহু বিবাহ প্রথা দোষাবহ হইলেও, নারীগণের ঐ প্রথার ন্যায় অমঙ্গল প্রদ নহে পৌরাণিক সময়ে দ্রৌপদীর বহু পতিত্ব ঘটনা সকলেই জ্ঞাত আছেন। আদিম বৈদিক সময়েও কখন কখন এ প্রথার প্রমাণ পাওয়া যায়। ১। ১১৯। ৫ ; ৮। ২৯। ৮৪ ; ১০। ৮৫। ৩৮ ইত্যাদি ঋক ইহার প্রমাণ।

"কুমারী সূর্য্যা এইরূপ বিজিত হইয়া, সখ্যতা হেতু আসিল, "তোমরা আমার পতি" এই বলিয়া তোমাদের পতিত্ব স্বীকার করিতেন।

"অশ্বিদ্বয় একস্ত্রীর সহিত প্রবাসী পুরুষ দ্বয়ের ন্যায়বাস করেন।"

"হে অগ্নি, তুমি সন্তান সন্ততি সমেত বণিতাকে পতি দিগের নিকট সমর্পণ করিলে।" ইত্যাদি।

ঈদৃশ অবস্থায় সময় সময় পত্নীগণ স্বয়ং পতিত্যাগিনী হওয়া অথবা তৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়া অসম্ভব কথা নহে। ১০। ৮৫। ৪০ ঋকে এইরূপ আছে যে, হে পুষা!

"প্রথমে তোমাকে সোম বিবাহ করে, পরে গন্ধর্ব্ব বিবাহ করে, তোমার তৃতীয় পতি অগ্নি; মনুষ্য সন্তান তোমার চতুর্থ পতি" ইহা দেবতার স্তুতি, সুতরাং নিন্দা সূচক নহে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যে সমাজে যখন যে রীতি নিতান্ত ঘৃণিত অথবা অজ্ঞাত, কিম্বা দোষাবহ থাকে; সে সমাজ তৎকালে সেই রীতি উল্লেখে জঘন্য কার্য্যের আরোপ করিয়া যে দেব স্তুতি করিতে পারে, আমরা বিশ্বাস করি না। এতদ্দ্বারায় নিশ্চয়ই নারীজাতির বারম্বার বিবাহ কার্য্য সমাজ মধ্যে স্থল বিশেষে পরিজ্ঞাত থাকা বিবেচনা হয়। এবং সোম, গন্ধর্ব্বাদি মরণ রহিত পতিদিগের নাম যথাক্রমে উল্লেখ থাকায় বিধবার বিবাহ প্রথা সূচিত হয় না। জীবিত ভর্ত্তৃকার পতিত্যাগ অন্তে বারাম্বার পরিণয়ই বিজ্ঞাপিত হইতেছে। সন্দেহ নাই।

বিবাহ কার্য্য আর্য্যগণ মধ্যেই হইত। অনার্য্য দিগের সহিত মিশ্র বিবাহ চলিত থাকা দেখা যায় না। তদ্রুপ পিতৃকুলে সপ্তম পুরুষ ও মাতৃকুলে পঞ্চম পুরুষ বর্জ্জন করিবার নিয়মও তৎকালে বিদ্যমান ছিল না।

বলা বাহুল্য যে ঈদৃশ নারীগণ-শিক্ষিত রণ কৌশলাভিজ্ঞ নারীগণ, কখনই অন্তঃপুর বাসী ছিলেন না। এবং যদিও তাঁহারা বিশিষ্ট রূপে বস্ত্রাবৃতা থাকিতেন সন্দেহ নাই। ৮। ২৬। ১৩; তথাপি অবগুণ্ঠন প্রথা তখনও প্রচলিত হয়

নাই। ফলতঃ বর্ত্তমান সময়ের সহিত তুলনায় তৎকালীয় রমণীগণ অধিকতর সুযোগ্যা ও শ্রেষ্ঠা ছিলেন, ইহা নিশ্চয় রূপে বলা যাইতে পারে।

# চতুর্থ অধ্যায়।

দায় বিভাগ; আইন। মৃত সংস্কার; সতী দাহ।

১৯। প্রত্যেক সভ্য সমাজেই মৃতের উত্তরাধিকারীত্বের

**দায় বিভাগ।** নিয়ম নির্দ্দিষ্ট থাকে। বৈদিক আর্য্যগণ দরিদ্র ছিলেন না। তাঁহাদিগের দায়ক্রমের নিয়ম অতি-সহজ ছিল। সম্পত্তি মধ্যে অর্থ, স্বর্ণ, শস্যভূমি, ও পশ্বাদি যথেষ্ট ছিল। যে মূল সূত্র অবলম্বনে এই সকল স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি বিভক্ত হইত, তাহা অদ্যাপি অনেকাংশে অপরিবর্ত্তনীয় আছে। কেবল বঙ্গদেশে তাহার ক্রমিক বিকাশ হইয়া কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সেই অতি প্রাচীন সময়ে সমাজ রক্ষার জন্য এজমালী পরিবারের প্রথা প্রচলিত ছিল। সুতরাং ব্যক্তি নির্দ্দেশ ব্যতিরেকে তৎকালে যাবদীয় সম্পত্তি সমস্ত পরিবারের স্বত্ব ছিল; অর্থাৎ পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, ইত্যাদি একত্রে স্বত্ববান হইতেন। অবশ্য ঈদৃশ পরিবারে একটি কর্ত্তা প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন, সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী সময়ে পিণ্ডদানের উপর ধনাধিকার নির্ভর করিয়াছে। তৎকালে যদিও তদ্রূপ ছিল না, কিন্তু ইহার বীজ

সমাজ ক্ষেত্রে নিহিত ছিল। ঋষিগণ হোমরত ছিলেন। তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল যে মৃত পিতা পিতামহগণ দেবতা-দিগের সহিত দেবলোকে বসতি করেন, ও তাঁহাদিরের সহিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া যজ্ঞভাগ হব্যাদি গ্রহণ করেন। ১০। ৫৬। ৪; ঐ ঐ ৫। ১০। ১৫। ১০; ইত্যাদি। এই বিশ্বাস হইতেই ক্রমে শ্রাদ্ধ প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, সন্দেহ নাই। ১০। ১৬। ১১ ঋকে আছে যে।—

"যে অগ্নি শ্রাদ্ধের দ্রব্য বহন করেন, ও যজ্ঞের উন্নতি সাধন করেন তিনি দেবতাদিগকে এবং পিতৃলোকদিগকে আরাধনা করেন; তিনি দেবতাদিগের ও পিতৃলোকদিগের নিকট হোমের দ্রব্য নিবেদন করিয়াছেন।"

যদিও ঈদৃশ বিশ্বাস হইতেই শ্রাদ্ধের জন্ম, কিন্তু ইহা আধুনিক শ্রাদ্ধের ন্যায় নহে। ইহা নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্দ্দিষ্ট তিথিতে সম্পন্ন হইত না। যজ্ঞকালে পিতৃলোকের (ও দেবতাদিগের) উদ্দেশ্যে হব্যদান করা নিত্যকর্ম্ম ছিল। যাহা হউক, আধুনিক দায় বিভাগ আধুনিক শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড-দান কার্য্যের উপর নির্ভর করে। তৎকালে যজ্ঞ বা হোমের সহিত দায় বিভাগের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল না।

প্রথমতঃ পুত্রগণ, পরে ভ্রাতৃগণ একান্নবর্ত্তী রূপে মৃতের উত্তরাধিকারী হইতেন। পুত্রগণ মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র অন্যান্য অপেক্ষা কিছু অধিক ভাগ পাইতেন। ৭। ২০। ৭। পুত্রও ব্যবহারজ্ঞ ও যাগ যজ্ঞ রত হইলে অধিকতর ধনভাগী হই-তেন। তদ্ভিন্ন অযোগ্য হইলে ধনভাগী না হওয়াই সম্ভবপর বোধ হয়। ৩। ৪৫। ৪ ঋকে দেখা যায় যে—

"পিতা ব্যবহারজ্ঞ পুত্রকে ধনের অংশদান করেন" এবং ৩। ৪৯। ৪ ঋকে "ধনীর বাক্যে ধন বিভাগ করার" উল্লেখ আছে। সুতরাং বাচনিক দান অথবা উইল করিবার প্রথা ও ক্ষমতা থাকা উপলব্ধি হয়। পুত্র অথবা ভ্রাতৃগণ মধ্যে কোন নির্দ্দিষ্ট অংশ থাকা অনুমান হয় না। জ্যেষ্ঠ ব্যতীত অন্যে সমান অংশে ধনভাগী হইতেন, এইরূপ বোধ হয়।

কিন্তু পুত্র অবিদ্যমানে দত্তক রাখিবার প্রথা ঐ অতি-প্রাচীনতম কালেও পরিজ্ঞাত ছিল। ৭। ৪। ৭ ঋকে কথিত আছে যে—

"হে অগ্নি, যেন পুত্র অন্য জাত না হয় + + +। অন্য জাত পুত্র সুখকর হইলেও তাহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে অথবা মনে করিতে পারা যায় না। আর সে পুনরায় আপন স্থানেই গমন করে।"

"অন্যজাত" শব্দে জারজ নহে তাহা ঋক্ পাঠেই বিদিত হইবে। বিশেষতঃ তাদৃশ পুত্র সমাজে রক্ষিত বা গৃহিত হওয়া গ্লানি জনক ছিল, "সুখকর" হইত না। ২। ২৯। ১ ঋকে " গুপ্ত প্রসবিনীর গর্ভ + + দূরদেশে নিক্ষেপ হওয়ার আভাস পাওয়া যায়। সুতরাং উদ্ধৃত শ্রুতির কদর্থ পরিত্যাগ করিলে দত্তক রাখার নিয়ম থাকা স্পষ্ট বিবেচনা হয়। কিন্তু ঈদৃশ পুত্র লোকে নিতান্ত অনুপায় হইয়া গ্রহণ করিতেন, সচরাচর ইহা বাঞ্ছনীয় ছিল না, এবং এই প্রথার সমধিক চলন ছিল না। আমার বিবেচনা হয় যে অপুত্রক ব্যক্তি ভ্রাতা অথবা দৌহিত্র ( তৎকালে পৌত্র বলিত ) বর্ত্তমানে

কিম্বা জন্মিবার সম্ভবনা থাকিতে দত্তক গ্রহণ প্রায়শঃ করিতেন না। দৌহিত্র পুত্র স্থানীয় থাকার বিশেষ প্রমাণ ৩। ৩১। ১ ঋকে পাওয়া যায়; যথা;——

"পুত্রহীন পিতা রেতোধা জামাতাকে সম্মানিত করতঃ শাস্ত্রানুশাসন ক্রমে দুহিতা জাত পৌত্রের নিকট গমন করে। অপুত্র পিতা দুহিতার গর্ভ হইবে বিশ্বাষ করতঃ প্রসন্নমনে শরীর ধারণ করে।" দত্তক পুত্র গৃহিত হইয়া স্থিরতর রূপে স্থায়ী না হইলে নিশ্চয়ই এবং হইলেও সম্ভবতঃ পূর্ব্ব পিতার ধনাধিকার প্রাপ্ত হইত; নতুবা ঐ পুত্র "পুনর্ব্বার আপন স্থানেই গমন করার অর্থ" কি? পরবর্ত্তী সময়ের "দ্বয় মুধ্যয়ণ" কথকটা এই রূপ।

কন্যাগণ সাধারণতঃ তৎকালেও ধনভাগী হইত না, তাহা ৩। ৩১। ২ ইত্যাদি ঋকে স্পষ্ট দেখা যায়। যথা

"ঔরস পুত্র দুহিতাকে পৈতৃক ধন দেয় না।"

তবে, যে কন্যার আজীবন বিবাহ হইল না, তিনি পিতৃকুল হইতে ধনভাগী হইতেন, এমত বোধ হয়। § ১৮ ধারা দেখ ২। ১৭। ৭।

ভার্য্যা দায়াধিকারিণী ছিলেন না। কিন্তু তিনি পরিবার মধ্যে পুত্র বা ভ্রাতা দ্বারায় প্রতিপালিত হইতেন, সন্দেহ নাই। বিবাহিতা কন্যা অথবা দৌহিত্র নিজ গার্হস্থ্যে গৃহিত হইলে বাচনিক দান অথবা উইল মূলে ধনাধিকারী হইতেন, নতুবা নহে; তাহা পূর্ব্বেই অভাস দিয়াছি। ক্রমে এই দৌহিত্র গ্রহণ প্রথা হইতেই পরবর্ত্তী কালে দৌহিত্র উত্তরাধিকারী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

তৎকালে বিশেষ কারণ থাকিলে স্ত্রীজাতি ধনাধিকারী হইত না। পুত্র, পৌত্র, বা ভ্রাতা কিম্বা ভ্রাতুষ্পুত্রের অধীন থাকিত; এতদ্দারায় স্ত্রীগণের প্রতি নিগ্রহ করা বিবেচনা হয় না। সংসারিক ও বৈষয়িক সংঘর্ষে স্ত্রীসুলভ কোমলতা কার্য্যকরী হয় না। বিশেষ ধনাধিকার হইতে যে গরিমা উৎপন্ন হয়, স্ত্রীচরিত্র তাহাতে বিকৃত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কারণাধীনে তাহাদিগকে এককালে বঞ্চিত করা হয় নাই। ২৯। তৎকালে দায় ক্রম ও চুক্তি বিষয়ক নিয়মাবলী যে রূপ বিধিবদ্ধ হয়, অন্যান্য বিধিশাস্ত্র তদ্রুপ ছিল না। দান জীবমানে মৌখিক বাক্যে হইতে পারিত; উইল আমার বিবেচনায় প্রকারান্তরে পরিজ্ঞাত ছিল। যুক্তি বিষয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে পরিচালিত হইত। ৪। ২৪। ৯ সেই সরল সমাজে অদ্যাবধি আইনের তাদৃশ আবশ্যকতা ছিল না।

**আইন।**

নৃপতি স্বয়ং অথবা অমাত্য পরিবেষ্টিত হইয়া বিচার কার্য্য করিতেন; পঞ্চাইতি প্রথা যেন সেই প্রাচীনতম সময়ে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ঋষিগণ পরামর্শ ও ব্যবস্থা দ্বারা রাজ্যের মহাশয়ের ন্যায় ছিলেন।

ভূস্বামী ও কৃষক এই উভয় সম্প্রদায় এতৎপূর্ব্বে একত্র নিমজ্জিত ছিল; কিন্তু এই বৈদিক সময়ে কৃষকগণ পৃথক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু রাজা ও প্রজার মধ্যবর্ত্তী কিছুই তৎকালে পরিজ্ঞাত ছিল না। সুতরাং শস্যরূপে কর প্রদত্ত হওয়া সম্ভবপর। মুদ্রায় করদান অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

২১। **মৃত সংস্কার।** জন্ম ও মৃত্যু এতদুভয় দায়াধিকারের কারণ। একের জন্ম অপরের মৃত্যু লইয়াই দায়ক্রম গঠিত হয়। সুতরাং মৃতের সংস্কার বিষয়ে এস্থলে উল্লেখ করা আবশ্যক। মৃতের শ্রাদ্ধ প্রথা আধুনিক, তাহা দেখাইয়াছি। কিন্তু মৃতের সংকারের প্রণালী সেই প্রাচীন কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত প্রায় অপরিবর্ত্তনীয় আছে। বৈদিক সময়ে মৃতের অগ্নি সৎকার প্রথা প্রচলিত ছিল; এবং অন্য বিধ সংকার তৎপূর্ব্বেও প্রচলিত থাকার, চিহ্নমাত্র কোন কোন ক্রিয়ায় লক্ষিত হয়। অদ্যাপিও হিন্দু সমাজে নানাবিধ রূপে মৃত সৎকার করা হয়। ঋগ্বেদ ১০। ১৮। ১০ হইতে ১২ ঋকে এই রূপ আছে যে,

"হে মৃত, এই জননী স্বরূপা বিস্তীর্ণা পৃথিবীর নিকট গমন কর।"

"হে পৃথিবী, তুমি এই মৃতকে উন্নত করিয়া রাখ। যে রূপ মাতা আপন অঞ্চল দ্বারায় পুত্রকে আচ্ছাদন করেন, করেন, তদ্রূপ তুমি ইহাকে আচ্ছাদন কর।"

"পৃথিবী উপরে স্তূপাকার হইয়া। উত্তম রূপে অবস্থিতি করুন। সহস্র ধূলি এই মৃতের উপর অবস্থিতি করুক।"

"তোমার উপরে পৃথিবীকে উত্তম্ভিত করিয়া রাখিতেছি।" ইত্যাদি।

এতদ্দারায় অনুমান হইতে পারে যে তৎকালে মৃতকে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবার নিয়ম ছিল। বাস্তবিক তাহা নহে; মৃতকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলার বিষয়ে যথেষ্ট শ্রুতি আছে যথা ১০। ১৫। ১৪; ১০। ১৬। ১০; ইত্যাদি

সুতরাং প্রকৃত পক্ষে মৃতকে ঐ ঐ উদ্ধৃত শ্রুতিতে গোর দেওয়া অর্থ করা সঙ্গত নহে। কেবল বেদেরও পূর্ব্ববর্ত্তী কালে কোন সময়ে গোর দেওয়ার প্রথা থাকায় ঐ প্রথার চিহ্ন মাত্র তৎকালে অবশিষ্ট ছিল; ও আর্য্যগণ মৃতের চিতা ভস্মের উপর "সহস্রধূলি মাত্র উত্তম্ভিত করিয়া সেই পূর্ব্ব প্রথা রক্ষা করিতেন, এই রূপ বিবেচনা হয়। নতুবা মৃতকে পৃথিবী মধ্যে প্রবিষ্ট করান হইত না; মৃত পৃথিবী হইতে "উন্নত" থাকিতেন, সন্দেহ নাই। এই সময়ে কখন কখন মৃতকে জলেও ফেলা হইত, এমত অনুমান করিবার কারণ আছে; কিন্তু গঙ্গা, যমুনা অথবা সিন্ধু নদী তৎকালে বিশেষ পরিচিত থাকা সত্তেও ঐ ঐ নদীর পুণ্য সলিলত্ব অথবা মোক্ষপ্রদায়কশক্তি অজ্ঞাত ছিল। এককল্পনা পরবর্ত্তী সময়ের, সন্দেহ নাই। অগ্নি সৎকার ক্রিয়া মৃত সংকারের চরম উন্নতি; সুতরাং একবার এই প্রথা সমাজ মধ্যে চলিত হইলে সাম্প্রদায়ীক ঈর্ষা প্রভৃতি গুরুতর কারণ ব্যতীত তাহা কখন লুপ্ত হয় না। কিন্তু তাদৃশ ঈর্ষা তৎকালে প্রবর্ত্তিত হয় নাই। বৈষ্ণবাদি হিন্দু সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব তখন ছিল না। হিন্দুগণ সকলেই একবর্ণ থাকায়, মৃতসংকার একরূপই ছিল।

মৃত সংকার বিষয়ে উল্লেখ করিতে একটি বিষয়ের অলোচনা না করিয়া থাকা যায় না। ১০। ১৪। ১০ হইতে ১২ ঋকে আছে যে হে" মৃত! এই যে দুই কুক্কুর যাহাদিগের চারি চারি চক্ষু, ও বর্ণ বিচিত্র, ইহাদিগের নিকট হইতে শীঘ্র চলিয়া যাও, তৎপর যে সকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোক যমের

সহিত সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন কর। হে যম, তোমার প্রহরী স্বরূপ যে দুই কুক্কুর আছে, তাহাদিগের চারি চারি চক্ষু, যাহারা পথ রক্ষা করে। এবং যাহাদিগের দৃষ্টিপথে সকল মনুষ্যকেই পতিত হইতে হয়; তাঁহাদিগের কোপ হইতে এই মৃত ব্যক্তিকে রক্ষাকর। সেই যে দুই যমদূত, যাহাদিগের বৃহৎ বৃহৎ নাসিকা, যাহারা শীঘ্র তৃপ্ত হয় না, (অথবা প্রাণ ভক্ষণ করিয়া তৃপ্ত হয়) এবং সকল ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া থাকে; তাহারা যেন অদ্য আমাদিগকে এই স্থানে বল ও মঙ্গল প্রদান করে, যেন আমরা সুর্য্যের দর্শন পাই।"

এতৎপাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে যমের দুই কুক্কুর থাকা তৎকালে বিশ্বাস ছিল, "যম" এক্ষণকার দণ্ড-বিধায়ক নরকের রাজা নহে। তিনি স্বর্গের দেবতা, পিতৃ-লোকগণ তাঁহার সহিত আমোদ আহ্লাদে কাল কর্ত্তন করেন; তিনি মৃতের অনন্ত সুখের বিধায়ক, নিত্য সুখ রাজ্যের রাজা ১০।১৪।১; ১০।১৫।৮; ১০।১৫৪ মোট। ঈদৃশ যমের কুক্কুর দ্বয় প্রহরী ছিল! ইহাদিগের নিকট দিয়া মৃতের যমালয়ে যাইতে হয়; ইহারা পথ রক্ষা করে! ইহাদিগের নিকট দিয়া শীঘ্র যাওয়া সুভকর, নতুবা ইহাদিগের দংশনাদি জনিত কোপ দৃষ্টিতে পড়িতে হয়। এই বিশ্বাসের মূল কি? কেবল আর্য্যগণের নহে, এই বিশ্বাস প্রাচীন গ্রীক জাতীরও ছিল। তাঁহাদিগের যমের কুক্কুরের নাম সার্ব্বেরস, বা কার্ব্বেরস। আর্য্য[redacted] যম কুক্কুরের নাম সরশ। ভাষা-তত্ত্ব-

বিৎগণ জানেন যে এই দুই শব্দ বস্তুতঃ এক, কেবল উচ্চারণ ভেদে দ্বিমূর্ত্তি, যাহা হউক, এই দুই প্রাচীনতম সভ্য জাতীর মধ্যে ঈদৃশ বিশ্বাস ছিল কেন? এক হইতে অন্যে লইয়া থাকিলেও ঈদৃশ বিস্ময়কর মত অন্যে গ্রহণ করে কেন? সত্য বলিয়া আদর করে কেন? অনন্ত সুখ বিধায়ক যমের স্বর্গ দ্বারে কুক্কুর প্রহরী হইবার তাৎপর্য্য কি? কুক্কুর দ্বয়ের কোপ হইতে রক্ষা হইবার জন্য স্তবেরই বা প্রকৃত অর্থ কি?

বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশীয় পারসিক সম্প্রদায় ভুক্ত অগ্নি উপাসকগণ, মৃতদেহকে এক প্রসস্ত প্রাচীর বেষ্টিত অনাবৃত স্থানে রাখিয়া দেয়। ঐ স্থানকে "শান্তি ধাম" কহে। তথায় মৃতকে অনন্ত সয্যায় রাখিবার পূর্ব্বে গৃহ পালিত কুক্কুর দ্বারায় ঐ শবকে দৃষ্টি করায়। ঈদৃশ সভ্য জাতি মধ্যে অদ্যাপিও কুক্কুর দৃষ্টি না হইলে মৃতের শেষ সংকার সম্পন্ন হয় না কেন? মৃত্যুর অথবা যমের সহিত কুক্কুরের এতাদৃশ জগদ্ব্যাপী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পর্য্যালোচনা করতঃ পুরাবৃত-বিৎপণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন যে; বেদাদি রচনার বহু পূর্ব্বে অর্থাৎ মানব জাতীর জীবন প্রারম্ভে সম্ভবতঃ পারশিকদিগের ন্যায় কোন অনাবৃত স্থানে মৃতকে ফেলিয়া দিবার প্রথা ছিল; অন্যবিধ সৎকার কৌশল তখনও পরিজ্ঞাত হয় না[illegible]ই অনাবৃত স্থানে পতিত মৃত দেহকে কুক্কুরাদি প[illegible]ণ করতঃ অন্ত্যেষ্টি কার্য্য সমাধা করিয়া নিত্য ধামে লই[illegible]াইত সন্দেহ নাই। কেবল নরগণের নহে, মৃগয়াবধ্য পশু, পক্ষীগণকেও যমালয়ে লইবার প্রধান সহায়ভুত কুক্কুর সুতরাং

কুক্কুর যাবদীয় প্রাণীগণের সম্বন্ধেই যম দ্বারে পথ প্রদর্শক রূপে কল্পিত ও বর্ণিত হওয়ার অসম্ভব নহে। ক্রমে তদপেক্ষা পরবর্ত্তী কালে এই জঘণ্য মৃত সৎকার প্রথার লোপ হয়; সঙ্গে সঙ্গেতৎস্মৃতিও লোপ হয়। (কিন্তু কুক্কুরের সহিত মৃগয়াবধ্যপ্রাণীর যমালয় গমনের আদ্যাপিও যোগ থাকায়ঐ) যমের সহিত কুক্কুরের সেই সংস্রব অদ্যাপিও লোপ হয় নাই। ঐ প্রথার চিহ্ন মাত্র পারসিক অগ্নি উপাশকগণের মধ্যে এখনও দেখা যায়। ঈদৃশ অনুমান অসঙ্গত বোধ হয় না।

**সতীদাহ।**

২২। এতদ্দেশে অগ্নি সৎকার ক্রিয়ার সহিত এক অতি ভয়াবহ লোম-হর্ষনকারী অনুষ্ঠানের স্মৃতি অদ্যাপিও জড়িত হইয়া আছে। এবং যদি বৃটিশ রাজ পুরুষগণ কর্ত্তৃক তাহা নিবারিত না হইত, তাহা হইলে বোধহয় অদ্যাপিও তাহা বিদ্যমান থাকিয়া কত শত নারী দেহ সবলে চিতানলে ভস্মসাৎ করিত। এই প্রথা স্বনাম ধন্য সতীদাহ প্রথা। এতদ্বিষয়ক ঋগ্বেদের এক মাত্র মূল শ্রুতি এই; ১০। ১৮। ৭

"ইমাঃ নারীর বিধবাঃ সুপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা সংভূশন্তাং
অনমীরা আরোহন্তু জনয়ো যোনি অগ্নে॥"

ই সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করিয়া,
লাভ করিয়া + + গৃহে প্রবেশ করুন। এই
পাত না করিয়া, রোগে কাতর না হইয়া + + +
সর্ব্বাগ্রে গৃহে আগমন করুন। (অথবা অগ্নিতে আরোহন করুন)।"

উদ্ধৃত শ্রুতির শেষ শব্দ কেহ "অগ্রে", কেহ "অগ্নে" থাকা বিবেচনা করেন। আমরা উভয় পাঠই দিয়া তাহার উভয় বিধ ব্যাখ্যা দিলাম। কিন্তু এই বিষয়ে আরও কতি-পয় আনুসঙ্গিক শ্রুতির উল্লেখ হওয়া আবশ্যক। যথা, ঋগ্বেদ। ১০। ১৮। ৮ হইতে ৯;—

৮। "হে নারী (মৃতের বিধবা) সংসারের দিকে ফিরিয়া চল; গাত্রোত্থান কর; তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে মৃত হইয়াছে, চলিয়া এস। যিনি তোমার পাণি গ্রহণ করিয়া গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই মৃতের পত্নী হইয়া যাহা কিছু কর্ত্তব্য ছিল, সকলই তোমার করা হইয়াছে।"

৯। "মৃত ব্যক্তির হস্ত হইতে ধনু গ্রহণ করিলাম। ÷ ÷ ÷ হে মৃত! তুমি এই স্থানে থাক। আমরা অনেক বীর পুরুষের সহিত একত্র হইয়া যাবদীয় আস্পর্দ্ধাকারী শত্রুকে যেন হত করিতে পারি।"

রঃ চঃ দত্ত।

এতৎপাঠে স্পষ্টই অনুমান হইতেছে যে বিধবা নারীকে শ্মশান ভূমি হইতে বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিতে বলা হই-তেছে। পতি মৃত হওয়ায় এক্ষণে আর ( অন্ত্র
অন্য ) কোন কর্ত্তব্য কার্য্য অবশেষ নাই; "
হইয়াছে।" শ্মশান সমাগত নর নারীগ
বাটী যাইতেছেন, বিধবার আর বিলম্ব
য়োজন। সুতরাং গৃহে আগমন করুন। এতদ্বারায় পতা-দাহের কোন আভা[illegible]য়া যায় না। বরং বিধবাকে

পতি পার্শ্বে শয়ানাবস্থা হইতে (উর্দ্ধৃত ৮ ঋক) দেবর অথবা দাস আহ্বান করিয়া উঠাতেন, এমত প্রমাণ পাওয়া যায়; এবং চিতা দহনের ৫ম দিনে কথিত বিধবা আসিয়া স্বীয় দক্ষিন হস্ত দ্বারায় চিতাস্থান মার্জ্জনা করিতেন, এরূপ ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, বিধবার বিবাহ প্রথা সমাজ মধ্যে তৎকালে প্রচলিত হইয়াছিল (§ ১৮ ধারা দেখ) সুতরাং বিধবা নারীর সহ-মৃতা হইবার নিদর্শন কোন ঋকে পাওয়া সম্ভব পর নহে। তবে "অগ্রে" স্থলে "অগ্নে" পাঠ কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে? সায়নাচার্য্য বেদের বহু সম্মানিত বিখ্যাত ভাষ্য-কার। তিনি বেদের অনতি কাল পরবর্ত্তী নিরুক্তকারের ন্যায় "অগ্রে" পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল ২। ১ খানি হস্ত লিখিত পুস্তকে "অগ্নে" পাঠ দেখা যায়। তাহার সহজ অর্থ গ্রহণ করিলে সমবেত সধবা রমনীগণের চিতানলে ভস্ম হওয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহারা কেন ভস্মসাৎ হইবে? তাহার তাৎপর্য্য কি? যাহা হউক, নানা কারণে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য গ্রহিত "অগ্নে" পাঠ সঙ্গত বোধহয় না। কিন্তু এই "অগ্নে" শব্দ অবলম্বন করিয়া বৈদেশিকগণ এতদ্দেশীয় পণ্ডিতদিগকে যে সকল কটূবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা [illegible] ঘৃণ্য ও অসঙ্গত, সন্দেহ নাই। ইহাঁরা বিবেচনা [illegible] যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে হিন্দু পণ্ডিতগণ ঐ [illegible] ঠ পরিবর্ত্তন করিয়া সতীদাহ প্রথার বৈদিক প্রমাণ সৃষ্টি করিয়াছেন। বাস্তব পক্ষে বেদের প্রত্যেক শব্দ উল্লেখ করিয়া প্রাচীন ভাষ্য থাকায় বেদে কৃত্রিমতা প্রবেশ করান

সহজ নহে। দ্বিতীয়তঃ হস্ত লিখিত কোন কোন পুস্তকে "অগ্নে" ও "অগ্রে" শব্দ প্রায় একবারে লিখিত হয়, ইহাতে সরল ভাবে ভ্রম বশতঃ কেহ তদ্রুপ পাঠ গ্রহণ করা অসম্ভব নহে। এবং ঐ রূপ ঘটনা হইবার সময় সম্ভবতঃ সতীদাহ প্রথা প্রচলিত থাকায় ঐ পাঠ সঙ্গত বোধ করার ও কোন বাধা হয় নাই। এরূপ স্থলে নিশ্চয়ই অসাধুতা আরোপ করা শ্রেয়ঃ কল্প নহে। বিশেষ, বৈদিক প্রমাণ সৃষ্টি করিবার আবশ্যক কি? এই প্রথা সর্ব্ববাদী সম্মত রূপেই পৌরাণিক সময়ে বিদ্যমান ছিল। পুরাণ শাস্ত্রানুমোদিত প্রথার বৈদিক প্রমাণ সৃষ্টি করা নিষ্প্রয়োজন; কারণ বেদ আদি গ্রন্থ হইলেও বেদের সম্মান মৌখিক মাত্র। পুরাণ মতেই বর্ত্তমান কালে হিন্দু সমাজ চালিত হইতেছে। সুতরাং পৌরাণিক প্রমাণই যথেষ্ট। আধুনিক দেবদেবীগণ পুরাণের দেবতা, বেদে তাঁহাদিগের দেব রূপেই উল্লেখ নাই। তথাপি কে তাহার বৈদিক প্রমাণ সংগ্রহ করিতে প্রয়াসী হয়? আমরা "অগ্রে" পাঠই সঙ্গত বিবেচনা করি, তথাপি এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণকে ঘৃণিত কৃত্রিমতা আরোপ করিতে সম্মত নহি।

যাহা হউক, বৈদিক সময়ে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত থাকা এক পক্ষগণের মত ও অজ্ঞাত থাকা বিপক্ষবাদীগণের মত। আমরা যদিও এই উভয় পক্ষ মধ্যে মিমাংসা করিবার যোগ্য নহি; তথাপি আমাদিগের বিবেচনা হয় যে সত্য এই উভয় মতের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সন্নিহিত আছে। অর্থাৎ, বৈদিক সময়ে এই প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন সময়ে ইহা প্রচলিত ছিল; বৈদিক সময়ে ইহা লোপ

হইয়া থাকিবে। কিন্তু ইহার স্মৃতি সজীব থাকিয়া চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়াছিল। পরে তুল্য কারণে পৌরাণিক সময়ে ইহা পুনর্জীবিত হয়। ঈদৃশ অনুমান করিবার প্রধান হেতু দুইটি। প্রথমতঃ, মৃত পতি বনিতার গর্ভাধান করিয়াছিলেন, অপত্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার আর কর্ত্তব্য কার্য্য অবশেষ নাই। এমত স্থলে বিধবার চিতাস্থলে শ্মশানে যাইবার আবশ্যকতা কি? সধবা (অবিধবা নারীগনই বা কি জন্য সেই স্থানে সমবেত হইয়াছেন? দ্বিতীয়তঃ বিধবা মৃতের পার্শ্বে শয়ানা হইতে যাইতেছেন কেন? এবং তখনই তাঁহাকে উঠিয়া আনিতে বলা হইতেছে কেন?

"তুমি যাহার নিকট শয়ন করিতে যাইতেছ, সে মৃত হইয়াছে; চলিয়া এস।"——ইত্যাদি।

যদি কোন সময়ে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত না ছিল, তবে বিধবা মৃতপতি পার্শ্বে শয়ানা হইবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন কেন? এই সকল বিশেষ বিবেচনা করিলে নিশ্চয় অনুমান হয় যে ইহা কেবল মাত্র প্রাচীন প্রথা রক্ষা। পারসিক অগ্নি উপাসকগণের কুক্কুর দ্বারায় শব দেখানের ন্যায়; বৈদিক হিন্দুগণের চিতাভস্মের উপর সহস্র ধূলি উত্তম্ভিত" করার ন্যায়, মৃত স্বামীর পার্শ্বে বিধবার শয়ন কাল্পনিক ও পূর্ব্ব প্রথার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ। এই সময়ে বিধবাগণ দগ্ধ হইতেন না, ঋত্বিত, দেবর অথবা দাস কর্ত্তৃক আহুত হইবা মাত্রই গাত্রোত্থান করতঃ গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন, সন্দেহ নাই। এই রূপ সিদ্ধান্তই অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বোধহয়, নতুবা কোন পূর্ব্ব প্রথা অথবা স্মৃতি না থাকিলে সুসভ্য,

রাজানুশাসিত পৌরাণিক সময়ে শিক্ষিত রমনীগণকে ঈদৃশ নিষ্ঠুর রূপে হত্যাকরা কখনও সমাজ মধ্যে প্রচলিত অথবা অনুমোদিত হইত না। এবং এই প্রথা কাম্য হইলেও দেশ ব্যাপী ও পূজ্যগণের অনুষ্ঠিত হওয়ায় সাধারণের সম্বন্ধে নিত্য———বিধি বৎ অচিরাৎই গণ্য হইত না।

## পঞ্চম অধ্যায়।

ধর্ম্ম বিশ্বাস; চরিত্র; তুলনা।

**ধর্ম্ম বিশ্বাস।**

২৩। বৈদিক সময়ের প্রকৃত ধর্ম্ম বিশ্বাস কি, এতদ্বিষয়ে মত ভেদ আছে। কিন্তু এই বিষয়ের আলোচনা না হইলে কোন জাতীর সভ্যতার আভাস পাওয়া যায় না এই গুরুতর বিষয় লইয়া মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। ধর্ম্মবোধ একটি মিশ্র বৃত্তি; ইহা চিত্তের আদিম অথবা মৌলিক বৃত্তি নহে। বিস্ময়, ভয়, কৃতজ্ঞতা, ভক্তি প্রভৃতি নানাবিধ জটিল বৃত্তির একত্র সংমিশ্রনে এই বৃত্তির জন্ম। এবং সভ্যতার ক্রমশঃ বিকাশের সহিত ইহার পুষ্টি ও পরিণতি।

সৃষ্টি। প্রজাপতি ঋষি ১০। ১২৯। মোট সৃষ্টি বিষয়ে। এতৎপাঠে যে উচ্চতম গভীর জ্ঞান গর্ভ মত উপলব্ধি হয়; তাহার তুলনায় § ১৬ ধারার উল্লেখিত নারায়ণ ঋষি, ১১। ৯০ সূক্তের অশ্রদ্ধেয় যজ্ঞ মূলক কল্পনা নিতান্ত বিস্ময় কর বোধ হইবে, সন্দেহ নাই ঐ ১২৯ সূক্ত সমস্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইল;———

১। "তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না; অতি দূর বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? কোথায় কাহার স্থান ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল?

২। "তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না; রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত হইয়া * জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

৩। "সর্ব্ব প্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্ন বর্জ্জিত, ও চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই একবস্তু জন্মিলেন।

৪। সর্ব্ব প্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল; তাহা হইতে সর্ব্ব প্রথমে উৎপত্তির কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করিলেন।

৫। "রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হইলেন; মহিমা (আদি পঞ্চভূত) সকল উদ্ভব হইলেন। ++×× নিম্নে স্বধা (অর্থাৎ অন্ন) রহিল, প্রয়তি (অর্থাৎ ভোক্তা) উর্দ্ধদিকে রহিল।

---

* অর্থাৎ ক্রিয়াবান।

৬। "কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করিবে? কোথা হইতে জন্মিল? কোথা হইতে এই সকল নানা সৃষ্টি হইল? দেবতারা এই সকল নানা সৃষ্টির পর হইয়াছেন। কোথা হইতে যে হইল তাহা কেই বা জানে?

৭। "এই নানা সৃষ্টি যে কোথা হইতে হইল; কাহা হইতে হইল; কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই, তাহা তিনিই জানেন যিনি ইহার প্রভু স্বরূপ ×+×। অথবা তিনি নাও জানিতে পারেন।"

এই সুক্ত পাঠে বিদিত হইবে যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সৎ এবং অসৎ—বস্তু পদার্থ এবং অভাব পদার্থ; সুতরাং তাহাদিগের আধার স্বরূপ আকাশ; এসকল কিছুই ছিল না। কেবল একমাত্র ক্রিয়াবান, গুণাত্মক আত্মা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল না। কেবল এই মহাশক্তি অজাত; এবং সৃষ্টি শক্তির আধার। কিন্তু ইহা কাম, ইচ্ছা অথবা মননের অভাবে আচ্ছন্ন কিম্বা নিষ্ক্রিয় ছিল। সেই মনন অথবা "তপস্যার" আবির্ভাবে ইহার আচ্ছন্নতা দূর হইয়া ক্রিয়া শক্তির বিকাশ হয়। তখন ইচ্ছা বা কাম-প্রসুত সৃষ্টির আরম্ভ হয়। প্রথমে মহিমা সকল অর্থাৎ ভূত সকল * উৎপন্ন হয়; তাহারা আনবিক অবস্থায় (বাধপ রূপী) ছিল, কারণ প্রকৃত "জল কি তখন ছিল?" এই মৌলিক ভুত পদার্থ হইতে অবস্থান্তর হইয়া ক্রমে স্বধা অর্থাৎ তাবৎ প্রাণীগণের আহার্য্য অন্ন স্বরূপ উদ্ভিজ্য পদার্থ উৎপন্ন হয়; তদন্তর ক্রমে প্রয়তি অর্থাৎ ঐ অন্নের ভোক্তা

* ভৌতিক পদার্থ।

স্বরূপ যাবতীয় জীবগণ সমুদ্ভূত হয়। এই সূক্তের ঈদৃশ অর্থ গ্রহণ করিলে উপলব্ধি হইবে যে সৃষ্টি তত্ত্ব বিষয়ে তৎকালে বিশেষ উন্নত মত পরিজ্ঞাত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। আমি যত দূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে নিম্নে স্বধা রহিল, প্রয়তি উর্দ্ধদিকে রহিল” বলায় উদ্ভিজ্য হইতে ক্রমোন্নতি দ্বারায় পরিশেষে জীবোৎপত্তি সূচিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা বলা আবশ্যক যে এই প্রাণীতত্ত্ব বিষয়ক অত্যুচ্চ মত ঋষিগণ কেবল স্বীয় অলৌকিক প্রতিভা বলে স্থির করিয়াছিলেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা বা অনুশীলন ক্রমে নহে।

যাহা হউক বৈদিক সময়ের দেবতাগণের বিষয় এই সূক্তে দেখা যায় যে তাঁহারা “নানা সৃষ্টির পর” হইয়াছেন। এই দেবতাগণ কে? নানা সৃষ্টির পর হইলে দেবতা হইলেন কি রূপে?

দেবগণ। এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। যিনি মনোযোগ সহকারে বৈদিক শ্রুতি সমূহ অধ্যয়ন করতঃ পূর্ব্ব সংস্কার রহিত হইয়া কেবল মাত্র মৌলিক তথ্যানুসন্ধান করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে এই দেবতাগণ প্রকৃতির অলৌকিক ও বিস্ময়কর ব্যাপার অথবা শক্তি সমূহ। ইহারাই তৎকালে দেব রূপে উপাসিত হইত। অগ্নি, বায়ু, আকাশ, জল, মেঘ, বজ্র, সূর্য্য, উষা, দিবা, রাত্রি প্রভৃতি প্রথমে ঋষিদিগের দেবতা ছিল। তখন তাঁহারা এই সকলকে গুণ ও ক্রিয়াভেদে নানা আখ্যায় উপাসনা করিতেন। এতদ্বিষয়ক শ্রুতিতে বেদ পূর্ণ রহিয়াছে। আকাশকে কখন ইন্দ্র নামে, কখন বরুণ নামে; দিবাকে কখন মিত্র নামে, কখন

যম নামে; আলোক ও অন্ধকার মিশ্রিত উষাকে কখন প্রকৃত নামে, কখন অশ্বিদ্বয় নামে তৎকালে স্তুতি করা হইত। এইরূপ মত আধুনিক ও পাশ্চত্য নহে। প্রাচীন মনীষিগণও এইরূপই বুঝিয়া গিয়াছেন। যে অশ্বিদ্বয় পৌরানিক সময়ে দেবতাদিগের চিকিৎসক হইয়াছিলেন, নিরুক্তকার যাস্কের মতে তাহা উষা ভিন্ন আর কিছুই নহে। সর্ব্বব্যাধিহর প্রাতরুত্থান হইতে যে ঈদৃশ কল্পনা উৎপন্ন হইবে। নিরুক্তকার তাহা জানিতে পারিলে হাস্য সম্বরণে সক্ষম হইতেন কিনা, সন্দেহ। যাহা হউক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু

## ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর।

রুদ্র, সমগ্র ঋগ্বেদে কুত্রাপি অনাদি বা আদি কারণ অথবা দেব রূপেই কথিত হয়েন নাই। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়েরকর্ত্তা, এই ত্রিমূর্ত্তির, অথবা তৎসংমিশ্রণ জাত এক অপরূপ মূর্ত্তির বিষয় ঋগ্বেদের ঋষিগণ কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। এ সকল নিশ্চিৎ পৌরাণিক সময়ের কল্পনা। কথিত শব্দ ত্রয় বেদে পাওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক অর্থে নহে। পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে (§ ১৫ ধারা দেখ) প্রাচীনতম ভাষ্যকারণগণ "ব্রহ্ম" "ব্রহ্মাণ" ইত্যাদি স্থলে স্তব, স্তুতি, অথবা বাক্য এই রূপ বুঝিয়াছেন। অন্যরূপ কখনও অনুমান করেন নাই। তদ্রূপ "বিষ্ণু" শব্দের এই রূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, যথা;——

"বিষ্ণুরাদিত্যঃ। ××× ত্রেধা নিদধে পদং ××+। ক্বতৎ তাবৎ? পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে দিবি। ××+ পার্থিবোঽগ্নির্ভূত্বা ×× বিক্রমতে। অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা,

দিবি সূর্য্যাত্মনা। +×+ সমারোহণে উদয়-গিরৌ পদ-মেকং নিধত্তে। বিষ্ণুপদে মধ্যন্দিনে অন্তরীক্ষে, গয়াশির-স্যস্তং গিরৌ ইতি ×+ আচার্য্যো মন্যন্তে।”

এতদ্বারায় স্পষ্টই দেখা যাইবে যে আদিত্য অথবা সূর্য্যকে বিষ্ণু নামে উপাসনা করা হইত। তদ্ভিন্ন একাধিক হস্ত, বা মস্তক বিশিষ্ট “স্থিতির” কর্ত্তা রূপে তাঁহাকে সম্বোধন করা হয় নাই। রুদ্র ও প্রলয়ের বিধায়ক নহেন। ভাষ্যকারগণ “রুদ্রায় ক্রুরায় অগ্নয়ে” অথবা “অগ্নি রপি রুদ্র উচ্চতে” ইত্যাদি বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু এ অগ্নি ঝড়ের পিতা অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ মরুৎগণকে রুদ্র পুত্র বলা হইয়াছে (রুদ্রাসঃ ১।৩৯।৪ ইত্যাদি)। সুতরাং এ অগ্নি ঝড়ের প্রারম্ভে বজ্র বা বিদ্যুৎরূপী অগ্নি। বৈদিক সময়ে সেই শ্মশান চারী, জটাজুটধারী কপর্দ্দী বজ্রাগ্নি ভিন্ন আর কিছুই ছিলেন না। তবে, এই মৌলিক অর্থ হইতে কিরূপে পরবর্ত্তী সময়ে ঈদৃশ অর্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। বেদের বজ্ররূপী রুদ্র অনায়াসেই ধ্বংশকারীদেবতা গণ্য হইতে পারেন; সূর্য্যরূপী বিষ্ণুও জগৎস্থিতির কারণ কল্পিত হওয়া অসম্ভব কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এবং স্তবরূপী ব্রহ্মা যজ্ঞ প্রধান সমাজে সৃষ্টির হেতুগণ্য হওয়াও সহজ।

সংখ্যা। যাহা হউক, বৈদিক সময়ে আর্য্যগণ প্রাকৃতিক ব্যাপার অথবা শক্তি নিচয়ে দেবত্ব আরোপণ করিলেও সংখ্যায় ততটির অধিক দেবতা স্বীকার করেন নাই। যথা;—

১।৩৪।১১ “হে নাসত্য অশ্বিদ্বয় ত্রিগুণ একাদশ দেবগণের সহিত মধুপানার্থ এখানে আইস।”

১। ১৩৯। ১১—"যে দেবগণ স্বর্গে একাদশ; পৃথিবীর উপরেও একাদশ; যখন অন্তরীক্ষে বাস করেন, তখনও একাদশ; তাঁহারা নিজ মহিমায় যজ্ঞ সেবা করেন।"

৮। ২৮। ১; ৮। ৩০। ২ "হে দেবগণ, তোমরা ত্রয়স্ত্রিংশৎ।" ৮। ৩৫। ৩; ৮। ৩৯। ৯———ইত্যাদি।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে (§ ১ ধারা "আয়ু" দেখ) যে সম্ভবতঃ একাদশ ব্যক্তিতে তৎকালে একটি পরিবার গঠিত হইত। সুতরাং সেই সাদৃশ্যে দেবগণও প্রত্যেক ভুবনে একাদশ সংখ্যক কল্পিত হইয়া থাকিবেন। স্বর্গ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীতে ততটি দেবতার কল্পনা ঈদৃশ হেতু বশত উদ্ভব হওয়া অসম্ভব নহে।

সাকার অথবা নিরাকার। এই ততটি দেবতার রূপ কল্পনা প্রথম সময়ে হয় নাই। যখন ইহঁারাই প্রধান দেবতা বিবেচিত হইতেন, তখন ইহঁারা নিরাকার ছিলেন। ফলতঃ প্রাকৃতিক ঘটনা (বা শক্তি) চক্ষুষ্মান প্রত্যেক ব্যক্তিরই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য; সুতরাং তাহার রূপ কল্পনা অনাবশ্যক। এই ততটি দেবতার তৎকালীয় প্রকৃত অর্থ সাধারণ মধ্যে পরিজ্ঞাত থাকা কাল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের একাধিক হস্ত, পদ, মস্তক বা চক্ষু; অথবা বিকট আকৃতি কল্পনা করা সম্ভব পর নহে। তবে, উপমাস্থলে সকল কালেই ব্যবহৃত হইতে পারে, কিন্তু যখন কালক্রমে ঋষিগণ উন্নত চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া প্রাকৃতিক ভিন্ন ভিন্ন শক্তির উপর এক অনন্ত শক্তি, অর্থাৎ একেশ্বরের অনুভব করিলেন, তখন সমাজ মধ্যে পূর্ব্বের ততটি দেবতার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হওয়া সম্ভব পর হয়।

তখনই কোন ঋষি ইহাঁদিগের সাকারত্ব অতি ক্ষীণস্বরে, প্রচ্ছন্ন ভাবে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। যজ্ঞ ও তৎ-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানের বৃদ্ধি হইলে; এবং যজ্ঞ সম্ভূত আয়ের আধিক্য আরম্ভ হইলে; তাহার আড়ম্বর বৃদ্ধি জন্য অথবা অন্য কারণে ঈদৃশ চেষ্টায় লাভও ছিল। ১০। ১৩০। ৩ ঋকে আছে যে;—

"যৎকালে তাবৎ দেবতা দেব পূজা করিলেন, তখন তাঁহাদিগের দেব মূর্ত্তি কি ছিল ?"

উত্তরটি স্পষ্ট না বলিয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে ইঙ্গিত করা ভিন্ন ঈদৃশ শ্রুতিকে আর কি বলা যায় ? ইহাতে ততটী নিম্নতর দেবতার নিশ্চয়ই রূপ কল্পনা হইয়াছে। তথাপি সেই একেশ্বর আরাধ্য দেবের কোন রূপ কল্পনা করার সাহস তখনও হয় নাই। ফলতঃ আমার নিশ্চয় বোধ হইয়াছে, যখন যে দেবতাকে প্রধান স্বীকার করা হইয়াছে, হয় ততটিই হউক, না হয় এক মাত্রই হউক তখন সে দেবের রূপ কল্পিত হয় নাই। প্রধান দেবতার রূপ কল্পনা অশাস্ত্রিক, সন্দেহ নাই।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে পৌত্তলিকতা মনুষ্য হৃদয়ের একটি অনিবার্য্য অভাব পূরণ করে। কিন্তু ইহা অসম্ভব; কারণ জগতের অধিকাংশ নর নারীগণ এই অভাব বোধ করেন না, অথবা করিলেও নিরাকার পদ অবলম্বনেই স্ব স্ব চিত্তের ধর্ম্মভাব পরিতুষ্ট করেন। "পৌত্তলিকতা হইতে ক্রমে জ্ঞানের উন্নতি হইলে নিরাকার পদ অনুভব করিবার সময় উপস্থিত হয়; তৎপূর্ব্বে নহে।" এই রূপ যুক্তি অনুসরণ করিয়া কেহ কেহ উভয় মতের ঐক্য বিধান

করেন। কিন্তু এই রূপ হইবার আশা নাই। প্রথমতঃ এ যাবৎ এরূপ কাহারও হইল না; দ্বিতীয়তঃ চিত্তের স্বভাবই এই যে যাদৃশ চিন্তা দীর্ঘকাল চিত্তকে অধিকার করে, তাহা প্রকৃতিগত হয়; তদ্বিপরীত চিন্তা, সৎ হউক, অসৎ হউক, ক্রমে মনের অগম্য হয়। এরূপস্থলে ক্রমাগত একপ্রকার চিন্তায় নিমজ্জিত থাকিয়া, অন্যবিধ চিন্তাকরা কঠিন হয়।

পতন।—বৈদিক ঋষিগণ বহু দেবতার পূজা করিলেও ক্রমে একেশ্বরের দিকে ধাবিত হইতে ছিলেন। কখন কখন স্পষ্টতঃ একেশ্বরের অনুভব করিয়াছেন। প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন শক্তি, বিবিধ বিস্ময়কর ঘটনা যে একমাত্র অসীম শক্তি হইতে জাত হইয়াছে, ইহা ঋষিগণ অবশেষে স্বীকার করিয়াছেন, এবং ভিন্ন ভিন্ন দেবতা সকল যে এক অনাদি দেবের "মহিমা মাত্র" তাহাও উপলব্ধি করিয়াছেন। ১।১৬৪।৬ ঋকে দেখা যায় যে, ঋষি সন্ধিহান হইয়াছেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না; অথচ তাঁহার মনে এই একেশ্বর ভাব অঙ্কুরিত হওয়ায় তিনি বলিছেন যে—

"আমি অজ্ঞান, কিছু না জানিয়াই জ্ঞানী মেধাবীগণের নিকট জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি। যিনি এই ছয় লোক স্তম্ভন করিয়াছেন, তিনি কি সেই এক যিনি জন্ম রহিত রূপে নিবাস করেন?" তদ্রূপ ১০।১১৪।৫; ৫। ৮৫।৫—৬; ইত্যাদি ঋকেও এই সর্ব্বোচ্চ চিত্তবৃত্তির ক্রমিক বিকাশ লক্ষিত হয়, তৎপর ১০।৮২।৩; ও ৩ মণ্ডল ৫৫ সূক্ত সমুদায় পাঠে নিশ্চয় জ্ঞাত হওয়া যায় যে তত্তৎরচনা কালে এই বিশ্বাস দূরীভূত হইয়াছিল। যথা;—

"যিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা; যিনি বিধাতা; যিনি বিশ্বধাম সকল অবগত আছেন; যিনি একমাত্র অথচ সকল দেবের নাম ধারণ করেন; অন্য তাবৎ ভুবনের লোকে তাঁহার বিষয় জিজ্ঞাসা যুক্ত হয়।"

"সকল দেবতাগণের রূপই এক।" ইত্যাদি।

ঈদৃশ মনোমুগ্ধকর স্তুতি বৈদিক সময়ের প্রথম অবস্থাতে দৃষ্টিগোচর হয় না। অন্য তাবৎ দেবতাগণ এক্ষণে একমাত্রে পরিণত হইলেন। তিনিই বিধাতা; তিনিই সৃষ্টিকর্ত্তা, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। তিনি ধার্ম্মিক জনগণের অনন্ত সুখের নিয়ামক; পুণ্যবান পুণ্যফলে তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট সুখ "আলোক ময়" নিত্য-ধামে উপভোগ করেন। ১০। ৫৬। ৩; ২। ২৮। ৭। জগতে যাহা কিছু মঙ্গলময়, যাহা কিছু সুখকর; সকলই সেই প্রস্রবণ হইতে নিসৃত হয়। অমঙ্গল তাঁহার রচিত হইতে পারে না; বোধ করি, কিছুই অমঙ্গল জনক নহে ১০। ৫৬। ৩; ১০। ৮১। ৭। দুষ্কৃতি মনুষ্যের স্বাধীন কার্য্যের ফল; কিন্তু তাহা বলিয়া দুষ্ক্রিয়াবানকে একবারে হতাশ হইতে হইবে না, "দীর্ঘ তমিস্রাপূর্ণ" নরকের (২। ২৭। ১৪) অনন্ত যাতনা হিন্দু কখনও উন্নত সময়ে মনে স্থান দেয় নাই। সেই দয়া-বান পাপীর পাপ মোচন করিয়া অবশ্যই স্বীয় অসীম ক্ষমা-গুণের পরিচয় দিবেন, সন্দেহ নাই; ৫। ৩৪। ৪; ৫। ৮৫। ৭—৮। নমস্কার সেই পাপ মোচনের প্রধান উপায় ৬। ৫১। ৮। পাঠক দেখিবেন এই রূপ ধর্ম্ম বোধ, কত উন্নত, কত মোহকারী, কত হৃদয় স্পর্শী।

যে সময়ে ঈদৃশ বিশ্বাস চলিত ছিল, সে সময় কত উন্নত।

কিন্তু এইরূপ বিশ্বাস ঋগ্বেদের শেষ সময়ে। প্রথম সময়ের ধর্ম্ম বোধ বহুদেব মূলক ; ও ভীতি জাত। সেই সকল বহু-দেবতার স্তুতি প্রধানতঃ অমঙ্গল নিবারণার্থ করা হইত। ভয়ই তৎকালে ধর্ম্ম বোধের মূল ছিল। ইহা প্রকৃত ধর্ম্মভাব নহে। অন্যান্য দেশের ধর্ম্ম বিশ্বাস সমালোচনা করিলেও দেখা যায় যে প্রকৃত পক্ষেই ভয়, ধর্ম্মবোধ উৎপত্তির একটি প্রধান ও আদি হেতু। ঈশ্বরের করুণা যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মা-ধীনে জগত রক্ষা করে, অনুন্নত সময়ে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হয় না। অমঙ্গলকারী দেবগণ অথবা অপ-দেবগণ কখন কি অনিষ্ট ঘটায় এই আতঙ্কেই তৎকালে মন সতত দগ্ধ হয়। এই অবস্থার পর ধর্ম্ম-বিশ্বাসের দ্বিতীয় কাল ; উহা যাচ্ঞা-মূলক। যখন ক্রমে সভ্যতার বৃদ্ধির সহিত অভাব বৃদ্ধি হয়, বিবিধ বস্তুর আবশ্যকতা উপস্থিত হয় অথচ তদ্দণ্ডেই সেই অভাব পূরণের শক্তি থাকে না ; তখন দেবতার নিকট যাচ্ঞা বা প্রার্থনা বিষয়ে স্তুতি আরম্ভ হয়। "এক দেও, দুই দেও ; ক্রমে সকল ভোগ্য বস্তুই দেও ; যদিও অনিচ্ছা থাকে, তবে তোমাকে গাভী, সোম, অথবা অন্য কিছু বিনিময় দিতেছি ; গ্রহণ কর। তথাপি স্তাবকের অভাব দূর কর।" বিনিময় প্রথাই ঈদৃশ সমাজে অর্জ্জনের অর্থাৎ অভাব পূরণের এক-মাত্র উপায় সেই অবস্থাতে পরিজ্ঞাত থাকে। সুতরাং অধি-কাংশ স্তব উল্লিখিত কাল্পনিক স্তবের আকার ধারণ করে। তৎপর ধর্ম্ম-বোধের তৃতীয় অতি উন্নত অবস্থা সমাগত হয় ; ইহা কৃতজ্ঞতা মূলক। ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি, অসীম দয়া পর্য্যালোচনে তাঁহার যাদৃশ গৌরব ও মহিমা উপলব্ধি হয় ;

তাঁহার নিয়মাবলী ও জগৎ পালনের প্রক্রিয়া জ্ঞাত হইলে মনে যাদৃশ ভক্তিভাব উদয় হয়; তাহাতে মানব এই অবস্থায় স্বীয় স্বার্থের সহিত ধর্ম্মের যোগ করিতে ঘৃণা·বোধ করে; কেবল একাগ্র চিত্তে সেই করুণা ও শক্তি অনুধাবন করিয়া কৃতজ্ঞতা রসে প্লাবিত হয়। মানব-যশের এই উন্নত বিকাশ। ইহা আদিম বৈদিক সময়ে কুত্রাপি লক্ষিত হয় না সত্য, কিন্তু ক্রমে এই ভাব ঋগ্বেদের শেষ সময়ে বিলক্ষণ পরিস্ফুট হইয়াছিল এমত প্রীতয়মান হয়।

কে বলিবে যে, কি হেতু আর্য্যগণ ঈদৃশ উন্নত চিন্তায় সমাগত হইয়াও পরে পুনরায় অধঃপতিত হইয়াছেন? অনার্য্যগণের বহুল সংস্রবে ও মিশ্রণে ঈদৃশ হওয়া অসম্ভব নহে। হিন্দু-ধর্ম্ম অত্যুচ্চ একেশ্বর বাদ হইতে অতি নিকৃষ্ট প্রেতোপাসনা পর্য্যন্ত সকল প্রকারের সমষ্টি। কিন্তু যখন বিরোধ বশতঃ আর্য্য ও অনার্য্যগণ পৃথক ছিলেন, তখন একের বিশ্বাস অন্যে গ্রহণ করে নাই। কিন্তু কালগতে ক্রমে শত্রুভাব অপনীত হইয়া একদেশ-বাস জনিত নৈকট্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, উভয় সম্প্রদায় ক্রমে একীভূত হইতে লাগিল; তখন উভয়ের ধর্ম্ম বিশ্বাস একত্র মিশ্রিত করিবার চেষ্টা করায় আর্য্য সমাজে নানারূপ উপধর্ম্ম প্রবেশ করে। বিশেষতঃ যজ্ঞ প্রধান কালে উপধর্ম্ম বৃদ্ধি করতঃ তদঙ্গীয় ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি-করিবার পথে বাধা দিবার লোক অধিক থাকে না; সুতরাং অবাধে হিন্দুর ধর্ম্ম উন্নত অবস্থা হইতে পৌরানিক সময় পর্য্যন্ত ক্রমে অবনত হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই অবস্থা এতদূর আসিয়াছে যে ৩৩ হইতে ১ মাত্রও তাহা হইতে

পুনরায় ৩৩৩৯, ও ক্রমে পরবর্ত্তীকালে ৩৩ কোটি দেব, উপদেব, এবং অপদেব কল্পিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের শেষ সময়ে ৩৩ হইতে একেশ্বর অনুমিত হয়, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। এবং ৩। ৯। ৯; ১০। ৫২। ৬ ঋকে ৩৩৩৯ টি দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

"তিন সহস্র, তিন শত, ত্রিংশৎ ও নব সংখ্যক দেবগণ অগ্নিকে পূজা করিয়াছেন।" ৩। ৯।৯; এবং

"তিন শত, তিন সহস্র, ত্রিশ ও নয় জন দেবতা অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়াছেন।"

দত্তজ মহাশয় স্বীয় অনুবাদ গ্রন্থে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের কল্পিত একটি উপায় প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দারায় ৩৩ হইতে এই সংখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়। যদি ৩৩ সংখ্যায় উভয় অঙ্ক মধ্যে যথাক্রমে ১টি ও ২টি শূন্য দিয়া ঐ তিন রাশির যোগ ফল লওয়া যায়, তবে ৩৩৩৯ হয়। যথা;—

| | |
|---|---|
| | ৩৩ |
| মধ্যে এক শূন্য | ৩০৩ |
| ঐ ২ শূন্য | ৩০০৩ |
| | ৩৩৩৯ |

যাহা হউক বৈদিক সময়ের ধর্ম্ম বিশ্বাস প্রধানতঃ বহু দেব মূলক, সন্দেহ নাই। যদিও কখন কখন একেশ্বর বাদ; এমন কি নাস্তিক্য পর্য্যন্ত লক্ষিত হয়; কিন্তু ঐ ঐ মতকে বৈদিক ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না; অথবা তদ্রূপ বলা অপেক্ষাকৃত অসঙ্গত হয়। ১০। ১২৯ সুক্ত হইতে পূর্ব্বে যে ঋক্ সমূহ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৭ম ঋক্ পাঠে অনা-

য়াসেই জ্ঞাত হইবে, যে ঋষিগণ কখন কখন চিন্তা করিতে নাস্তিক্যে আসিয়া পড়িতেন, ও বস্তু পদার্থের নিত্যত্ব অনুমান করিতেন ;—

"এই নানা সৃষ্টি কোথা হইতে হইল; কাহা হইতে হইল; কেহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; কি করেন নাই ;—

ইত্যাদি।

চিন্তাশক্তি ক্লান্ত হইলে; অথবা বৈজ্ঞানিক অনুশীলনে বস্তু পদার্থের নিত্যত্ব ( অর্থাৎ অজাতত্ব এবং অমরত্ব ) প্রতিপন্ন হইলে, এতদুভয় কারণ বশতই নাস্তিক্য উপস্থিত হয়। প্রথমোক্ত কারণে মনুষ্য হতাশ হইয়া নাস্তিক্য অবলম্বন করে। দ্বিতীয় কারণ বশতঃ বস্তুপদার্থের রূপান্তর মাত্র ভূয়োদর্শনের বিষয়ীভূত হওয়ায় তদ্বিপরীত অনুমান করা সঙ্গত বোধ হয় না। তদীয় রূপান্তর ভিন্ন তখন আর তাহার আবির্ভাব ও তিরোধান বিশ্বাস যোগ্য হয় না।

**চরিত্র।**

২৪। ধর্ম্ম বিশ্বাসের উপকারিতা কি? চিত্ত শুদ্ধি, সুতরাং চরিত্র শুদ্ধি। যদি এতদ্বারায় তাহাই না হইল, তবে জীবন হীন দেহের ন্যায়, রশ্মি বিহীন সূর্য্যের ন্যায় ইহা সার শূন্য হইয়া পড়ে, ধর্ম্ম পুস্তকস্থ রাখিবার দ্রব্য নহে। ইহা কার্য্যে পরিণত করা বিধেয়। তাহা না হইলে সে ধর্ম্ম ফল কি? যে ধর্ম্মের নামে জগতের সুখভঙ্গকারী বিবিধ অমঙ্গল নিবারিত হয় না; চিত্তের মলিনতা দূর হইল না; সে ধর্ম্মে কি ফল? পশু, পক্ষীগণের প্রতি; অসংখ্য নর, নারী বৃন্দের প্রতি অতীত কাল হইতে অদ্য পর্য্যন্ত ধর্ম্মের নাম দিয়া যে সকল অত্যা-

চার সংশোধিত হইয়া আসিয়াছে; তাহা স্মরণ করিলে হৃদয়-বান ব্যক্তির অশ্রু সম্বরণ করা কঠিন হয়। একথা সত্য কি না, প্রত্যেক পাঠক স্ব স্ব মনে বিবেচনা করিবেন। নাম কর; এমন কি পাতক নাম করিতে পার যাহা ধর্ম্মের নামে, ধর্ম্ম বিশ্বাসী জনগণ কর্ত্তৃক সরল ভাবে সাধিত হয় নাই। অতীত কালে রোমান ক্যাথলিকগণ ইনকুইজিসন নামক ভয়াবহ, লোমহর্ষণকারী কারাগৃহে কত নর-নারীর অশ্রু মিশ্রিত শোণিতপাত করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা হয় না। মহম্মদীয়-গণ ধর্ম্মের নামে শাণিত অসি হস্তে ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করতঃ যাদৃশ রক্ত-স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। হিন্দুগণও কত পশু কত শিশু ও কত স্ত্রীহত্যা করতঃ স্বীয় হস্ত রঞ্জিত ও স্বীয় হৃদয় কলঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। অধিক উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ফলতঃ ধর্ম্মভাব দ্বারায় যদিও জগতের যথেষ্ট হিত সাধন হইয়াছে সত্য; কিন্তু ইহা সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে যে যাদৃশ অজ্ঞাত দণ্ড কোন দূরবর্ত্তী ভবিষ্যতে, কোন অজ্ঞাত প্রদেশে ভোগ করা অসম্ভব নহে। * তাদৃশদণ্ডের অনিশ্চিত শাসনে এই বিস্তীর্ণ জগতের নানা প্রকৃতির নর-নারী মধ্যে সম্যক্ রূপে কখনই দুষ্ক্রিয়া নিবারণের আশাকরা সঙ্গত হয় না। এই নিমিত্তই ত্বরিত সামাজিক শাসন, ধর্ম্ম ও পারলৌকিক শাসনাপেক্ষা কার্য্যকর হইয়া থাকে। চরিত্র গঠন বিষয়ে জ্ঞান, দৃঢ়তা, যশাকাঙ্ক্ষা ও আত্মসংযম প্রবৃত্তির সহিত অভ্যাসের যোগ হইলে সমধিক ফল-প্রদ হয়, সন্দেহ নাই।

* পারলৌকিক দণ্ড।

বেদ আদি যুগের গ্রন্থ। অনেকের বিশ্বাস সত্যযুগে ধর্ম্ম চারিপদ ছিল; অর্থাৎ পাপ ও দুষ্ক্রিয়া, জগতে পরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রম সংস্কার। দাম্পত্য-অপরাধ, তস্করতা, দস্যুতা, প্রবঞ্চনা বা শঠতা, ইত্যাদি চারিযুগেই মনুষ্য সমাজ কলঙ্কিত করিয়াছে; ১০।২৭।১২; ১।১০৩।৬; ইত্যাদি। যিনি বেদ বারেক মাত্রও পাঠ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই ইহা স্বীকার করিবেন। শত্রু-পক্ষীয় অনার্য্যগণের প্রতি কোন ব্যবহারই দোষাবহ ছিল না; ধর্ম্ম-যুদ্ধ পরবর্ত্তী কালীয়। পক্ষান্তরে, দাতা, মিত্র, বয়স্য ভ্রাতা, প্রতিবাসী ও মূকদিগের প্রতি দয়া ও সরলতার বহু-তর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পশু বলী, নর বলীর সহিত একত্রে প্রাণীগণের প্রতি কোমলতাও লক্ষিত হয়।

তৎকালীয়গণের চরিত্রে অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাব লক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক। ২।২৮।৯ ঋক্ পাঠে বিলক্ষণ প্রতীতি হয় যে তৎকালে ভিক্ষা বা পরান্নভোগিতা গৌরবের সামগ্রী ছিল না।

বিলাসিতা সমাজ মধ্যে তৎকালে প্রবল ছিল না। কিন্তু সঙ্গীতানুরাগ, বেশ ভূষা, নৃত্যগীতাদি প্রচলিত থাকা দেখা যায়।

কুসংস্কার অনেক ছিল; তাহা ধর্ম্ম বিশ্বাস প্রবন্ধে কত-কাংশ বিবৃত হইয়াছে। এস্থলে আর একটি উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। ৭।১০৪।২২ ঋক্ পাঠে জানা যায় যে অশরীরি, বিভিন্ন-রূপ-ধারণক্ষম, রাক্ষসের ভয় আধুনিক ভূতের ভয়ের ন্যায় প্রচলিত ছিল। পেচকাদি কতিপয় পক্ষী,

ও পশুদিগের মূর্ত্তি বা শব্দ ও ভয়াবহ ও অশুভ জনক বলিয়া বিশ্বাস ছিল।

**তুলনা।**

২৫। বিবিধ কার্য্যকরী বিজ্ঞান বিষয়ে বৈদিক আর্য্যগণের যাদৃশ উন্নত সংস্কার ছিল তাহা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি। ন্যায়, নীতি ও ধর্ম্ম বোধ ও সংক্ষেপে যতদূর ধারণা করিতে পারিয়াছি, তাহাতে তৎকালের সহিত বর্ত্তমান কালের তুলনা করিয়া লজ্জিত হইবার যোগ্য কিছু পাইলাম না। এতদ্দারায় আত্মগরিমা করা আমার ইচ্ছা নহে। পাঠক দেখিয়াছেন, যথাস্থানে তৎকালীয়গণের যশোকীর্ত্তন করিতে আমরা আলস্য বা অনিচ্ছা প্রকাশ করি নাই। কিন্তু অপ্রিয় সত্য, গোপনা বা বিবৃত করাও আমাদিগের সাধ্যাতীত। সুতরাং বিজ্ঞান, দর্শন, নীতি অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ত্তমান কাল, আদি বৈদিক সময় অপেক্ষা সমধিক ন্যূন থাকা আমরা স্বীকার করিতে সক্ষম হইলাম না।

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

বৈদিক সময়; বেদের রচনা; আদিম অবস্থা।

**বৈদিক সময়**

২৬। আদি বৈদিক সময়, চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে অতীত হওয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। কিন্তু আর্য্য-সভ্যতা যে তাহার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী ও শ্রুতি সকল ও ঐ সভ্যতা বিকাশের

যুগকালিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান আকারের সংগ্রহ উল্লিখিত সময়ের হইলেও ঈদৃশ সিদ্ধান্তের বিরোধী হয় না। ঋগ্বেদ প্রাচীনতম গ্রন্থ। তদালোচনায় দেখা গেল যে, তৎরচনা কালেও আর্য্যগণ বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া সুরম্য ত্রিতল হর্ম্মে বসতি ও নানাবিধ সভ্যজাত্যোচিত আহার করিতেন; নানাবিধ পশু পক্ষীগণকে গৃহ পালিত করিয়া সমাজের কার্য্যকর করিয়াছিলেন; বিবিধরূপ শকটাদি আরোহন পূর্ব্বক প্রশস্ত পথে বিচরণ করিতেন; জলপথে উৎকৃষ্ট নৌ-যান প্রস্তুত করিতে সমর্থ ছিলেন; রণক্ষেত্রে আত্ম-রক্ষায়ও আক্রমনে বিলক্ষণ পটুতা লাভ করিয়াছিলেন; বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যে প্রশংসনীয় উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কোন কোন কার্য্যকরী বিজ্ঞান বিষয়েও জ্ঞানযুক্ত হইয়াছিলেন; এবং ধর্ম্মতত্বেও নিতান্ত হীন ছিলেন না। ঈদৃশ সভ্যতা এক দিনে হয় না। সুতরাং বৈদিক সময়ের বহু পূর্ব্বেই যে আর্য্যগণ প্রথমাবস্থা হইতে উন্নত হইয়াছিলেন। তাহার সন্দেহ নাই। এই প্রথমাবস্থা কি তাহা পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে। কিন্তু বৈদিক সময়ের সভ্যতা স্থলতঃ কার্য্য প্রধান ছিল; চিন্তা প্রধান নহে।

**বেদের রচনা।**

২৭। যাহা হউক, ঋক্, সামাদি বেদ রচনা কালই আমরা বৈদিক সময় বলিয়াছি। এবং তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীন ঋক্‌বেদ অবলম্বনে তৎকালীয় সভ্যতার আভাস দিতে প্রয়াসী হইয়াছি। কিন্তু ঋগ্বেদ এক সময়ের রচনা নহে। আমরা দেখিয়াছি যে, কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে অতি উন্নত মতের সহিত নিতান্ত অস্ফুট,

অপরিণত, ও অনুন্নত মন্তের উল্লেখ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। কি ধর্ম্ম, কি বিজ্ঞান, কি ব্যবসায়, এই রূপ নানা বিষয়েই, মন্তের ক্রমিক বিকাশ পাঠক মাত্রেরই অনুভব হয়। এপ্রকারমত বিকাশ কাল-সাপেক্ষ; এবং সে কালও অল্পকাল নহে। দ্বিতীয়তঃ, পিতা, পুত্র, পৌত্র আদি পরপরবর্ত্তীগণের রচিত, (অথবা তাহাদিগের নিকট অনাদি পুরুষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত, শ্রুতি একত্রে এই গ্রন্থের ক্রম-নিয়ম ব্যতিরেকে সন্নিবেশিত আছে। আয়ুঃ একশত-বর্ষ ব্যাপী হইলেও সমকালে ঈদৃশ হওয়া সম্ভব পর নহে। তৃতীয়তঃ একই দেবতাকে, প্রায় তুল্য মন্ত্রে, একই ঋষি, বিবিধ সূক্তে স্তোম করায় ঐ ঐ সূক্ত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচিত হওয়াই সম্ভব, এক সময়ের অনুমান করা সঙ্গত নহে। চতুর্থতঃ, এই গ্রন্থের বর্ত্তমান আকার সংগ্রহ মাত্র। পঞ্চমতঃ, বেদের কতিপয় শ্রুতিই এই বিষয়ের অকাট্য প্রমাণ। যথা, ৩। ৩২। ১৩ ঋকে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে,

"পুরাতন, মধ্যতন, ও অধুনাতন স্তোম দ্বারা যে ইন্দ্র বর্দ্ধিত হয়েন, যজমান যজ্ঞ দ্বারা সেই ইন্দ্রকে আপনার অভিমুখে আনিতেছে", এবং ৫। ৪৫। ৩ ঋকে "মহাস্তুতি সকলের প্রাচীন রচয়িতার উল্লেখ আছে। এবং অন্যত্রও "পূর্ব্বকালীয় ঋষিগণের স্তোত্রের সহিত, ইদানিন্তন ঋষিগণের" স্তোত্রের তুলনা দেখা যায়। সুতরাং বেদ মধ্যেই রচনার কাল ভেদের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং ইহার আলোচ্য বিষয় সকল, (বিশেষতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধীয়) বিবেচনা করিতে গেলেও ইহা নিশ্চিত উপলব্ধি হয় যে ইহা কখনই

একদা রচিত, বা প্রকাশিত হওয়া সম্ভবপর নহে। ঋগ্বেদ (এবং অন্যান্য বেদও) ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচিত শ্রুতির এবং বহুকাল ব্যাপী রচনার একত্র সংগ্রহ মাত্র।

বেদের রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে, আর একটি বিষয় স্বতঃই মনে উদয় হয়। ইহা প্রথম যে আকারে সংগৃহিত হইয়াছিল, অধুনাও সেই আকারে অপরিবর্ত্তনীয় আছে কি না? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অতীব দূরুহ। কিন্তু এই ক্ষুদ্রগ্রন্থ পাঠেই দেখা যাইবে যে, কোন কোন স্থানে দুই একটি শ্রুতি এরূপ ভাবে সন্নিবেশিত আছে যে তাহা আদ্যোপান্ত অন্যান্য সমস্ত শ্রুতির বিরোধী। যে মত অন্য সর্ব্বত্র পরিত্যক্ত হইয়াছে, অথবা গৃহিত হয় নাই; যাহার সানুকূল শ্রুতি কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না, বরং প্রতিকূল মত স্থানে স্থানে সুচিত হইয়াছে; হটাৎ অসম্বন্ধ রূপে, পূর্ব্বাপর সংস্রব ব্যতিরেকে তদ্রূপ মত একটি শ্রুতিতে দেখা গেল। ইহার কারণ কি? ইহার একটি প্রধান দৃষ্টান্ত ১০। ৯০। ৮ ও ১২ ঋক্। এই সূক্তে ৭ম ঋকে বায়ব্য পশু সৃষ্টি। যদি ৮ম ঋকে অন্যবিধ পশু সৃষ্টির উল্লেখ থাকিত, তাহা হইতে শ্রুতির ক্রমভঙ্গ হইত না। কারণ বায়ব্য পশু চিন্তার পরই অন্য পশু সৃষ্টির চিন্তা করিলে চিন্তা স্রোত অপ্রতিহত থাকিত। তাহা না হইয়া ৮ম ঋকে হটাৎ এক নিতান্ত অসম্বন্ধ, উপস্থিত বিষয় হইতে সম্যক্ রূপে পৃথক বস্তুর অবতারণা করা হইয়াছে। কারণ ৭ ঋকে বায়ব্য পশু সৃষ্টির পর ও ৯ ঋকে "দন্ত পংক্তি দ্বয়" ধারী পশু সৃষ্টি উল্লেখের পূর্ব্বে মধ্য স্থলে ৮ ঋকে ছান্দো রচনা প্রণালী সৃষ্টির উল্লেখ হই-

যাছে। এই ঋকে ঋক্, সাম, যজু আদি ছন্দ রচনার বিষয় উল্লেখ হওয়া কতদূর অস্বাভাবিক তাহা সহজেই দেখা যাইবে। এই রূপ ভাবে একদা, চিন্তা স্রোত ধাবিত হওয়া অনেকেই সম্ভবপর বোধ করিতে সমক্ষ হইবেন না। সুতরাং এই ঋক্ পশ্চাৎ প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা হয়। বিশেষতঃ ইহার ভাষাও অন্যান্য ঋকের ভাষার অপেক্ষা কিছু পৃথক্ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। যাহা হউক এই রূপ বেদের অন্যান্য স্থানেও যে শ্রুতি অথবা কোন পাঠান্তর ভ্রম বশতঃ অথবা ইচ্ছা বশতঃ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এরূপ অনেকে বিবেচনা করেন। কিন্তু এই রূপ হইয়া থাকিলেও তাহা ভাষ্য ও টীকা সকল রচনার পূর্ব্বে হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কারণ বেদের প্রত্যেক শব্দ উল্লেখে টীকা থাকায় তৎপরবর্ত্তী কালে কিছুই প্রক্ষিপ্ত হওয়া সহজ নহে ও হইলেও সহজেই নির্দ্দিষ্ট হয়। যথা প্রসিদ্ধ সতীদাহ বিষয়ক বচনে সায়নাচার্য্যের টীকায় "অগ্রে" শব্দ উল্লেখ থাকা সত্বেও কোন কোন পুস্তকে পাঠান্তর থাকায় তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন হয় নাই। যাহা হউক, যে সকল ব্যক্তি ঈদৃশ স্থলে ঋষিগণের অলৌকিকতা উল্লেখ করিয়া স্বীয় চিত্তের সন্দেহ ছেদন করেন, তাঁহাদিগের তর্কের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে।

যাহা হউক বেদ রচনা যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের, তৎপ্রতি আমাদিগের কোন সন্দেহ নাই।

**আদিম অবস্থা।**

২৮। পূর্ব্বে বলিয়াছি, বৈদিক সময়ের সভ্যতা আদিম অবস্থা হইতে অনেক উন্নত। কিন্তু মনুষ্যের আদিম অবস্থা যে অসভ্যা-

বস্থা, ইহা কেহ কেহ অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে মনুষ্য প্রথমেই পূর্ণ সভ্যাবস্থায় সৃষ্টি হয়; তৎপর কাল সহকারে অধঃপতিত অথবা পুনরুন্নত হইয়া থাকে। এই মতাবলম্বীগণ ক্রমাবনতি বাদী। কিন্তু আমরা এই মত স্বীকার করিতে পারি না। এবং এই গ্রন্থে ইহা গৃহিত হয় নাই। এতদপেক্ষা ক্রমোন্নতি বাদই ন্যায় সঙ্গত। এই বিষয়ের বিচার করা এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে সম্ভবপর নহে। তবে ২। ১টি কথা মাত্র বলিয়া অনুসন্ধিৎসু পাঠককে প্রাণী তত্ব ও সভ্যতার ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। প্রথমত জগতে অনেক জাতি আছে তাহারা বর্ত্তমান কালে অসভ্যাবস্থায় বিদ্যমান; কিন্তু ইহাদিগের কখনও এতদপেক্ষা উন্নতি থাকার প্রবাদ, কি ইতিহাস অথবা অন্যবিধ স্মৃতি চিহ্ন নাই। এ সকল একবারে লুপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ প্রত্যেক সভ্য-সমাজের ভাষা ও আচার ব্যবহার সমালোচন করিলে কোন পূর্ব্ববর্ত্তী কালে অনুন্নত থাকার আভাস পাওয়া যায়; সংস্কৃত ভাষাও এই নিয়মের বহির্ভূত নহে। "বেদের নবনবতি" শব্দ নিশ্চয়ই অঙ্কগণনার প্রথমাবস্থায় গঠিত হইয়াছে। তৃতীয় বেদ সমালোচনা দ্বারাই পাঠক দেখিয়াছেন যে কোন কোন মত অতি অনুন্নত। প্রসিদ্ধ পুরুষ সুক্ত; ইত্যাদি উন্নত জ্ঞানের কল্পনা হইতে পারে না। এবং বৈদিক সময়ের, আহার, পরিচ্ছদ, আবাস, যান, বাহন, আচার, নীতি ও ধর্ম্ম ইত্যাদি আলোচনা করিয়াও চরম উন্নতি অথবা অলৌকিক পূর্ণ সভ্যতার লক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। সুতরাং ঐ সময়কে আদিম

অবস্থা বলিলেও ঐ অবস্থা পূর্ণ সভ্যতা সূচক হইতে পারে না। যাহা হউক, এই গুরুতর বিষয় এ গ্রন্থের বিশেষ বিচার্য্য নহে। আমরা মানব জাতির প্রথম অবস্থা, অনুন্নত থাকা বিবেচনাতেই বৈদিক সময়ের সভ্যতার তুলনা করিয়াছি। এবং দেখিয়াছি যে কোন কোন বিদেশীয় ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ বৈদিক আর্য্যদিগকে যেরূপ অনুন্নত বোধ করেন, তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। তৎকালীয়গণ সভ্যতায় বিলক্ষণ অগ্রসর হইয়াছিলেন। বরং কতিপয় বিষয়ে আমরা অদ্যাপিও তদ্রূপ হইতে সমর্থ হই নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

সমাপ্ত।

# পরিশিষ্ট।

গ্রন্থোদ্ধৃত মূল শ্রুতি সকল মুদ্রা কার্য্যারম্ভের পর
বিশেষ অনুরোধ ক্রমে এ স্থলে সন্নিবেশিত হইল।

## প্রথম অধ্যায়।

১০ মঃ ৭১ সূ ১ ও ২ ঋক্ ;—

বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রং যৎ প্রৈরত নামধেয়ং দধানাঃ।
যদেষাং শ্রেষ্ঠং যদরিপ্রমাসীৎপ্রেণা তদেষাং
নিহিতং গুহাবিঃ ॥১
সক্তুমিব তিতউনা পুনংতো যত্র ধীরা মনসা বাচক্রমত।
অত্রা সখায় সখ্যানি জানতে ভদ্রৈষাং
লক্ষ্মীর্ণিহিতাধি বাচি ॥২

৪। ৫৭। ৮ ঋক্ ;—

শুনং নঃ ফালাবিকৃষংতু ভূমিং শুনংকীনাশা অভিযংতু বাহৈঃ।
শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা শুনমস্মাসু ধত্তং ॥

৪। ৪। ১ ;—

কৃণুষ্ব পাজঃ প্রসিতিংন পৃথ্বীং যাহি রাজেবামবাঁ ইভেন।
তৃষ্বী মনুপ্রসিতিং দ্রুণানোঽস্তাসি বিধ্য রক্ষসস্তপিষ্ঠৈঃ ॥

৮। ৫। ৩৭ ;—

তামে অশ্বিনা সনীনাং বিদ্যাতং নবানাং।
যথা চিচ্চৈদ্যঃ কশুঃ শতমুষ্ট্রানাং দদৎসহস্রা দশ গোনাং॥

৮। ৪। ৩ ;—

যথা গৌরা অপাকৃতং তৃষ্যন্নেত্যা বেরিনং।
আপিত্বে নঃ প্রপিত্বে তুয়মা গোহি কণ্বেষু সু সচাপিব॥

১। ১৬২। ৯—১৩ ঋক্ ;—

যদশ্বস্য ক্রবিষো মক্ষিকাশ যদ্বা স্বরৌ স্বধিতৌ রিপ্তমস্তি।
যদ্ধস্তয়োঃ শমিতুর্যন্নখেষু সর্বাতাতে অপি দেবেষ্বস্তু॥৯
যদূবধ্য মুদরস্যাপবাতি য আমস্য ক্রবিষো গংধো অস্তি।
সুকৃতা তচ্ছমিতারঃ কৃন্বংতুত মেধং শৃতপাকং পচংতু॥১০
যত্তে গাত্রাদগ্নিনা পচ্যমানাদভিশূলং নিহতস্যাবধাবতি।
মা তদ্ভূম্যামা শ্রিষন্মা তৃণেষু দেবভ্যস্তদুশদ্ভোরাত মস্তু॥১১
যে বাজিনং পরিপশ্যংতি পক্বং য ঈমাহুঃ সুরভির্নির্হরেতি।
যে চার্বতো মাংসভিক্ষামুপাসত উতো
তেষামভি গূর্তির্ন ইন্বতু॥ ১২
যন্নীক্ষণং মাংস্পচন্যা উখায়া যা পাত্রাণি যূষ্ণ আসেচনানি।
উষ্মণ্যাপিধানা চরুণামংকাঃ সূনাঃ পরিভূষংত্যংশ্বং॥ ১৩

১০। ২৭। ২ ঋক্ ;—

যদীদহং যুধয়ে সংনয়ান্য যূস্তন্বা শূশুজানান্।
অমাতে তুভ্রংবৃষভং পচানিতীব্রং সুতং পংচদশংনি ষিংচং॥

৬। ১৭। ১১ ;—

বর্ধান্যং বিশ্বে মরুতঃ সজোষাঃ পচচ্ছতং মহিষাঁ ইংদ্রতুভ্যং।
পূষা বিষ্ণু স্ত্রীণি সরাংসি ধাবন্ বৃত্রহনং মদিরমংশু মস্মৈ॥

৩। ৫২। ১;—

ধানাবন্তং করম্ভিণ মপূব বন্তং মুক্থিনং।
ইন্দ্র প্রাতর্জুষস্বনঃ॥

৩। ৫২। ৪—৬ ঋক্ প্রথমার্দ্ধ;—

পুরোলাশং সনশ্রুত প্রাতঃ সাবে জুষস্বনঃ। ×+ ॥৪
মাধ্যন্দিনস্য সবনস্য ধানাঃ পুরোলাশমিন্দ্র
কৃষ্বেহ চারুং।×× ॥৫
তৃতীয়ে ধানাঃ সবনে পুরুষ্টুত পুরোলাশ
মাহুতং মামহস্বনঃ।+× ॥৬

২। ৩৯। ৪ শেষার্দ্ধ;—

শ্বানেব নো অরিষণ্যা তনূনাং খৃগলেব বিস্রসং পাতমস্মান্॥

৬। ৪৮। ১৮;—

দৃতেরিব তেহবৃকমস্তু সখ্যং। অচ্ছিদ্রস্য
দধন্বতঃ সুপূর্ণস্য দধন্বতঃ॥

৬। ৪৬। ৯;—

ইন্দ্র ত্রিধাতু শরণং ত্রিবরূথং স্বস্তিমৎ।
যর্দ্দির্যচ্ছ মঘবদ্ভ্যশ্চ মহ্যং চ যাবয়া দিদ্যুমেভ্যঃ॥

৪। ৩০। ২০;—

শতমশ্মন্ময়ীনাং পুরামিন্দ্রো ব্যাসৎ। দিবোদাসায় দাশুষে॥

৭। ১৫। ১৪;—

অধা মহীন আয়স্য নাধৃষ্টো নৃপীতয়ে। পূর্ভবা শতভুজিঃ॥

৭। ৪৭। ২৬;—

বনস্পতে বীড্বঙ্গো হিভূয়া অস্মৎসখা প্রতরণঃ সুবীরঃ।
গোভি সংনদ্ধো অসি বীলয়স্বাস্থাতা তেজয়তু জেত্বানি॥

৭। ৮৮। ৩;—

আযদ্রুহাব বরুণস্য নাবং প্রযৎ সমুদ্রমীরয়াব মধ্যং।
অধি যদপাং স্নুভিশ্চরাব প্রপ্রেঙ্খ ঈঙ্খয়াবহৈ শুভেকং॥

৮। ১। ২৫;—

আত্বারথে হিরণ্যয়ে হরী ময়ুরশেপ্যা।
শিতিপৃষ্ঠা বহতাং মধ্বো অন্ধসো বিবক্ষণস্য পীতয়ে॥

৩। ৩৪। ৯;—

সসানাত্যাঁ উত সূর্য্যং সসানেন্দ্র সসান পুরুভোজসঙ্গাং।
হিরণ্যয়মুত ভোগং সসান হত্বী দস্যূৎ প্রার্য্যং বর্ণমাবৎ॥

৩। ৩০। ২০ পূর্ব্বার্দ্ধ;—

ইমং কামং মন্দয়া গোভিরশ্বৈশ্চংদ্রবতা রাধসা পপ্রথশ্চ।

১। ১১৬। ৩—৫;—

তুগ্রোহ ভুজ্যুমশ্বিনোদমেঘে রয়িংন কশ্চিন্মমৃর্বা অবাহাঃ।
তমূহ থুর্নোভিরাত্মন্বতী ভিরন্তরীক্ষপ্রুদ্ভিরপোদকাভিঃ॥৩
তিস্রঃক্ষপস্ত্রিরহাতি ব্রজদ্ভির্নাসত্যা ভুজ্যুমূহথুঃ পতঙ্গৈঃ।
সমুদ্রস্য ধন্বন্নাদ্রস্য পারে ত্রিভিরথৈঃ শতপদ্ভিঃ ষলশ্বৈঃ॥৪
অনারংভনে তদ্বীরয়ে থামনাস্থানে অগ্রভণে সমুদ্রে।
যদশ্বিনা দদথুঃ শেত মশ্বমঘাশ্বায় শশ্বদিৎস্বস্তি॥৫

৬। ৭৫। ১৫;—

অলাক্তা যা রুরুশীর্ষ্ণ্যথো যস্যা অয়োমুখং।
ইদং পর্জন্যরেতস ইষ্বৈ দেব্যৈ বৃহন্নমঃ॥

১। ৭১। ৫;—

মহে যৎপিত্র ঈংরসং দিবে করবৎসরৎ পৃশন্যশ্চিকিত্বান্।
সৃজদস্তা ধৃষতা দিদ্যুমস্মৈ স্বাযাং দেবো দুহিতরিত্বিষিংধাৎ॥

৩। ৪৬। ১১;

অধম্মানো বৃধে ভবেন্দ্র নায়মবাযুধি।
যদন্তিরীক্ষে পতয়ংতি পর্ণিনো দিদ্যবস্তিগ্মমুর্দ্ধানঃ॥

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

৫। ৯। ৫;—

অধস্ম যুস্যার্চয়ঃ সম্যক্ সংযন্তি ধূমিনঃ।
যদীমহ ত্রিতো দিবুপ ধ্যাতেব ধমতি শিশীতে ধ্মাতরীযথা॥

৬। ৭৫। ১০ পূর্ব্বার্দ্ধ;—

ব্রাহ্মণাসঃ পিতরঃ সোম্যাসঃ শিবে নো
দ্যাবা পৃথিবী অনেহসা।

৬। ৭৫। ১৯;—

যোনঃ স্বো অরণো যশ্চ নিষ্ট্যোজিঘাংসতি।
দেবাস্তংসর্ব্বে ধূর্বন্তু ব্রহ্ম বর্ম্ম মমান্তরং॥

৭। ১০৩। ৮;—

ব্রাহ্মণাসঃ সোমিনো বাচমক্রত ব্রহ্মকৃন্বন্তঃ পরিবৎসরীণং।
অধ্বর্যবো ঘর্মিণঃ সিষিদানা আবির্ভাবন্তি গুহ্যা ন কেচিৎ॥

৭। ১০৩। ১;—

সম্বৎসরং শশয়ানা ব্রাহ্মণা ব্রত চারিণঃ।
বাচং পর্জন্যজিন্বিতাং প্রমণ্ডূকা অবাদিষুঃ॥

৮। ১১। ৬;—

বিপ্রং বিপ্রাসোঽবসে দেবং মর্তাস ঊতয়ে।
অগ্নিং গীর্ভির্হবাহে ॥

৭। ৮৯। ১;—

মোষু বরুণ মৃণ্ময়ং গৃহং রাজন্নহংগমং। মৃলাসুক্ষত্র মৃলয় ॥

৭। ৬৪। ২;—

আরাজানামহ ঋতস্য গোপা সিন্ধুপতী ক্ষত্রিয়া যাতমর্বাক্।
ইলাং নো মিত্রাবরুণোত বৃষ্টিমব দিব ইম্বতং জীরদানূ ॥

১০। ৭১। ৯;—

ইমে যে নার্বাঙ্ন পরশ্চরংতি ন ব্রাহ্মণাসো ন সুতে করাসঃ।
ত এতে বাচমভিপদ্য পাপয়া সিরীস্তংত্রং তন্বতে অপ্রজজ্ঞয়ঃ ॥

৯। ১১২। ১ ও ৩ ঋক্ দ্বয়;—

নানা নং বাউ নো ধিয়ো বিত ব্রানি জনানাং।
তক্ষারিষ্টং রুতং ভিষগ্ ব্রহ্মা সুন্বন্তমিচ্ছন্তী-
দ্রায়েন্দোপরিস্রব ॥

কারু রহস্ততো ভিযগুপল প্রক্ষিনী ননা।
নানাধিয়ো বসূযবোঽনু গাইবতস্থিমেন্দ্রায়েন্দো পরিস্রব ॥

৫। ২৩। ২;—

তমগ্নে পৃতনাষহং রয়িং সহস্ব আভর।
ত্বং হিসত্যো অদ্ভুতো দাতা বাজস্য গোমতঃ ॥

৫। ২৫। ৫;—

অগ্নিস্তুবিশ্রবস্তমং তুবি ব্রহ্মাণমুত্তমং।
অতূর্ত্তং শ্রাবয়ৎপতিং পুত্রং দদাতি দাশুষে ॥

৩। ৩৪। ৯;—

প্রথম অধ্যায়ের শ্রুতি দেখ।

১০। ৯০। ১২ ;—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসী দ্বাহুরাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥

১। ১১২। ৮ ;—

যাভিঃ শচীভির্বৃষণা পরাবৃজং প্রান্ধং শ্রোণং চক্ষুস এতবেকৃথঃ।
যাভির্বর্ত্তিকাং গ্রসিতাম মুঞ্চতং
তাভিরূষু ঊতিভিরশ্বিনা গতং॥

৩। ৩৬। ১০ ;—

অস্মে প্রযন্ধি মঘবন্নৃজীষিন্নিন্দ্র রায়ো বিশ্ববারস্য ভূরে।
অস্মে শতং শরদো জীবসেধা অস্মে বীরাঞ্ছশ্বত ইন্দ্র শিপ্রিন্॥

৭। ৬৬। ১৬ ;—

তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাৎ শুক্রমুচ্চরৎ। পশ্যেম
শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং॥

৭। ১০১। ৬ ;—

সরেতোধা বৃষভঃ শশ্বতীনাং তস্মিন্নাত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ।
তন্ম ঋতং পাতু শত শারদীয় যূয়ং পাতস্বস্তিভিঃ সদানাঃ॥

১০। ৯০। ৬—১৫ ঋক্ ;—

যৎ পুরুষেণ হবিষা দেব যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥৬
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥৭
তস্মাদযজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশূন্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারন্যান্ গ্রাম্যাশ্চযে॥ ৮
তস্মাদযজ্ঞাৎ সর্বহুতঃ ঋচঃ সামানি যজ্ঞিরে।

ছন্দাংসি যজ্জিরে তস্মাদ্যজুস্তস্মাদজায়ত ॥৯
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চোভয়াদত।
গাবোহযজ্জিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ ॥১০
যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌবাহু কাউরূ পাদাউচ্যেতে ॥১১
ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহু রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১২
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত ॥১৩
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন্ ॥১৪
সপ্তাস্যাসন্ পরিধিয়ঃ স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতা।
দেবা যদযজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুং ॥১৫

৬। ৪৮। ২২;

সকৃদ্ধ দ্যৌরজায়ত সকৃদ্ভূমির জায়ত।
পৃশ্ন্যা দুগ্ধং সকৃৎপয়স্তদন্যো নানুজায়তে ॥

১। ১৮৫। ১;

কতরা পূর্ব্বা কতরা পরয়োঃ কথাজাতে কবয়ঃ কোবিবেদ।
বিশ্বংত্মনা বিভৃতো যদ্ধনাম বিবর্ত্ততে অহনী চক্রিয়েব ॥

৫। ৮৪। ২;

স্তোমাসস্ত্বা বিচারিণি প্রতিষ্টোভং ত্যক্তুভিঃ।
প্রযা বাজংন হেষন্তং পেরুমস্যা স্যর্জুনি ॥

৫। ৪০। ৫ ৮ ঋক্;

যত্ত্বা সূর্য্য স্বর্ভানুস্তমসা বিধ্যদাসুরঃ।

অক্ষেত্রবিদ্যথা মুগ্ধোভুবনান্যদীধয়ু ॥৫
স্বর্ভানোরধ যদিন্দ্র মায়া অবো দিবো বর্ত্তমানা অবাহন্।
গুড়্হং সূর্য্যং তমসাপব্রতেন তুরীয়েন ব্রহ্মণাবিন্দদত্রিঃ ॥৬
মা মামিমন্তবসংতমত্র ইরস্যা দ্রুগ্ধো ভিয়সা নিগারীৎ।
ত্বং মিত্রো অসি সত্যরাধাস্তৌ মেহাবতং বরুণশ্চ রাজা ॥৭
গ্রাব্ণো ব্রহ্মা যুযুজানঃ সপর্য্যন্ কীরিণা দেবান্নমসোপশিক্ষন্।
অত্রি সূর্য্যস্য দিবি চক্ষুরাধাৎ স্বর্ভানোরপ মায়া অঘুক্ষৎ ॥৮

১। ৮৪। ১৫;—

অত্রাহ গোরমন্বত নাম ত্বষ্টুরপীচ্যং। ইথা চন্দ্রমসো গৃহে ॥

৪। ১৩। ৪;—

বহিষ্ঠে ভির্বিহরন্যাসি তংতুমবব্যয়ন্নসিতং দেব বস্ম।
দবিধ্বতো রশ্ময়ঃ সূর্য্যস্য চর্ম্মে বাবাধুস্তমো অপ্স্বন্তঃ ॥

১। ১৪৪। ২;—

অভীমৃতস্য দোহনা অনূষত যোনৌ দেবস্য সদনে পরীবৃতাঃ।
অপামুপস্থে বিভৃতো যদাবসদধ স্বধা অধয়দ্যাভিরীয়তে ॥

১। ১২১। ৯;—

ত্বমায়সং প্রতি বর্ত্তয়ো গোর্দিবো অশ্মানমুপনীত মৃভ্বা।
কুৎসায় যত্র পুরুহুত বন্বঞ্ছ্ষ্ণ মনন্তৈঃ পরিয়াসি বধৈঃ ॥

## তৃতীয় অধ্যায়।

১০। ৮৫। ৪৬;—

সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু ॥

৫। ৩০। ৯;—

স্ত্রিয়ো হিদাস আয়ুধানিচক্রে কিম্বা করন্নবলা অস্যসেনাঃ।
অন্তর্হ্যখ্যদুভে অস্য ধেনে অথোপ প্রৈদ্যুধয়ে দস্যুমিন্দ্রঃ॥

১০। ২৭। ১২;—

কিয়তী যোষা মর্যতো বধূয়োঃ পরিপ্রীতা পন্যসা বার্ষেন।
ভদ্রা বধূর্ভবতি যৎসুপেশাঃ স্বয়ং সামিত্রং বনুতে জনেচিৎ॥

১০। ৪০। ২;—

কুহ স্বিদ্দোষা কুহবস্তোরশ্বিনা কুহাভিপিত্বং করতঃ কুহোষতুঃ।
কোবাং শযুত্রা বিধবেব দেবরং মর্যংনযোষা কৃণুতে সধস্থ আ॥

১০। ১৮। ৮;—

উদীর্ষ নার্যভিজীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্যমভি সং বভূথ॥

২। ১৭। ৭;—

অমাজূরিব পিত্রোঃ সচাসতী সমানাদা সদসস্ত্বামিয়েভগং।
কৃধি প্রকেতমুপ মাস্যাভর দদ্ধিভাগং তম্বোযেন মামহঃ॥

৯। ৬৫। ১;—

হিন্বন্তি সূরমুস্রয়ঃ স্বসারোজাময়স্পতিং। মহামিন্দুংমহীযুবঃ॥

১। ১১৯। ৫;—

যুবোরশ্বিনা বপুষে যুবাযুজং রথংবাণী যেমতুরস্য শর্ধ্যং।
আবাংপতিত্বং সখ্যায় জগ্মুষী যোষা বৃণীত জেন্যা যুবাংপতী॥

১০। ৮৫। ৪০;

সোমঃ প্রথমো বিবিদে গন্ধর্ব্বো বিবিদ উত্তরঃ।
তৃতীয়ো অগ্নিষ্টে পতিস্তুরীয়স্তে মনুষ্যজাঃ॥

# চতুর্থ অধ্যায়।

১০। ৫৬। ৪;—

মহিম্ন এষাং পিতরশ্চনেশিরে দেবেষ্বদধুরপিক্রতুং।
সমবিব্যচুরুত যান্যত্বিষুরৈষাং তনূষু নিবিশুঃ পুনঃ॥

১০। ১৫। ১১;—

অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতর এহগচ্ছত সদঃ সদঃ সদতঃ সুপ্রণীতয়ঃ।
অত্তা হবীংষি প্রযতানি বর্হিষ্যথা রয়িং সর্ব্ববীরং দধাতনঃ॥

৭। ৪। ৭—৮ ঋক্;—

পরিষদ্যং হ্যরণস্য রেকূণো নিত্যস্য রায়ঃ পতয়ঃ স্যামঃ।
ন শেষো-অগ্নে অন্যজাতমস্ত্য চেত্তানস্য মাপথো বিদুক্ষঃ॥৭
নহি গ্রভায়ারণঃ সুশেবোহন্যোদর্য্যো মনসা মন্তবাউ।
অধা চিদোকঃ পুনরিৎস এত্যানো বাজ্যভীষালেতুনব্য॥৮

৩। ৩১। ১;—

শাসদ্বহ্নির্দুহিতুর্নপ্ত্যং গাদ্বিদ্বাঁ ঋতস্য দীধিতিং সপর্য্যন্।
পিতাযত্র দুহিতুঃ সেকমৃংজন্ত সংশগ্ম্যেন মনসা দধন্বে॥

১০। ১৮। ১০—১২ ঋক্;—

উপসর্প মাতরং ভূমিমেতামুরুব্যচনং পৃথিবীং সুশেবাং।
ঊর্ণম্রদা যুবতির্দক্ষিণাবত এষাত্বা পাতুনিঋতে রূপস্থাৎ॥১০
উচ্ছ্বংকস্ব পৃথিবী মানি বাধথাঃ সুপায়নাস্মৈভব সুপবঞ্চনা।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊর্ণুহি॥১১
উচ্ছ্বংচমানা পৃথিবি সুতিষ্ঠতু সহস্র মিত উপহিশ্রয়ন্তাং।
তেগৃহাসো ঘৃতশ্চ তোভবন্তু বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সন্তু ত্র॥১২

১০। ১৪। ১০—১২ ঋক্ ;—

অতিদ্রব সারমেয়ৌ শ্বানৌ চতুরক্ষৌ শবলৌ সাধুনাপথা।
অথাপিতৃন্ত্সুবিদত্রাঁ। উপেহি যমেন যে সধমাদংমদন্তি॥১০
যৌতে স্বানৌ যমরক্ষিতারৌ চতুরক্ষৌ পথিরক্ষৌ নৃচক্ষসৌ।
তাভ্যামেনং পরিদেহি রাজন্তস্বস্তি চাস্মা অনমীবঞ্চধেহি॥১১
উরূণসাবসুত্রিপা উদুংবলৌ যমস্য দূতৌ চরতো জনাঁ। অনু।
তাবস্মভ্যং দৃশয়ে সূর্য্যায় পুনর্দাতামসুমদ্যেহভদ্রং॥১২

১০। ১৪। ১ ;—

পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরনু বহুভ্য পন্থামনুপ স্পশানং।
বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্য॥

১০। ১৫। ৮ ;—

যেনঃ পূর্ব্বে পিতর সোম্যাসোহনূহিরে সোমপীথং বসিষ্ঠাঃ
তেভির্যম সংররাণো হবীংষ্যুশন্নুশদ্ভিঃ প্রতিকামমত্তু॥

১০। ১৮। ৭—৯ ঋক্ ;—

ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে॥৭
উদীর্ষ্ব নার্ষভিজীবলোকং গতাসমেতমুপশেষ এহি।
হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জ্জনিত্ব মভিসংবভূথ॥৮
ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতস্যাস্মে ক্ষত্রায় বর্চসে বলায়।
অত্রৈব ত্বমিহবয়ং সুবীরা বিশ্বাঃ স্পৃধো অভিমাতীর্জয়েম॥৯

উক্ত সপ্তম (৭) ঋকের পাঠান্তর ত্রিবিধ ;—

(১) ইমা নারীর বিধবা সুপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা সন্তুশস্তাং।
অনশ্রবো অনমীবাঃ সুশেবা আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে॥
(২) ইমা নারীর বিধবা সুপত্নোরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।

অতশ্রবোঽনমীবাঃ সুরত্নারোহন্তু জনয়ো যোদিষগ্রে॥
(৩) ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনশ্বরোঽনমোরা সুরত্না আরোহন্তু জলযোনিমগ্নে॥

## পঞ্চম অধ্যায়।

১০। ১২৯ সূক্ত ;—

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমাপরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহকস্য সর্ম্মন্নংভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরং॥১
নমৃত্যুরাসীদমৃতংন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আসীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাশ॥২
তম আসীত্তমসা গুড়্হমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং।
তুচ্ছোনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তমহিনা জায়তৈকং॥৩
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥৪
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষামধঃ স্বিদাসীদুপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্মহিমান আসন্ত স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ॥৫
কো'অদ্ধা বেদক ইহ প্রবোচৎকুত অজাতা কুতইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্ব্বাগ্দেবা অস্য বিসর্জ্জনেনাথা কোবেদ যত আবভুব॥৬

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব যদি বা দধে যদি বা ন।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্তসো অঙ্গবেদ যদিবানবেদ ॥৭

১। ৩৪। ১১;—

আনাসত্যা ত্রিভিরেকাদশৈরিহ দেবেভির্যাতং মধুপেয়মশ্বিনা।
প্রায়ুস্তারিষ্টং নীরপাংসি মৃক্ষতং সেধতং
দ্বেষো ভবতং সচাভুবা ॥

১। ১৩৯। ১১;—

যে দেবাসো দিব্যেকাদশস্থ পৃথিব্যা মধ্যেকাদশস্থ।
অপ্সুক্ষীতো মহিনৈকাদশ স্থ তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বং॥

৮। ২৮। ১;—

যে ত্রিংশতি ত্রয়স্পরো দেবাসো বর্হিরাসদন্।
বিদন্নহ দ্বিতাসনন্ ॥

৮। ৩০। ২;—

ইতিস্তুতাসো অসথা রিশাদসো যে স্থ ত্রয়শ্চ ত্রিংশচ্চ।
মনোর্দেবা যজ্ঞিয়াসঃ ॥

১০। ১৩০। ৩;—

কাসীৎ প্রমা প্রতিমা কিং নিদানমাজ্যং কিমাসীৎ পরিধিঃ ক আসীৎ।
ছন্দঃ কিমাসীৎ প্রউগং কিমুক্থং যদ্দেবা দেবমযজন্ত বিশ্বে ॥

১। ১৬৪। ৬;—

অচিকিত্বাঞ্চি কিতুষশ্চিদত্র কবীন্ পৃচ্ছামি বিদ্মনে ন বিদ্বান্।
বি যস্তস্তংভষলিমা রজাংস্যাজস্যরূপে কিমপি স্বিদেকং ॥

১। ১৬৪। ৪৬;—

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণ মগ্নিমাহুরথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্

একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

১০। ১১৪। ৫ ;—

সুপর্ণং বিপ্রাঃ কবয়ো বচোভিরেকংসন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি।
ছন্দাংসি চ দধতো অধ্বরেষু গ্রহান্ত সোমস্য মিমতে দ্বাদশ॥

৫। ৮৫। ৫—৬ ঋক্ ;—

ইমামূ স্বাসুরস্য শ্রুতস্য মহীং মায়াং বরুণস্য প্রবোচং।
মানেনেব তস্থিবাঁ অন্তরিক্ষে বিযো মমে পৃথিবীং সূর্য্যেন॥৫
ইমামূ নু কবিতমস্য মায়াং মহীং দেবস্য নকিরা দধর্ষ।
একং যদুদান পৃণন্ত্যেনীরাসিঞ্চন্তীরবনয়ঃ সমুদ্রং॥৬

১০। ৮২। ৩ ;—

*   *   *   *   *   *   *   *   *
*   *   *   *   *   *   একমাহু॥২
যোনঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা এক এব তংসংপ্রশ্নং ভুবনা যন্ত্যন্যা॥৩

৩। ৫৫। ৪ ;—

সমানো রাজা বিভৃতঃ পুরুত্রা শয়ে শয়াসু প্রযুতো বনানু।
অন্যাবৎসম্ভরতি ক্ষেতি মাতা মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥

এই সূক্তের সকল ঋকেরই শেষে "মহদ্দেবানাম সুরত্বমেকং" আছে।

১০। ৫৬। ৩ ;—

বাজ্যসি বাজিনেনা সুবেনীঃসুবিতঃ স্তোমংসুবিতঃ দিবাঙ্গাঃ।
সুবিতো ধর্ম্ম প্রথমানুসত্যা সুবিতো দেবান্ত সুবিতোঽনুপত্ম॥

২। ২৮। ৭ ;—

মানো বধৈর্ব্বরুণ যেত ইষ্টাসেনঃ কৃন্বন্তম সুর ভ্রীণন্তি।

মা কেঅতিষঃ প্রবসথানি গন্মম্বিষমুধঃ শিশ্রথো জীবসেনঃ॥

১০। ৮১। ৭;—

বাচস্পতিং বিশ্বকর্ম্মানমূতয়ে মনোজুবং বাজে অদ্যাহুবেম।
সনো বিশ্বানি হবনানি জোষদ্বিশ্বশংভূরবসে সাধুকর্ম্মা॥

২। ২৭। ১৪;—

অদিতে মিত্র বরুণোত মৃল যদ্বোবয়ং চকৃমা কচ্চিদাগঃ॥
উর্ব্বশ্যামভয়ং জ্যোতিরিন্দ্র মানো দীর্ঘা-অভিনশন্তমিস্রাঃ॥

৫। ৩৪। ৪;—

যস্যাবধীৎপিতরং যস্যমাতরং যস্যশক্রো ভ্রাতরং নাতঈষতে
বেতীদ্বস্য প্রযতা যতংকরো ন কিল্বিষাদীষতে বস্ব আকরঃ

৫। ৮৫। ৭;—

অর্য্যম্যং বরুণ মিত্র্যং বা সখায়ং বা সদমিদ্ ভ্রাতরং বা।
বেশং বা নিত্যং বরুণারণং বা যৎসীমাগশ্চকৃমা শিশ্রথস্তৎ॥

৬। ৫১। ৮;—

নম ইদুগ্রংনম আবিবাসে নমো দাধার পৃথিবীমুত দ্যাং।
নমো দেবেভ্যো নম ঈশ এষাং কৃতং চিদেনো
নমসা বিবাসে॥

৩। ৯। ৯;—

ত্রীনিশতা ত্রিসহস্রান্যগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবানব চাসপর্য্যন্।
ঔক্ষন্ ঘৃতৈরস্তৃণন্বর্হিরস্মা আদিদ্ধোতারং ন্যসাদয়ন্ত॥

১০। ২৭ ১২;—

তৃতীয় অধ্যায়ের মূলশ্রুতি দেখ।

২। ২৮। ৯;—

পর ঋণা সাবীরধ মৎকৃতানি মাহং রাজন্নন্যকৃতেন ভোজং।

অব্যুষ্টা ইন্নু ভূয়সীরুষাস আনো জীবাম্বরুণ তাস্ব শাধি॥

৭। ১০৪। ২২;—

উলূকয়াতুং শুশুলূকয়াতুং জহি শ্বয়াতুমুত কোকয়াতুং।

সুপর্ণয়াতুমুত গৃধ্রয়াতুং দৃষদেব প্রমৃণ রক্ষ ইন্দ্র॥

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

৩। ৩২। ১৩;—

যজ্ঞেনেন্দ্রমবসা চক্রে অর্ব্বাগৈনং সুম্নায় নব্যসে ববৃত্যাং।

যঃ স্তোমেভির্ব্বাবৃধে পূর্ব্ব্যেভির্যো মধ্যমেভিরুত নূতনেভিঃ॥

# নির্ঘণ্ট।

§ এই চিহ্নের পর সংখ্যা থাকিলে ধারা বুঝায়। "১ — ১ ধারা।


অনার্য্য ভাষা শিক্ষা §২।

অলঙ্কার §৭।

অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধ §১২।

অসবর্ণা বিবাহ §১৫।

অন্যান্য ভুবন §১৬।

অবগুণ্ঠন §১৮।

অন্তঃপুর §১৮।

অমাত্য §২০।

অগ্নিসৎকার §২১।

অধঃপতন §২৩।

আর্য্যজাতি §১।

আয়ুঃ §১।

আহার §৫।

আইন § ২০।

আদিম অবস্থা §২৮।

আহার ভেদে সভ্যতার শ্রেণী বিভাগ §৫।

আদিতে ধূমময়; জলময় §২৩।

আদিত্য §২৩।

ইন্দ্র §২৩।

উষ্ণীষ §৬।

ঋষিদিগের ঋণজাল §১১।

এস্তাফা §১৮।

কৃষি §৩।

কূপ খনন §৩।

কলের লাঙ্গল §৩।

কুক্কুর—বাহক পশু §৪।

কামান §১২।

কাচ §১৩।

কলকারখানা §১৩।

কিরণ §১৬।

কৃষক §৩।২০।

কর বা খাজানা §২০।

ক্রমোন্নতি মূলে জীবোৎপত্তি §২৩।

কুসংস্কার §২৪।

গৃহপালিত পশু §৪।

গৃহ §৮।

গ্রহণ §১৬।

গণিত §১৬।

গোর দেওয়া § ২১।

গঙ্গা নদী §২১।

চিকিৎসা বিদ্যা §১৪।

চরিত্র §২৪।

চির কুমারী §১৮।

চুক্তি §২০।

জাতি বিভাগ §১৫।

ঐ উৎপত্তি §১৫।

জাহাজ §৯।

জ্যোতিষ §১৬।

জলে মূত্রত্যাগ §২১।

তুলনা §২৫।

ত্রিতল গৃহ §৮।

তস্কর §২৪।

দায় বিভাগ §১৯।

দীপ্তবাণ § ;২।

দত্তক পুত্র §১৯।

দৌহিত্র উত্তরাধিকারী হইল কেন §১৯।

দেবগণ §২৩।

দেবগণের সংখ্যা §২৩।

দস্যু §২৪।

ধন §১১।

ধর্ম্মবিশ্বাস §২৩।

ধর্ম্মবোধের ক্রম বিকাশ §২৩।

ধর্ম্মবোধে কুক্রিয়া §২৪।

বেদে পাঠ পরিবর্ত্তন §২১।

ব্রহ্মা §২৩।

বিষ্ণু §২৩।

ভাষা §২।

ভূস্বামী §২০।

মনুষ্যেতর প্রাণীগণের ভাষার অভাব §২।

মৃত সংস্কার §২১।

মদ্য, মাংস §৫।

মালা, মল §৭।

মুদ্রা §১১।

মন্ত্র চিকিৎসা §১৪।

মেঘ §১৬।

যান বাহন §৯।

যুদ্ধ বিদ্যা §১২।

যবদ্বীপাদির দ্বীপাবস্থা §১৬।

যমের কুক্কুর §২১।

রেসম §৬।

রুক্ষ §৭।

রথ § ৯।

রণবাদ্য §১২।

রুদ্র §২৩।

শিল্প §১৩।

শ্রাদ্ধ §১৯।

ঐ হেতু §১৯।

সতীদাহ §২২।

স্তন্যদানের অগ্রে সোমরসদান §৫।

সহস্র স্তম্ভযুক্ত গৃহ §৮।
সমুদ্র যাত্রা §৯।
সৃষ্টিতত্ত্ব §১৬। ২৩।
সৃষ্টি কতবার §১৬।
সূর্য্যেরগতি §১৬।
স্বয়ম্বর প্রথা §১৮।
সাকার §২৩।
নারীজাতি §১৭।
নারীসেনা §১৭।
নৃপতি §২৫।
নিত্য ও কাম্য বিধি § ২২।
নিরাকার §২৩।
নাস্তিকতা §২৩।
নৃত্যগীত, § ২৪।
নরবলী §২৪।
পারিবারিক জন সংখ্যা §১।
পরিচ্ছদ §৬।
পরিণয় §১৮।
পিরাণ §৬।
প্রস্তরের কারুকার্য্য "১৩।
পুরুষ সূক্ত "১৫। ১৬।
পৃথিবীর স্থিতি ও আকার "১৬।
পারসিকগণের "শান্তিধাম" "২১।
প্রাণী সৃষ্টি "২৩।

পৌরাণিক দেবগণ কিরূপে হইলেন ”২৩।

পৌত্তলিকতা ”২৩।

বর্ণ ”২।

বাণিজ্য ”১০।

বিবিধ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ”১৬।

বৈদিক সময় ”২৬।

বেদের রচনা ”২৭।

বিনামা ”৬।

বলয় ”৭।

বাষ্পীয় শকট ”৯।

ব্যোমজান ”৯।

বর্ম্ম ”১২।

বায়ুবগতি ”১৬।

বজ্র ”১৬।

বেশ্যা ”১৮।

বিবাহের ব্যয় ”১৮।

বহু বিবাহ—

নারীগণের ; } ”১৮।<br>নরগণের ; }

হস্তত্র ”১২।